উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৩৮০.৬৯ (+৫৯৪.৯৫)

নিফটি : ২৫,২৩৯.১০ (+১৬৯.৯০)

মোদির জন্মদিনে দেশজুড়ে মহোৎসব
বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছে বিজেপি। নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েছেন। ৯

ছাপবে এসআইআর-এর ফর্ম
রাজ্যে এসআইআর শুরুর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল কমিশন। জেলা শাসকদের এসআইআর-এর ফর্ম ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৯°	২৯°	৩০°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৫°	২৫°	২৫°

অবৈধ বেটিং অ্যাপে সমন যুবরাজকেও ১১

৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 17 September 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 121

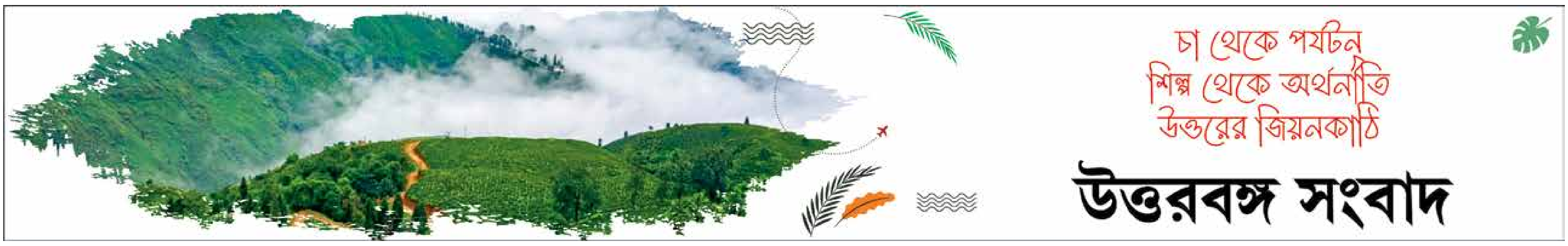

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে সাফ। দেরাদুনে মঙ্গলবার। -পিটিআই

দুর্ঘটনার বলি ৪

সোমবার রাতে তাঁরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে চান্দামারির দিকে ঘুরতে যান। সেখান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ভাগ্যক্রমে সেই গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস নামে একজন বেঁচে গিয়েছেন।

রাতে ঘুরতে বেরিয়ে বিপত্তি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : সোমবার গভীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৪ জনের। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার-১ ব্লকের ধাইয়েরপাড়ে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের নয়ানজুলিতে পড়ে যায় একটি গাড়ি। সেই গাড়ির ভিতরে থাকা ধনঞ্জয় বর্মন (২৮), সঞ্জয় দাস (২৬), অমিত দাস (২৩) ও পার্থ দাসের (২২) মৃত্যু হয়েছে। অমিত ও পার্থ সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। আর সঞ্জয় তাঁদের পিসতুতো ভাই। ধনঞ্জয় তাঁদের গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁরা সকলেই দেওয়ানহাটের বাসিন্দা। তবে ভাগ্যক্রমে সেই গাড়িতে থাকা মৌমিতা দাস নামে এক মহিলা বেঁচে গিয়েছেন।

সোমবার রাতে ধনঞ্জয়রা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে নিজেদের গাড়ি নিয়ে চান্দামারির দিকে ঘুরতে যান। সেখান থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থল সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পুলিশ সুপারের কথায়, 'বৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি পড়ে যায়। দমকলের সহযোগিতায় গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

মৃত পার্থ মাসখানেক আগে ওই গাড়িটি কিনেছিলেন। সেখানে মৌমিতার অংশীদারিত্ব ছিল। বাকি আত্মীয়রা মাঝেমধ্যেই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়াদাওয়া করার পর তাঁরা নতুন গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিলেন। ঘটনার সময় গাড়ির ভিতরে মৌমিতা সহ পাঁচজন ছিলেন। তবে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা মৌমিতার বয়ানে এই ঘটনা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। একাধিক প্রশ্নও উঠেছে। রাজ্য সড়ক থেকে গাড়িটি নয়ানজুলিতে পড়ে গেলেও মৌমিতার কোনও আঘাত লাগেনি বলে দাবি করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ধনঞ্জয়ের বাড়ির লোকেরা। দেওয়ানহাটে মঙ্গলবার।

বিসর্জনের বেদনা দেওয়ানহাটে

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : দুয়ারে কড়া নাড়ছে দুর্গাপুজো। চারদিকে আগমনীর সুর। তার মধ্যেই মঙ্গলবার বিসর্জনের বেদনায় ভাসল গোটা দেওয়ানহাট। আর হবে নাই বা কেন! সোমবার গভীর রাতের এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে স্থানীয় চার তরুণের। এদিন দিনভর ভারী বৃষ্টিকে ছাপিয়ে তাঁদের বাড়িতে ঘনঘন কান্নার রোল উঠেছে। প্রতিবেশীদের বাড়িতেও জ্বলেনি উনুন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন জটলায় ছিল একটাই আলোচনা। পুজোকে ঘিরে এলাকার সমস্ত ব্যস্ততা যেন এদিন থমকে গিয়েছিল।

রাতের দুর্ঘটনায় দেওয়ানহাট মোয়ামারি এলাকার একই বাড়ির দুই খুড়তুতো ভাই অমিত দাস ও পার্থ দাসের মৃত্যু হয়।

এরপর দশের পাতায়

উদয়ন ও সুকান্তর ভাষণে হিংসার বার্তা

গুন্ডামি বনাম প্যাকেট করার হুমকি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : আস্ফালনের প্রতিযোগিতায় দুই মন্ত্রী। একজন রাজ্যের, অপরজন কেন্দ্রের। প্রথমজন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। তাঁর ভাষায়, 'গুন্ডামি প্রয়োজনে করতে হয়। এটা আমি সবাইকে বলছি। পঞ্চায়েত সদস্যদের, কাউন্সিলারদের। আপনারা পঞ্চায়েত ভোটে নিজে জেতার জন্য গুন্ডামি করেন, কাউন্সিলাররা পুরভোটে নিজে জেতার জন্য গুন্ডামি করেন। আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপি-কে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি।'

একইদিনে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের হুংকার, 'ছাব্বিশে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। তখন তৃণমূলের যত গুন্ডা-মস্তান আছে, তাদের আপনাদের বুথের জনগণ কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখবে। যে ছেলেগুলি আমাদের কর্মীদের মেরেছে, তাদের আশকারা দিয়েছেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল ও বিপ্লব মিত্র। বিপ্লব মিত্রকে লোকসভায় হারিয়েছি। '২৬-এর বিধানসভায় হারানোর পর প্যাকেট করে ওঁদের ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।'

> আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপি-কে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি।
>
> **উদয়ন গুহ**

> ছাব্বিশে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে। তখন তৃণমূলের যত গুন্ডা-মস্তান আছে, তাদের আপনাদের বুথের জনগণ কাঁঠাল গাছে বেঁধে রাখবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

সুকান্ত যাঁদের দিকে আঙুল তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষ ভাওয়াল তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সভাপতি ও বিপ্লব মিত্র রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য। নির্বাচনে জিততে গুন্ডামিই যে শেষ কথা, মঙ্গলবার তা তৃণমূল কর্মীদের কার্যত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন উদয়ন।

এরপর দশের পাতায়

মোদি ফিরতেই অ্যাকশন শুরু সেনার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী ফিরে যেতেই মণিপুরে সেনার অ্যাকশন শুরু। শেষ ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার চার জঙ্গি, উদ্ধার করা হল প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক। অভিযান চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল জঙ্গিদের একের পর এক বাংকার। সেনার একটি অংশ অস্ত্র হাতে সক্রিয় হলেও অন্য অংশ কলকাতার সেনা সম্মেলনের পরিকল্পনা অনুসারে মঙ্গলবার থেকেই বন্ধু হয়ে গ্রামে গ্রামে জনসংযোগের কাজ শুরু করে দিয়েছে। এদিন টেংনৌপল জেলায় একাধিক স্বাস্থ্য শিবির করেছেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্থানীয়দের সমস্যার কথা নথিভুক্ত করেছেন তাঁরা। পাল্লেলে আসাম রাইফেলসের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে কীভাবে কাজ করেছে সেনা, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় তাদের কী করণীয় সেসব নিয়ে পড়ুয়াদের পরামর্শ দেন সেনাকর্তারা।

সূত্রের খবর, সেনা সম্মেলনে উত্তর-পূর্বের নিরাপত্তায় আসাম রাইফেলসকে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মায়ানমার ও চিন সীমান্তে বিশেষ নজরদারি চালাতেও বলা হয়েছে। সেইমতো মঙ্গলবার আসাম রাইফেলসের ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিকাশ লাখেরা মণিপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সীমান্তে নজরদারি এবং শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলায় ব্যবহৃত ড্রোন প্রযুক্তি খতিয়ে দেখেন তিনি। আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথা, 'সেনা সম্মেলনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।'

সেনা সম্মেলনে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। সেনা সূত্রে খবর, চিকেন নেকের নিরাপত্তা জোরদার করতে কোন কোন ক্ষেত্রে কীভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় এবং আরও কীভাবে প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করা যায় সেসব পর্যালোচনার জন্য সেনার ইস্টার্ন কমান্ড আয়োজন করছে 'ইস্ট টেক-২০২৫'। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ১৯ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ওই প্রযুক্তি কর্মশালা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মণিপুরে সেনার জনসংযোগ অভিযান।

ক্লাস শিকেয় তুলে স্কুলে শিবির

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : একই চত্বরে দুটি স্কুল। একটি প্রাথমিক, অপরটি জুনিয়ার হাইস্কুল। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির বসানোয় দুটি স্কুলেই মঙ্গলবার পঠনপাঠন বন্ধ থাকল। তবে শিক্ষকরা এসেছিলেন। হাতেগোনা কয়েকজন পড়ুয়া স্কুলে এলেও লোকজনের ভিড় দেখে তারা ফিরে যায়। যদিও শিক্ষকদের দাবি, এদিন পড়ুয়ারা স্কুলে আসেনি। মঙ্গলবার এমন ঘটনার সাক্ষী থাকল মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বামুনিয়া এপি স্কুল ও বামুনিয়া নাককাটি জুনিয়ার হাইস্কুল। এদিকে, সরকারি শিবিরের জন্য সরকারি স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ থাকায় বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। পঠনপাঠন শিকেয় তুলে স্কুলে শিবির বসানোয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মাথাভাঙ্গা-১'এর বিডিও শুভজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

এদিন বামুনিয়ার ওই দুটি বিদ্যালয়ে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরের পাশাপাশি 'দুয়ারে সরকার' শিবিরও বসেছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্যে শিবিরে ভিড়ও ভালো হয়েছে। পার্শ্ববর্তী তিনটি বুথের সাধারণ মানুষ শিবিরে অংশ নেন। সকাল থেকেই স্কুলের মাঠে বাইকের ভিড় জমে যায়। সরকারি কর্মী, নেতা-জনপ্রতিনিধি ও সাধারণ মানুষের ভিড়ে গমগম করছিল স্কুলের ক্লাসরুম, বারান্দা সহ মাঠের একাংশ। সব মিলিয়ে, স্কুল প্রাঙ্গণ কার্যত মেলার রূপ নিয়েছিল। এদিন দুপুরে স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, দুটি স্কুলের সবক'টি ক্লাসরুম ও বারান্দায় শিবিরের কাজকর্ম চলছে। দুই স্কুলের শিক্ষকরা নিজেদের বসার ঘরে থাকলেও কোনও পড়ুয়া নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বসন্ত বর্মন বলেন, 'এদিন কোনও পড়ুয়া স্কুলে আসেনি।' কেন আসেনি তা অবশ্য তিনি খোলসা করেননি। জুনিয়ার হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ অভিজিৎ সরকারও একই কথা বলেন। তাঁর বক্তব্য, 'কয়েকজন পড়ুয়াকে স্কুলের মাঠে দেখেছি। তবে তারা ইউনিফর্ম পরে ছিল না।' স্থানীয়দের কয়েকজন বলেন, কয়েকজন পড়ুয়া স্কুলে এসেছিল। কিন্তু শিবিরে লোকজনের ভিড় দেখে তারা ফিরে যায়।

এরপর দশের পাতায়

মা আসছেন **১১** দিন পর

উমার কাছে বিচার চায় পাঁচ পরিবার

যাঁদের পুজো নেই

বিতান অধিকারী, সমীর গুহ, অভয়া, ঝন্টু আলি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়ার পরিবারের কাছে পুজোর আনন্দ এখন ম্লান।

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আকাশে উৎসবের রং। আলো ছড়িয়ে আসছে শারদোৎসব। উজ্জ্বল সেই আলোর ছটা চরাচর বিস্তৃত হলেও পৌঁছোবে না বগুলা, পানিহাটি, পাটুলি, বেহালার কয়েকটি বাড়িতে। বিষাদের অন্ধকারেই ডুবে থাকবে বিতান অধিকারী, সমীর গুহ, অভয়া, ঝন্টু আলি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত পড়ুয়ার পরিবার। দুর্গার কাছেও শুধু বিচারের অপেক্ষা।

কেটে গিয়েছে আরও একটি বছর। অভয়ার ছোট ছোট স্মৃতি এখনও টাটকা আরজি কর মেডিকেল কলেজে ধর্ষিতা ও নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার বাবা-মায়ের। বাড়ির সামনেই আগের মতোই দুর্গামণ্ডপ আছে। আগে যেখানে পুজো এলে আপ্যায়ন থেকে শুরু করে আলপনা, পুজোর জোগাড় সবই নিজের হাতে করতেন অভয়া। বাড়ির গ্যারাজে দেবীর আবাহন করতেন।

২০২৪ সালের ৮ অগাস্ট বদলে দিয়েছে সবকিছু। গত বছর কন্যাহারা বাবা-মায়ের কাছে উৎসব এসেছিল দ্রোহের মেজাজে। বাড়ির সামনে ধর্নামঞ্চ তৈরি করে আলো নিভিয়ে চারটি দিন নীরবে কাটিয়েছিলেন তাঁরা। ব্যতিক্রম হবে না এবছরও। অভয়ার মায়ের কথায় আগমনীর বদলে বিসর্জনের সুর ভাসে, 'মেয়েই ছিল আমার দুর্গা। ও চলে গিয়েছে। আর কীসের উৎসব!'

বিষাদের সঙ্গে ক্ষোভ অভয়ার বাবার কথায়, 'ক্ষমতা থাকলে পুজোর ক'টা দিন নবান্নের ১৪ তলার সামনে ধর্না দিতাম। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মেয়ের বিচারের জন্যই বাঁচব।'

বগুলা স্টেশনে নেমে একটু এগিয়ে গেলে পশ্চিমমুখো পাঁচিল ঘেরা একতলা বাড়িতেও আনন্দের লেশ নেই।

এরপর দশের পাতায়

ছবি : এআই

SpiceJet
Red. Hot. Spicy.
এবার কোথায়,
বাগডোগরা?
এই উৎসবের মরসুমে, সুবিস্তৃত বিমানচালনা ও উন্নত নেটওয়ার্কের সাথে বাগডোগরা থেকে আপনার প্রিয় গন্তব্যস্থলগুলিতে একাধিক ফ্লাইট উপভোগ করুন — আরও বেশি রুট, আরও বেশি ফ্লাইট এবং উড়ার আরও অনেক কারণ।
বাগডোগরা থেকে:
দিল্লী
গুয়াহাটি
কলকাতা
মুম্বাই*
*শুরু হচ্ছে 26শে সেপ্টেম্বর 2025 থেকে।
www.spicejet.com

দুই প্রতিনিধি : জয়গাঁ, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার দলসিংপাড়া চা বাগানে গেলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ও সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এদিন তাঁরা বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির সামনে ছিলেন। সাংসদ ও বিধায়কের কাছে তাঁরা নানা সমস্যা তুলে ধরেন। উলটোদিকে খুব শীঘ্রই ডুয়ার্সকন্যা অভিযান হবে বলে জানিয়েছেন সাংসদ ও বিধায়ক দুজনেই।

কোচবিহারের পর সিতাইয়েও প্রতারণা

টাকা নিয়ে গায়েব মণ্ডপশিল্পী

অমৃতা দে
ও হিতেন বর্মন

সিতাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই মহালয়া। দুর্গাপুজো একেবারে দোরগোড়ায়। শহর, মফসসল থেকে গ্রামজুড়ে যখন পুজোর সাজোসাজো রব, আনন্দের আবহ তখনই সিতাইয়ের সুভাষপল্লি বয়েজ ক্লাবের উদ্যোক্তাদের মুখে প্রবল দুশ্চিন্তা। তাঁদের পুজোয় এবারের মণ্ডপ তৈরির দায়িত্ব পাওয়া মণ্ডপশিল্পী অগ্রিম ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা নিয়ে উধাও।

অভিযুক্ত উত্তর ২৪ পরগনার চণ্ডীপুরের শিল্পী বিদ্যুৎ চৌধুরী। তবে শুধু এই পুজো কমিটি থেকেই নয়, কোচবিহারের পঞ্চরঙ্গী মোড়ের গুড়িয়াহাটি ক্লাব থেকেও তিন ধাপে প্রায় ৯০ হাজার টাকা নিয়ে গায়েব ওই শিল্পী। গুড়িয়াহাটি ক্লাব তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে। এখন হাতেগোনা কয়েকদিনের মধ্যে কীভাবে পুজোর আয়োজন করা সম্ভব হবে তা ভেবেই সুভাষপল্লি বয়েজ ক্লাবের পুজো কমিটির সদস্যদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। এদিকে, এভাবে কতগুলি পুজো কমিটিকে ওই শিল্পী প্রতারিত করেছেন তা ভেবেও গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সুভাষপল্লি বয়েজ ক্লাবের অসমাপ্ত মণ্ডপ।

পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করা ওই ক্লাবের এবারের থিম ছিল মাটির ঘরে আসবে মা। মাটির ঘরের আদল তৈরি করে গ্রামীণ ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলাই তাদের পরিকল্পনা ছিল। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় ও সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও এই পুজোর পৃষ্ঠপোষক। চুক্তি অনুযায়ী ধাপে ধাপে তাঁকে অগ্রিম এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। টাকা পাওয়ার পর সময় পেরোলেও কাজ এগোচ্ছিল না।

মাথায় হাত

- চুক্তি অনুযায়ী ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ চৌধুরী নামের ওই শিল্পীকে টাকা দেন সিতাইয়ের সুভাষপল্লি বয়েজ ক্লাবের উদ্যোক্তারা
- টাকা পাওয়ার পর সময় পেরোলেও কাজ কোনও ভাবেই এগোচ্ছিল না
- ফোনে বিদ্যুৎ সিতাইয়ে আসার দিন জানালেও এসে পৌঁছাননি
- এদিকে, ৯০ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হওয়ায় কোচবিহারের অন্য একটি পুজো কমিটি ওই একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে

মণ্ডপশিল্পী বা তাঁর কর্মীরা কেউই সিতাইয়ে আসেননি। পরে ফোন করা হলে বিদ্যুৎ সিতাইয়ে আসার দিন জানালেও এসে পৌঁছাননি। তারপর আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি উদ্যোক্তারা। অনেক চেষ্টা করেও কোনও খোঁজ না মেলায় পুজো কমিটির সদস্যরা বুঝতে পারেন যে, তাঁরা প্রতারিত হয়েছেন। কমিটির সম্পাদক রাজা সরকার বলেন, 'চাঁদার টাকায় আমরা পুজো করি। সেই টাকা যদি কেউ আত্মসাৎ করে তাহলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ভেঙে যায়। আমরা চাই না তাঁদের সেই বিশ্বাস নষ্ট হোক।'

বাধ্য হয়ে নতুন শিল্পী এনে তাড়াহুড়ো করে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁরা দর্শনার্থীদের নিরাশ হতে দেবেন না। মণ্ডপ ছোট হলেও কোনওকিছুতে খামতি রাখতে চাইছেন না কেউই। কাজ শেষ করতে ইতিমধ্যেই তাঁরা প্রশাসনের সাহায্য চেয়েছেন। এমনকি মণ্ডপশিল্পীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হবে বলে জানা গিয়েছে। দ্বিতীয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি পুজো উদ্বোধন করার কথা।

ফের চিতাবাঘের শিকার স্কুল পড়ুয়া

নাগরাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : খুটাবাড়ি কাণ্ডের পর এখনও এক মাসও কাটেনি। ফের বাড়ির সামনে থেকে নাবালককে তুলে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। পরে ছেলেটির রক্তাক্ত খোবলানো দেহ উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাগরাকাটার আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খেরকাটা গ্রামে এই ঘটনায় বন দপ্তরের বিরুদ্ধে ফুঁসছেন গ্রামের মানুষ। মৃত বালকের নাম অস্মিত রায় (১৩)। সে খয়েরবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। ঘটনার পর হাসপাতালে জড়ো হওয়া এলাকার বাসিন্দারা বন দপ্তরের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে তুমুল বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সমীর আহমেদ, মালবাজারের এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার সহ অন্য পুলিশ আধিকারিকরা।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। এমনটা যাতে আর না হয় সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। সচেতনতা আরও বাড়ানো হবে। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, বন দপ্তরের আরও বেশি দায়িত্বপরায়ণ হওয়া উচিত বলে মনে করি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অস্মিত এদিন সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়ার পর মুখ ধুতে বেরিয়েছিল। সে সময় আগে থেকেই ঘাপটি মেরে থাকা একটি চিতাবাঘ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুঁটি কামড়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বিষয়টি প্রথম দেখেন বাড়ি লাগোয়া একটি দোকানের মালিক সিকান্দার আলম। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে তিনি বলেন, 'এমন দৃশ্য দেখে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনি। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে চিতাবাঘটি অস্মিতকে কলা গাছের পাশে ঝোপে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে বাইকে করে ৭ কিলোমিটার দূরের হাসপাতালে নিয়ে আসি।'

মৃত অস্মিতের পরিবার অত্যন্ত দুঃস্থ। ছেলের এমন পরিণতি দেখে হাসপাতালের বাইরে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিলেন বাবা। কথা বলার মতো পরিস্থিতিতেও ছিলেন না।

গ্রাম বাঁচানোর স্বীকৃতি ২ ইঞ্জিনিয়ারকে

শিবশংকর সূত্রধর ও
সায়নদীপ ভট্টাচার্য

কোচবিহার ও বক্সিরহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : নদীর গতিপথ বদল করে একটা গোটা গ্রামকে বাঁচানোর স্বীকৃতি পেলেন তুফানগঞ্জ সেচ দপ্তরের দুই ইঞ্জিনিয়ার। সোমবার ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষ্যে কলকাতার নজরুল ভবনে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া তুফানগঞ্জ মহকুমার সেচ আধিকারিক সৌরভ সেন এবং জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার তুষার মণ্ডলের 'প্রগতিরত্ন' পুরস্কার সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে তুলে দেন। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে তুফানগঞ্জের নদীতে জল বেড়েছে। অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে ভাঙন। এই অবস্থায় সৌরভ এবং তুষার কর্তব্যের কারণে কলকাতায় গিয়ে পুরস্কার নিতে পারেননি। কর্তব্যের টানে প্রগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা আয়োজিত এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পুরস্কার নিতে না পারলেও, এই স্বীকৃতি পেয়ে নিজের আনন্দের কথা গোপন করেননি সৌরভ। তিনি বলেন, 'পুরস্কার পেয়ে খুব ভালো লাগছে। এর ফলে কাজে আরও বেশি উৎসাহ পাব। দপ্তরের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের প্রত্যন্ত একটি এলাকা ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিট বড়লাউকুঠি। সংকোশ নদীর ভাঙনের জন্য তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এই গ্রামটি কার্যত বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছিল। সংকোশের একটি শাখা নদীর জল গ্রামের ভেতর ঢুকে একের পর এক বাড়ি ধ্বংস করছিল। বাসিন্দাদের এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দিতে সেচ দপ্তর এগিয়ে আসে। একটি ক্যানাল ও বাঁধ তৈরি করে নদীর গতিপথে বদল আনা হয়। এই কাজ করতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় হয়। বেশ কয়েক বছর এই কাজ চলার পর ২০২৪ সালে এই -প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।

কোচবিহার কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস।

ঝোরায় ডুবে মৃত্যু

কালচিনি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঝোরার জলে ডুবে মৃত্যু হল এক মহিলার। সোমবার বিকেলে কালচিনি থানার দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামের ভাঙাপুল এলাকার ঘটনা। রত্নি ওরাওঁ নামে ওই মহিলা বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোরা পার করে কৃষিকাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে ঝোরার জলে পড়ে যান। বিষয়টি দেখতে পেয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁকে খুঁজতে শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুজির পর সন্ধ্যায় উদ্ধার করা হয় ওই মহিলাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা জানিয়েছেন, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

সিতাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : সিতাই ব্লকের ডাউয়াবাড়ি নাপিতেরটারি গ্রামে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় দিপু বর্মনের (৩৫) দেহ। তিনি পেশায় টোটোচালক ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাত বছর আগে দিপুর বিয়ে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্রসন্তান রয়েছে। ঘটনার সময় দিপুর স্ত্রী বাপের বাড়িতে ছিলেন। মৃতের বাবা-মা আগেই প্রয়াত হয়েছেন। খবর পেয়ে সিতাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। বুধবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা সুশান্ত বর্মনের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই দিপু বর্মন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। কয়েক মাস আগে কিস্তিতে নতুন টোটো কেনার পর আর্থিক চাপও বাড়ে। সেই দুশ্চিন্তাই হয়তো তাঁকে চরম পদক্ষেপে ঠেলে দিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ বैंक Indian Overseas Bank
Good people to grow with

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি ই-অকশন নোটিশ
ব্যাংকের দ্বারা বন্ধকরত স্থাবর সম্পত্তিটি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অনুসারে বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর অন্তর্গত সেকশন ১৩(২)-এর দ্বারা ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা নোটিশে উল্লেখিত সম্পত্তিটির গঠনমূলক দখল নেওয়া হয়েছে। উল্লেখিত লোন অ্যাকাউন্টটি, ঋণগ্রহীতার দ্বারা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ব্যাংকের বকেয়া মূল সুদ এবং অন্যান্য চার্জ যা পরবর্তীতে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আদায়ের জন্য 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। সেকশন ১৩(৪)-এর অন্তর্গত প্রদত্ত অ্যাক্টের ক্ষমতাবলে, নিম্নে স্বাক্ষরকারী বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ফলস্বরূপ ব্যাংকের বকেয়া আদায়ের জন্য উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রয়ের ঘোষণা করছে। বিক্রয়টি নিম্নে স্বাক্ষরকারীর তত্ত্বাবধানে, ওয়েব পোর্টালের অন্তর্গত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম- https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration-এ সম্পন্ন হবে।

আলিপুরদুয়ার শাখা ঃ এইচ নং ৯০২/৩৪৭, বক্সা ফিডার রোড, কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, পিন-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫৩০৬৬, ইমেল-iob3066@iob.in
(১)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
মেসার্স ভানুরাবার শিট (মালিক- শ্রী ভানু কর্মকার) ভোলার ডাবরি, আলিপুরদুয়ার থানা+জেলা- আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২৩ (ঋণগ্রহীতা)
শ্রী ভানু কর্মকার (মেসার্স ভানু রাবার শিটের মালিক) বিধানপল্লি, ওয়ার্ড নং- ০৯, পোস্ট- আলিপুরদুয়ার, জেলা- আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২১ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ০৩.০২.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৯.০৩.২০২৫, ডিমান্ড নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ১৭,৯০,১২১.৪২, ১৯.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ০৯.০৬.২০২৫
দখল নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ১৮,৪৬,৫১৩.৪২, ৩১.০৫.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ১৯,০২,০৪৭.৪২, ৩১.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
নির্ধারিত খালি জমিটি যেটির সমানভাবে বন্ধকরত সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাণ ১২ ডেসিমেল, মৌজা- ভোলার ডাবরি, পুরাতন এলআর খতিয়ান নং-১৩৮, সঠিক পুরাতন খতিয়ান নং- ১৪৭, জে.এল নং ৫৬, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৭৭৬, আর.এস প্লট নং- ১৬৯০ এবং জে.এল নং- ৫৬, এল.আর খতিয়ান নং- ৩৭৭৫, আর.এস প্লট নং- ১৬৯০, এল.আর প্লট নং- ৩১১৭ ভোলার ডাবরি, আলিপুরদুয়ার, ভোলার ডাবরি চেচাখাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকট, জেলা- আলিপুরদুয়ার, পিন- ৭৩৬১২৩ ভানু কর্মকারের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তির সীমানা ঃ
উত্তর ঃ বিনয় দেবনাথ এবং অন্যদের জমি, দক্ষিণ ঃ ৮' ফিট চওড়া সর্বজনীন প্যাসেজ, পূর্ব ঃ আশিস সাহার জমি, পশ্চিম ঃ অশোক কর্মকারের জমি
* বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ২১,৮৫,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ২,২০,০০০/-

কানকি শাখা, নিউ মার্কেট, পোস্ট ঃ কানকি, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩২০৯, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল- iob2494@iob.in
(২)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
জনাব হাসিবুল ইসলাম, মোহাম্মদ তুফায়েল আশারুবস্তি-এর পুত্র, ঘিরনিগাঁও, চাকুলিয়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩২০৭
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ১৫.০৪.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ২২,৩৫,৯৭৫.৭৮, ১৭.০৪.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫
দখল নোটিশে বকেয়া দাবি ঃ টাঃ ২২,৬৬,৯৮২.৭৮, ১৫.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,০৯,২৪৭.৭৮, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থমূল্য।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
৫ ডেসিমেল পরিমাণের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে বাড়িটির আর.এস খতিয়ান নং- ১৯০১, আর.এস প্লট নং- ৯১৬৩, আশারুবস্তি, মৌজা- ঘিরিগাঁও, চোপড়া, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৩২০৭, হাসিবুল ইসলামের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তিটির সীমানা
উত্তর ঃ আমিজুদ্দিনের জমি, দক্ষিণ ঃ ২৫ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা, পূর্ব ঃ মহম্মদ আলামের জমি, পশ্চিম ঃ আজিদ আলির জমি
*বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ১৬,৮৪,৩৫০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ১,৬৯,০০০/-

কানকি শাখা, নিউ মার্কেট, পোস্ট কানকি, জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩২০৯, ফোন ঃ ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল- iob2494@iob.in
(৩)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ঃ
জনাব সোহেল আহমেদ, প্রয়াত নাজির আহমেদের পুত্র, গুলিয়া ভিটা, চোপড়া, ঝাড়বাড়ি, রাজাভিম, জেলা- উত্তর দিনাজপুর, চাকুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৩২১৬
এনপিএ-এর তারিখ ঃ ২৬.০১.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ২৪.০২.২০২৫
ডিমান্ড নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,২৬,৭৭৬.২০, ২৪.০২.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
দখল নোটিশের তারিখ ঃ ১৭.০৫.২০২৫
দখল নোটিশে দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া ঃ টাঃ ২৩,৫৫,৫৪৯.২০, ২৮.০৪.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
বর্তমান বকেয়া ঃ টাঃ ২৪,১৭,২১৩.২০ ২৯.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ এবং অর্থ।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলনিকাশি ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তিটির বর্ণনা
৬.২৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ এবং বাড়িটি মৌজা ঃ চোপড়াঝাড়, জে.এল নং- ৫৭, সি.এস খতিয়ান নং- ৩৬৬, আরএস খতিয়ান নং- ১০৬৬, ই খতিয়ান নং- ১৮০৭ এবং ৬২৯, সি/এস প্লট নং- ৭২৩, আর/এস প্লট নং- ৩৮০৯, ইসলামপুর পুর নিগম, থানা- ইসলামপুর, জেলা- উত্তর দিনাজপুর- ৭৩৩২০২, পশ্চিমবঙ্গ সোহেল আহমেদের স্বত্তাধিকরণে অবস্থিত।
সম্পত্তিটির সীমানা
উত্তর ঃ সোহরাব এবং অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ ঃ ৮ ফিট কাচা রাস্তা, পূর্ব ঃ জৈনুল হক, পশ্চিম ঃ নাজির এবং মুন্না
বিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে ব্যাংকের বকেয়া অগ্রাধিকার পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য ঃ টাঃ ৪৮,৩৯,৩০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য ঃ টাঃ ৪,৮৪,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২২.১০.২০২৫ দুপুর ২.০০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত। প্রতিটি নিলাম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০ মিনিটের মেয়াদ বাড়ানো হবে।
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় :- ২১.১০.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সব কর্ম দিবসে সকাল ১০.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ পর্যন্ত
বিড সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া শুরু ১৭.০৯.২০২৫ থেকে।
বিড সঙ্গে ইএমডি-এর জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২১.১০.২০২৫
দর বৃদ্ধির পরিমাণ :- টাঃ ১০,০০০/-
যদি কোনও প্রকার দায়বদ্ধতা জানা থাকে :- ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
বকেয়া অর্থমূল্যের পরিমাণ স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তি কর, জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই। (দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যে সমস্ত আইনগত দায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে, যদি কোনও প্রকার আইনগত দায় থেকে থাকে তবে তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে ব্যাংক এই বিষয়ে কোনও প্রকার দায়িত্ব নেবে না।)
বিক্রয় সম্পর্কিত বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে, পরিষেবা প্রদানকারী লিংক:- https://banknet.in/eauction-psb/bidder registration-এ পরিদর্শন করুন অথবা (PSB Alliance BANKNET) এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের শাখা- কানকি-এর সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা প্রেরিত ওয়েবসাইট www.iob.in লিংকটি দেখুন।
[https://www.iob.in/ Tender Details.aspx? Tendertype =E-Auction]
তারিখ-১৬.০৯.২০২৫

অনুমোদিত আধিকারিক
ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক

১৫-১২-২০২৫ তারিখের বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫-এর জন্য বিজ্ঞপ্তি

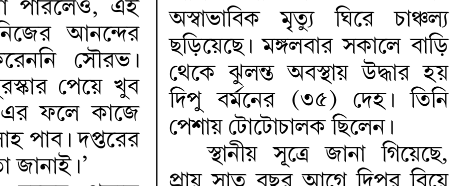

উ.পূ.সী রেলওয়ের সমস্ত পেনশনার ও পরিবার পেনশনারদের জানানো হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ অনুযায়ী সমস্ত অভিযোগের অন-স্পট নিষ্পত্তির জন্য নীচে দেওয়া স্থানগুলিতে ১৫-১২-২০২৫ তারিখে বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫ আয়োজিত হবে ঃ

ক্র. নং.	আদালতের স্থান	পেনশনার /পরিবার পেনশনারদের জন্য	আবেদনের জন্য ঠিকানা	ই-মেইল ঠিকানা	যোগাযোগের নম্বর
১	পিসিপিও-র কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ের সদর দপ্তর, মালিগাঁও, গুয়াহাটি -১১	উ.পূ.সী. রেলওয়ের সদর দপ্তর, গুয়াহাটি, পাণ্ডু, নিউ গুয়াহাটিত অবস্থিত এক্সট্রা ডিভিশনাল ইউনিটসমূহ, যাঁদের বিল পাশ করেছে পিএফএ/মালিগাঁও।	এপিও/ওয়েলফেয়ার, উ.পূ.সী রেলওয়ে/সদর দপ্তর, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১, (অসম)	fshq.gmpnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫০৬১৪
২	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, তিনসুকিয়া	তিনিসুকিয়া ডিভিশন ও তিনসুকিয়া ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, তিনসুকিয়া - ৭৮৬১২৫ (অসম)	dpotsknfr @gmail.com srdpotinsukia @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৫৬০১
৩	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, লামডিং	লামডিং ডিভিশন ও লামডিং ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, লামডিং - ৭৮২৪৪৭ (অসম)	seniordpolumding @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৩৬০০
৪	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, রঙিয়া	রঙিয়া ডিভিশন ও রঙিয়া ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, রঙিয়া - ৭৮১৩৫৪ (অসম)	dponfrrny @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৪৬০০
৫	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার	আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ও আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, আলিপুরদুয়ার - ৭৩৬১২৩ (প.ব.)	srdpo.2015 @gmail.com	৯০০২০৫২৬০০
৬	ডিআরএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে, কাটিহার	কাটিহার ডিভিশন ও কাটিহার ডিভিশনে অবস্থিত নন-ডিভিশনাল ইউনিটগুলি	সিনি. ডিপিও, ডিআরএম-এর কার্যালয়, কাটিহার - ৮৫৪১০৫ (বিহার)	drmpkir @gmail.com	৯৭৭১৪৪১৬০০
৭	সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, ডিব্রুগড়	ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ	সিনি. ডিপিও, সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, ডিব্রুগড় - ৭৮৬০০১ (অসম)	apodbwsnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫৫৪৫৮
৮	সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, উ.পূ.সী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁও	নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ	এপিও, সিডব্লিউএম-এর কার্যালয়, নিউ বঙাইগাঁও - ৭৮৩৩৮১ (অসম)	sponbqsnfr @gmail.com	৯৯৫৭৫৫২৪১৩

১। **কী ভাবে আবেদন করবেন:** অনুগ্রহ করে নীচে দেওয়া আবেদন ফর্মাটটি পূরণ করুন এবং এরপর তিনটি প্রতিলিপিতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ একটি খামে ভরিয়ে জমা দিন, খামের ওপর পরিষ্কার উল্লেখ থাকতে হবে, **১৫-১২-২০২৫ তারিখে আয়োজিত "বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫"**। বকেয়া পেনশনের আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ করা হবে।
দ্রষ্টব্যঃ বার্ষিক পেনশন আদালত-২০২৫ -এ মানবিকতার ক্ষেত্রে নিযুক্তি, সময় নির্ধারিত বেতন আদায়, বেতন ভাতা, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদির অনুরোধের মতো ফাইনাল স্টেলমেন্টের সঙ্গে জড়িত না থাকা বিষয়গুলি সংক্রান্ত কাজ হবে না। আপনার আবেদন ১০-১১-২০২৫ তারিখে অথবা তার আগে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে পৌঁছতে হবে। (২) পেনশন আদালত ১৫-১২-২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টায় স্থানগুলির সদর দপ্তর, প্রত্যেকটি ডিভিশন ও ওয়ার্কশপে অনুষ্ঠিত হবে।
দ্রষ্টব্যঃ ওপরের তথ্যগুলি উপলব্ধ হবে উ.পূ.সী রেলওয়ের ওয়েবসাইট ঃ www.nfr.indianrailways.gov.in -এ।

জেনারেল ম্যানেজার (পি), মালিগাঁও, গুয়াহাটি-১১
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
সেবাই প্রতিজ্ঞা,
প্রথমে দেশ অনুপ্রেরণার ৭৫ বছর

রোজগার মেলা ২.০
দার্জিলিং বাসীদের সুবর্ণ সুযোগ

15ই ও 16ই নভেম্বর, ২০২৫
স্থান:- সেলেশিয়ান কলেজ, ৪২ নম্বর ওয়ার্ড, ডনবস্ক কলোনি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সম্মান জানিয়ে এই রোজগার মেলার উদ্দেশ্য : চাকরির সুযোগ, তারুণ্যের উন্নতি এবং উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ কে দৃঢ়তা প্রদান

THSC জ্ঞান অংশীদার
CIEL প্রযুক্তিগত সহযোগী
DARJEELING WELFARE SOCIETY

আরও জানবার জন্য দেখুন:
www.darjeelingwelfaresociety.com
শ্রী হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা
সংসদ সদস্য (আরএস) এবং দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৬৬/০১১/২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রম. নং: ১. টেন্ডার নং: এনজে২৫৫১৮৮; বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০৯-২০২৫। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভে বৈদ্যুতিক মোটরচালিত ওয়াইপার অ্যাসেম্বলির ব্যবস্থা। পরিমাণ: ১০সেট। প্রেরক:- এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। দ্রষ্টব্য: টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নজরকাড়া ফলাফল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিএআরের অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স এগজামিনেশন ফর অ্যাগ্রিকালচার পরীক্ষায় গতবছরের তুলনায় এবার উত্তীর্ণের সংখ্যা বাড়ল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের। সম্প্রতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হতেই খুশির হাওয়া ক্যাম্পাসে। গতবছর সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই বছর দ্বিগুণেরও বেশি, মোট ৩০ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই পড়ুয়ারা এবার আইসিএআরের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ নেবেন এবং ভারতের বিভিন্ন অ্যাগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটগুলি থেকে স্কলারশিপ নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করার সুযোগ পাবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দেবব্রত বসু বলেন, 'সর্বভারতীয় পরীক্ষায় আমাদের পড়ুয়ারা প্রতিবারই মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন পড়ুয়া সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংক করেছেন। তাঁরা আমাদের গর্বিত করেছেন।'

আলিপুরদুয়ারের পূর্ব খলিসামারি গ্রামের বাসিন্দা দীপরাজ দাস এই পরীক্ষায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্স বিভাগে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর বাবা কৃষিজীবী এবং মা গৃহবধূ। দীপরাজ বলেন, 'র‍্যাংক নিয়ে আমি আশাবাদী ছিলাম। এবার আমি দিল্লিতে ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে স্নাতকোত্তর করব।' ওই বিভাগের অর্ণব মণ্ডল, সন্দীপন সাহা, কেয়া দত্ত এবং আকাশ পাত্রও ভালো ফল করেছেন। সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগে অর্ধেন্দু দত্ত, প্ল্যান্ট সায়েন্স বিভাগে শালিনী রায় এবং সুমন্ত্র সিংহ, অ্যাগ্রোনমি বিভাগে দর্শিতা বর্মন, প্ল্যান্ট বায়োটেকনলজি বিভাগে প্রজ্ঞাপল্লবী শাহু, অ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পদ্মাবতী কুমার এবং সিদ্ধা দাস, এন্টোমোলজি বিভাগে অভিজিৎ মণ্ডল এবং শুভজিৎ চট্টোপাধ্যায় ভালো ফলাফল করেছেন।

পুণ্ডিবাড়ি ক্যাম্পাস থেকে মোট ২১ জন পড়ুয়া এবং মাঝিয়ান ক্যাম্পাস থেকে ৯ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছেন। গতবছর এই পরীক্ষায় ১৩ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হলেও ২০২৩ সালে মোট ৪১ জন পড়ুয়া উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিটেটিভ এগজামিনেশন সেলের কনভেনার তথা বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সোমনাথ মণ্ডল বলেন, 'প্রতিবারই আমাদের পড়ুয়ারা ভালো ফল করেন। এবারেও অন্যথা হয়নি। এই ফলাফলের জন্য আমরা গর্বিত।'

গবেষণায় অনুদান

রায়গঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : ছত্রাকজনিত রোগের গবেষণায় ৪৯ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান পেল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ। ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চ আগামী তিন বছরের জন্য এই অনুদান মঞ্জুর করেছে। ছত্রাকজনিত রোগ গবেষণা ও নির্ণয়ের পদ্ধতি উন্নত করার জন্য এই অর্থ ব্যয় করবে বিশ্ববিদ্যালয়। মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ডঃ প্রদীপ দাস মহাপাত্র বলেন, 'এই প্রোজেক্টে তিন বছরে গবেষণার জন্য মিলবে ৪৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৯৬ টাকা। প্রথম ধাপে ১৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৩৭৬ টাকা এসেছে।'

চুক্তি স্বাক্ষর

নিউজ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এমপি আহমেদ এবং ডব্লিউএইচও'র (হু) ভারতীয় প্রতিনিধি রোডেরিকো এইচ আফরিন একটি নতুন প্রকল্পের জন্য মউ স্বাক্ষর করলেন। সেই প্রকল্পের নাম 'নারচারিং বিগিনিংস'। এটি মালাবার গ্রুপ এবং ডব্লিউএইচও'র মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক উদ্যোগ। কোঝিকোড়ে অবস্থিত মালাবার-এর সদর দপ্তরে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। মালাবার গ্রুপ ইন্ডিয়ার অপারেশনস ম্যানেজিং ডিরেক্টর আশের ও, ডব্লিউএইচও'র জাতীয় পেশাদার কর্মকর্তা বি মহম্মদ আশিল এবং মালাবার গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক নিশাদ একে উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটি শহরের অসহায় মা ও শিশুদের পুষ্টি এবং সামগ্রিক সুস্থতার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে শিশুদের মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করবে প্রকল্পটি।

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং. WB/01/005/453337 নাম ভুল থাকায় গত 16-9-25, J. M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Apiya Bibi এবং Raniya Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Apiya Bibi প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/118114)

•

আমি, Sourav Guha আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 22/08/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) Subrata Guha থেকে Subrata Kumar Guha নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118264)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মোবাসসেরা খাতুন, সাং- খেড়িয়া, ডাকঘর- কাতলামারি, থানা-পুখুরিয়া, জেলা- মালদা। আমার WBNC সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন নং- 82974-NM, সন-09/04/2024. শাখা- GNM, মূল সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে। পুখুরিয়া থানা জিডি- 578, তাং- 14/08/2025, যোগাযোগ নং- 7063381479. (C/118262)

বিক্রয়

Sale of Vehicle TATA LPT 1512-2022-WB-73-G-4754. Ph- 03532950301. (C/118258)

•

কোচবিহার রাজবাড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বিপরীত রাস্তায় ১ কাঠা ১.৫ ধুর S.T. জমি (Rs.18 lakh) অতি সত্বর বিক্রয়। Mob- 8768648270. (C/117989)

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের জন্য পরিশ্রমী লোক চাই। (S) :- 30,000/- পর্যন্ত। 94341-17292. (C/117990)

•

Job Vacancy Notes, Interview Date : 25/09/2025 to 30/09/2025 (1) 2 Nos. - M.P. & H.S. Pass (Diploma in Computer), Experience : Minimum 3 years, Salary : 12,000 to 15,000, Language : English, Hindi & Bengali, Benefits : P.F. & E.S.I. (2) 1 No. - B.A. Pass along with Diploma in Computer, Experience : 3 years. Salary : 17,000 to 20,000, Language : English, Hindi & Bengali, Benefits : P.F. & E.S.I., Venue : At - Fatehabad, Post. Haptiagachh, P.S. Chopra, Dist. Uttar Dinajpur, West Bengal (Landmarks Oil India Limited & Mohd Box High School, Fatehabad) 90025-20194. (C/117991)

অ্যাফিডেভিট

I am Binojit Toto, S/o Malay Toto, R/o Vill & P.O : Totopara, PS: Madarihat, Dist: Alipurduar. My father's name is recorded as Molay Toto in my educational documents & Maloy Toto in my ST certificate. Hence by affidavit, SL No: 5275 at 1st class JM court, APD on 12.09.2025 my father's name has been rectified from Molay Toto & Maloy Toto to Malay Toto. Molay Toto, Maloy Toto & Malay Toto is one and same identical person. (C/117083)

•

গত 10/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি LD. E.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, S.Kerry Chaniso থেকে Stephense Chaniso Kerry নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118259)

উৎসব/অনুষ্ঠান

ময়নাগুড়ি(প: ব:) নিবাসী শ্রী প্রকাশ চন্দ্র সাহা ও শ্রীমতী সীমা সাহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অঙ্কুর সাহার সঙ্গে রামনগর দিনাজপুর(বাংলাদেশ) নিবাসী শ্রী বংশী বদন সাহা ও শ্রীমতী শুভ্রা রানীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী স্বস্তিকা রানী সাহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ই আশ্বিন, ১৪৩২(24th September,2025) তারিখে। নবদম্পতির জন্য সকলের আশীর্বাদ কাম্য। (C/118261)

•

আগামী ১৭/৯/২০২৫ তারিখে (বুধবার) শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে (এস.এস.ই.আইসি/সিগনাল/নিউ জলপাইগুড়ি) অফিস প্রাঙ্গণে। উদ্বোধন করবেন মাননীয় শ্রী অপূর্ব রায় (এ.এস.টি.ই/নিউ জলপাইগুড়ি) এবং জিয়াউল হক (এস.এস.ই.আইসি/সিগনাল/ নিউ জলপাইগুড়ি)। সাধারণ সম্পাদক- প্রীতম সেন, সুভাষ চন্দ্র ঝাঁ। কোষাধ্যক্ষ- নবীন কুমার রায়, বিবেক কুমার এবং অন্যান্য সদস্য ও সদস্যাগণ বিজয় সিংহ, গৌতম মালাকার, তৃষাণ দে, সূরজ কুমার, দেবরূপা কুণ্ডু, দীপা ভট্টাচার্য্য, মনীষা হেম্ব্রম(সোরেন)। সমস্তকিছু তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনায় শ্রী রবীন্দ্রনাথ অধিকারী। আপনাদের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য। (C/118250)

অ্যাফিডেভিট

আমি, সঞ্জয় রায়, পিতা- বলেন রায়, ঠিকানা- উত্তর সমর নগর, ডাবগ্রাম, পোস্ট- সালুগাড়া, পিএস- ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি, পিন- 734008, LD নোটারি পাবলিক, শিলিগুড়ি কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit দ্বারা ঘোষণা করছি যে আমার কিছু নথিতে আমার পিতার নাম ভুলবশত 'বালান রায়' লেখা হয়েছে। আমার পিতার সঠিক নাম হলো 'বলেন রায়'। Affidavit নং 04AC691758, তারিখ 11/09/2025. (C/118260)

e-Tender Notice

Sealed tenders are hereby invited by the Executive Officer, H.C. Pur- I Panchayat Samity vide Memo No. 956/H1DB, Date : 11.09.2025. Interested person may visit **https://wbtenders.gov.in** for details.

Sd/-
Executive Officer
H.C. Pur-I, Malda

E-NIT NOTICE

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.
MM/C/PWD/02/25-26 TENDER ID: 2025_MAD_903566_1 to 3
i) Last date of bidding (On line) dated : 08/10/2025 at 12.00 hrs. ii) Date of opening (On line) dated : 10/10/2025 at 12.00 hrs.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & in the office of the undersigned during the office hours.

(Utpal Bhadury)
Chairman

মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের কিছু স্টেশনের সংশোধিত সময়সূচি

১৩৪৩৫ মালদা টাউন-গোমতী নগর অমৃত ভারত এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) ট্রেনের সময়সূচি নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে ১৮.০৯.২০২৫ তারিখ (যাত্রা শুরুর তারিখ) থেকে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে:

সংশোধিত সময়সূচি: • মালদা টাউন – ছাড়বে ২০.০৫ ঘং • নিউ ফারাক্কা – পৌঁছবে ২০.২৮ ঘং, ছাড়বে ২০.৩০ ঘং • বারহারওয়া – পৌঁছবে ২০.৫০ ঘং, ছাড়বে ২০.৫২ ঘং • সাহিবগঞ্জ – পৌঁছবে ২১.৪০ ঘং, ছাড়বে ২১.৪২ ঘং • কহলগাঁও – পৌঁছবে ২২.১৩ ঘং, ছাড়বে ২২.১৫ ঘং • ভাগলপুর – পৌঁছবে ২৩.২০ ঘং, ছাড়বে ২৩.৩০ ঘং • সুলতানগঞ্জ – পৌঁছবে ২৩.৩৮ ঘং, ছাড়বে ২৩.৪০ ঘং • জামালপুর – পৌঁছবে ০০.৫০ ঘং, ছাড়বে ০০.৫৫ ঘং • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.১২ ঘং, ছাড়বে ০১.১৪ ঘং।

প্রতিক্রিয়া: নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচী সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে – (১) ১৫৭৩৩ বালুরঘাট-বঠিণ্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস (ত্রি-সাপ্তাহিক): • জামালপুর – পৌঁছবে ০০.৫০ ঘং, ছাড়বে ০১.০০ ঘং • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.১৯ ঘং, ছাড়বে ০১.২১ ঘং। (২) ১৫০৯৭ ভাগলপুর-জম্মু তাওয়াই অমরনাথ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক): • জামালপুর – পৌঁছবে ০১.০৫ ঘং, ছাড়বে ০১.১০ ঘং • ধরহরা – পৌঁছবে ০১.২০ ঘং, ছাড়বে ০১.২২ ঘং • অভয়পুর – পৌঁছবে ০১.২৯ ঘং, ছাড়বে ০১.৩১ ঘং।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রিজার্ভড ফেস্টিভ স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি

২০২৫ সালের উৎসব মরশুমে অতিরিক্ত যাত্রী ভিড় সামলানোর জন্য, আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং জোগবানির মধ্যে নিচে উল্লেখিত বিবরণ অনুযায়ী ট্রেন নম্বর ০৫০০৮/০৫০০৭ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নম্বর ০৫০০৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে ২০-০৯-২০২৫ থেকে ২৯-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১১টি ট্রিপ			ট্রেন নম্বর ০৫০০৭ জোগবানি থেকে ২১-০৯-২০২৫ থেকে ৩০-১১-২০২৫ পর্যন্ত = ১১টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	০৮:৩০	আনন্দ বিহার টার্মিনাল	০৩:৩০	—
২৩:২৫	২৩:৩৫	বারাণসী	১১:০৫	১১:১০
০১:০৫	০১:১৫	বারাউনি জং	০১:১৫	০১:২৫
১০:৪০	১০:৫০	কটিহার জং	২১:৫০	২২:০০
১৪:২৮	১৪:৩০	পূর্ণিয়া জং	২০:৪৮	২০:৫০
১৫:২৮	১৫:৩০	আরারিয়া কোর্ট	১৯:৪৩	১৯:৪৫
১৬:০০	১৬:০২	ফোর্বসগঞ্জ	১৯:০৩	১৯:০৫
১৭:০০	—	জোগবানি	—	১৮:৩০

অন্যান্য স্টপেজ: গাজিয়াবাদ, হাপুড়, মোরাদাবাদ, বারেলি, আলমনগর, লখনউ (ট্রান্সপোর্ট নগর), উন্নাওজিন্নো জং, রায়বারেলি জং, মা বেলহা দেবী ধাম প্রতাপগড় জং, অরিহার জং, গাজীপুর সিটি, বালিয়া, সুরাইমনপুর, ছাপরা জং, সোনপুর জং, হাজীপুর জং, শাহপুর পাটোরী, বেগু সরাই, খগরিয়া জং, মানসী জং, নওগাছিয়া।

গঠন: এসি ফার্স্ট ক্লাস + এসি-২ টায়ার (এক), এসি-৩ টায়ার (বারো), স্লিপার কোচ (চার), লাগেজ সহ জেনারেটর কার (দুটি) = ১৯টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

E-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No :
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-44/2025-26 Memo No. 2549/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903044_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-45/2025-26 Memo No. 2550/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903644_1)
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-46/2025-26 Memo No. 2551/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903702_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-47/2025-26 Memo No. 2552/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903748_1)
Last date of bidding (On line) dated: 08/10/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. KMG/ BDO-ET/09/2025-26 (APAS), DATED : 16/09/2025

Last date and time for bid submission- 25/09/2025 at 18.00 hrs.
For more information please visit : www.wbetenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

Office of the Block Development Officer Dinhata-I Development Block P.O-Dinhata, Dist-Coochbehar, P.S-Dinhata, Pin-736135

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No- Din-I /BDO/APAS/01 /25-26, dated-15.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 10 nos scheme under APAS fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in**. The last date for submission of tender upto 24.09.2025 at 5.00 P.M.

Sd/- Block Development Officer
Dinhata 1 Block Development Block
Dinhata, Coochbehar

কাটিহার মণ্ডলে ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল_টিআরডি_৩৭_২৫-২৬ তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার মণ্ডলের ওএলএসে ডিএসডিসির ওএইচই পথের উন্নয়ন অপসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা করা। (অনুসূচী-II)। টেন্ডার রাশি: ৩,১৮,৪৬,১৯৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৪১,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

রঙিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৫-২৫-২৬ তারিখ: ০৮-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: রঙিয়া ডিভিশনে - গোয়ালপাড়া টাউন/টিএসএস-এ ১৩২/২৭ কেভি অতিরিক্ত/স্ট্যান্ডবাই ট্রান্সফরমারের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৪,৬০,৮৭,৫৪৪.৯১/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৮০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে ১৪:০০ টায় এবং খোলা ২৭-০৯-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১১৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৯৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৯৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

পূর্ব রেলওয়ে
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিশনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। (ক) অকশন ক্যাটালগ নং.: পার্সেল-২০২৫-১০ | নিলাম শুরু: ২৩.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং. ১ | লট নং.: ১২৩৩৯-এসএলআর-এফ১-জিডিডিএ-এনডিএলএস - ২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। (খ) অকশন ক্যাটালগ নং.: পার্সেল-২০২৫-০৯ | নিলাম শুরু: ২৭.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। ক্র. নং. ১ | লট নং.: ১৫৪২১-এসএলআর-এফ১-এমএলডিটি- এএনভিটি - ২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)। আরও বিশদ জানতে উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-170/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নির্দেশনামূলক অধিসূচনা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নং. ০৩/২০২৫

২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন পে লেভেলে ক্রীড়া কোটার (ওপেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট) বিপরীতে নিয়োগ।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৫-২০২৬ বর্ষের জন্য আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, গলফ, টেবিল টেনিস, ভলিবল এবং ভারোত্তোলনের মতো ক্রীড়া শাখার বিপরীতে ৫৬টি পদ [লেভেল-৪/৫ গ্রুপ সি = ০৫টি পদ, লেভেল-২/৩ গ্রুপ-সি =১৬টি পদ এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) =৩৫টি পদ] পূরণের জন্য ভারতের নাগরিক যোগ্য ক্রীড়াবিদদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করছে।

আবেদন খোলার তারিখ: ১৬-০৯-২০২৫।
আবেদন বন্ধের তারিখ: ১৫-১০-২০২৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বয়সের সীমা: প্রার্থীদের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট বয়সসীমার মধ্যে থাকতে হবে:

ক্রমনং	পে লেভেল	ন্যূনতম নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়সসীমা
(i)	লেভেল ৫ অথবা ৪ (গ্রেড পে ২৮০০ / ২৪০০ টাকা)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	০১ জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর
(ii)	লেভেল ৩ অথবা ২ (গ্রেড পে ২০০০ / ১৯০০ টাকা)	সরকার স্বীকৃত বোর্ড/কাউন্সিল/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বাদশ শ্রেণি (+২ পর্যায়) অথবা তার সমপর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	০১-জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর
(iii)	লেভেল ১ (গ্রেড পে ১৮০০ টাকা)	দশম শ্রেণী (ম্যাট্রিকুলেশন) পাস অথবা আইটিআই বা সমপর্যায়ের অথবা এনসিভিটি কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট (এনএসি)।	০১-জানুয়ারী-২০২৬ তারিখে ১৮-২৫ বছর

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন:
www.nfr.indianrailways.gov.in ⟶ SPORTS QUOTA RECRUITMENT 2025-2026.
প্রার্থীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে সরাসরি অনলাইনে আবেদন জমা দিতে পারবেন:- https://www.nfr-recruitment.in.

ডিওয়াই. সিপিও/আরইসিটিটি. এবং আইআর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, তারিখ: ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ইএল_টিআরডি_৩৬_২৫-২৬, কাজের নাম: "কাটিহার ডিভিশনের ডিইই/টিআরডি/কাটিহারের অধিক্ষেত্রের অধীনে ওএলএস-এ ডিএসডিসির ওএইচই পথের উন্নয়ন অপসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ইনসুলেশন পেইন্টের ব্যবস্থা (অনুসূচী-II)। টেন্ডার মূল্য: ৩,১৮,৪৬,১৯৫/- টাকা, বায়না রাশি: ৩,৪১,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি অ্যান্ড জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পার্কিং ঠিকার জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পার্ক-এমএক্স-০৪, নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট): ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ২২-০৯-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, রেট ইউনিট: বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিন: ১০৯৬।

ক্রমিক নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএক্স-০৮-২৫-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	বিন্নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন, চার এবং তদূর্ধ চার চাকার যানবাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা।
এ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিশ্রিত)	নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের ডানদিকে দুই চাকা, তিন চাকা এবং চার চাকার গাড়ির জন্য পার্কিং লট (ডিভিশন আলিপুরদুয়ার জংশন)।
এ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এফকেএম-এমএক্স-০৩-২৩-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	ফকিরাগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এরিয়ায় দুই চাকা, তিন চাকা, চার চাকার এবং পাঁচ চাকার উর্ধ্বে গাড়ির পার্কিং লট।
এ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-জিওজিএইচ-এমএক্স-১৩-২৩-২ (পার্কিং-মিশ্রিত)	গোসাইগাঁওহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই, তিন এবং চার চাকার গাড়ির পার্কিং স্ট্যান্ড।

উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 39 of 2025-26 SL No - 1 & 2

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 39 of 2025-26 Sl No - 1 & 2** Closing date extended upto 22/09/2025 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

আজ টিভিতে

বরের সাজে ছাদনাতলায় আয়ুষ, হতবাক কুসুম।
কুসুম বিকেল ৫.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ বর আসবে এখুনি, ১০.৪৫ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১.১৫ জামাই ৪২০, সন্ধে ৭.১৫ কেলোর কীর্তি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ দেবতা, বেলা ১১.৫৫ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৩.৩০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ জীবন নিয়ে খেলা, রাত ১০.০০ রিফিউজি

জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ পূজা, দুপুর ২.০০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল ৪.৩০ অগ্নিপথ, রাত ১১.০০ অন্তর্ধান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জাল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব নন্দিনী

জি সিনেমা : সকাল ৯.৪৯ ধমাল, দুপুর ১২.২৬ বনবাস, বিকেল ৩.০১ অন্দাজ, ৫.২৫ মহাবলী, রাত ১০.৪৪ আচার্য

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩২ ভেঙ্কি মামা, দুপুর ২.০৭ ক্র্যাক, বিকেল ৪.৫৪ গুনা ৩৬৯, সন্ধে ৭.৩০ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ১১.০৫ লপাছপি

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০১ কৃশ-থ্রি, ২.৪৬ কোয়লা, বিকেল ৫.১৪ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ স্কন্দ, রাত ১০.০৬ এনিমি

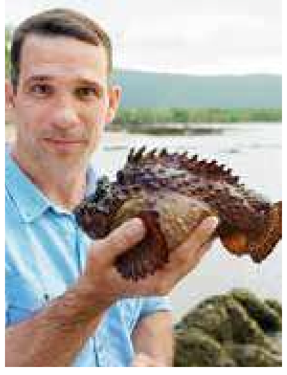

বিল্ট টু সার্ভাইভ রাত ১০.০০
ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

শত্রুর মোকাবিলা বেলা ১১.৫৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১২ মণিকর্ণিকা, ২.৪১ সাইনা, বিকেল ৪.৫৮ তুম্বাড়, সন্ধে ৬.৪৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ খালি পিলি

মাটন ডাকবাংলো রান্না শেখাবেন প্রিয়াংকা দে ও শুভাশিস রায় চৌধুরী।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ভোগবিলাসে অর্থব্যয় বাড়বে। সামাজিক কোনও কাজে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন। পায়ে আঘাত লাগতে পারে। বৃষ : কোনও আত্মীয়কে সাহায্য করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাকসংযম করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। মিথুন : মানসিক চঞ্চলতা কাটাতে পরিবার নিয়ে ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ুন। সন্তানের লেখাপড়ায় উন্নতি দেখে গর্বিত হবেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সুফল পাবেন। সিংহ : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কোনও বহুমূল্য জিনিস সাংসারিক কারণে বিক্রি করতে হতে পারে। কন্যা : পরিবারের সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কোনও আত্মীয়ের আনন্দ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরিকল্পনা। তুলা : সম্পত্তির দখল নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। প্রেমে দোলাচল থাকবে। বৃশ্চিক : কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : বন্ধুবান্ধবদের প্ররোচনায় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। ব্যবসায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিতে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। মকর : নিজের বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে কখনও জটিল কাজের সমাধান করতে পারবেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ। কুম্ভ : বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থ ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বিজ্ঞান গবেষণায় বিদেশযাত্রার সুযোগ পেতে পারেন। মীন : ব্যবসা নিয়ে বন্ধুর পরামর্শ কাজে লাগবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। বাড়িতে অতিথির আগমন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩১ ভাদ, সংবৎ ১১ আশ্বিন বদি, ২৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৮। বুধবার, একাদশী রাত্রি ১।২৫। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ৯।৩৯। পরিঘযোগ রাত্রি ২।৩৩। ববকরণ দিবা ২।৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।২৫ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৩৯ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৯।৩৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১।২৫ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১।২৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৩২ গতে ১।৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।৩০ গতে ৩।৫৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মা পুজো। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবস(১৫ই সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৯।৩১ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৩ গতে ৮।৫৩ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ৫।২৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৩৯ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৩ গতে ১০।২৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভারত সরকার

Prime Minister Narendra Modi

Service is the resolve,
India First the inspiration...75 years

যখন নারীরা সুস্থ থাকেন, পরিবার এবং রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সুস্থ নারী সশক্ত পরিবার

অভিযান সূচনা

১৭ই সেপ্টেম্বর - ২রা অক্টোবর ২০২৫

এবং

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পিএম মিত্র পার্ক, ধার-এ

কর্তৃক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

দেশজুড়ে স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন

অষ্টম রাষ্ট্রীয় পোষণ মা-এর সূচনা

পিএমএমভিওয়াই-এর অধীনে মাতৃকালীন সুবিধা বিতরণ

আদি সেবা উৎসবের সূচনা

১ কোটি সিকেল সেল স্ক্রিনিং এবং কাউন্সিলিং কার্ডের বিতরণ

সুমন সখী চ্যাটবোটের সূচনা

'এক বাগিয়া মা কে নাম' অভিযানের অধীন চারাগাছ- বিতরণ

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৫। ধার, মধ্যপ্রদেশ

ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে।

অভিযানের কার্যক্রম

চিকিৎসা পরীক্ষণ এবং মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

- ইএনটি, চোখ, রক্তচাপ, রক্তে শর্করা এবং দাঁতের পরীক্ষা
- ক্যান্সার মুখের/ স্তনের/ সার্ভিকাল
- গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রসবপূর্ব পরীক্ষা
- টিকাকরণ পরিষেবা/ রক্তাল্পতা মূল্যায়ন
- টেলিমানাস সুবিধা/ যক্ষ্মার পরীক্ষণ।
- সিকেল সেল
- বিশেষ পরামর্শ

স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সহজীকরণ পদ্ধতি

- মা এবং শিশু সুরক্ষা (এমসিপি) কার্ড
- প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা তালিকাভুক্তিকরণ
- আয়ুষ্মান ভায়া বন্দনা কার্ড
- সিকেল সেল কার্ড
- এবিএইচএ আইডি কার্ডের জন্য নিবন্ধিকরণ
- পোষান ট্র্যাকার-এ সুবিধাভোগীদের নিবন্ধন

সুস্থ জীবনধারা এবং সুস্থতার উপাদানগুলি বজায় রাখা

- চিনি এবং ভোজ্য তেলের ব্যবহার ১০ % হ্রাসের মাধ্যমে স্থূলতা কমানো।
- স্থানীয় এবং আঞ্চলিক খাদ্যের প্রচার
- শিশুকাল থেকেই যত্নশীল হওয়া এবং শিশু এবং ছোট বাচ্চাদের খাওয়ানোর পদ্ধতির অনুশীলন।
- পুষ্টি এবং রজ:স্রাব সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি প্রচার
- টেক হোম রেশন (টিএইচআর) বিতরণ

নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

রক্তাদান শিবির। নিক্ষয় মিত্র স্বেচ্ছাসেবকে নিবন্ধন। অঙ্গ দাতা রূপে নিবন্ধন

CBC 46101/13/0018/2526

নারী এবং শিশুরা তাদের নিকটতম আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির, লোকালয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র অথবা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে এই পরিষেবাগুলি পেতে যোগাযোগ করুন।

#SwasthNariSashaktParivar

কাপড়ের ব্যাগে স্বনির্ভর মহিলারা

দিশা দেখাচ্ছে 'বাজার সাথী'

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : 'দূষণমুক্ত গ্রাম' গড়তে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে কোচবিহার জেলাজুড়ে। প্লাস্টিক বর্জনের ওপর জোর দিয়েছে প্রশাসন। আর এতেই বাড়তি উপার্জনের পথ খুলেছে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ঝিঙ্গাপূর্ণী গ্রামের বেবি, কুন্তী এবং শ্যামলীদের সামনে। সংসারের কাজকর্ম সামলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করে হচ্ছেন স্বনির্ভর। 'মিলন সাথী' নামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিদিন সুতির কাপড়ের ব্যাগ তৈরি করছেন তাঁরা। এই ব্যাগগুলো কাশিয়াবাড়ি বাজারের প্রতিটি দোকানে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যাতে কোনও ক্রেতা ভুলে ব্যাগ না নিয়ে এলে জিনিসপত্র প্লাস্টিকের ব্যাগে নয়, বরং কাপড়ের ব্যাগে নিয়ে যেতে পারেন। 'বাজার সাথী' নামের এই ব্যাগগুলোর জন্য অবশ্য গুনতে হচ্ছে কুড়ি টাকা।

এদিন ঝিঙ্গাপূর্ণী গ্রামে বেবি মহন্তের বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে প্রতিদিনের মতো বসে গিয়েছেন ব্যাগ বানাতে। দু'মাস ধরে এই কাজ করছেন। এর মধ্যে শ-দেড়েক ব্যাগ বানিয়ে ফেলেছেন। প্লাস্টিকের থেকে খারাপ যে কিছু হয় না। সেটা তাঁরা বুঝেছেন। তাঁর কথায়, 'পরিবেশের ক্ষতি কমাতে হলে সবাইকে এই ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে।' একই সুর শ্যামলী সরকারের গলাতেও। বললেন, 'ব্যাগ তৈরি করে পরিবেশও বাঁচছে, আমরাও বাঁচছি। কারণ এতে সংসারে যেমন বাড়তি টাকা আসছে, তেমনই পরিবেশও রক্ষা পাচ্ছে।'

কাপড়ের ব্যাগ তৈরিতে ব্যস্ত স্বনির্ভর দলের সদস্যরা। মঙ্গলবার।

বারকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় হেঁশেল সামলে কাজ করছেন শ্যামলী, কুন্তীরা। পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক অমলপ্রসাদ ভট্টাচার্য বললেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে ইকো মার্ট খোলা হয়েছে। সেখানে কাঠের চামচ, শালপাতার থালা, মাটির ভার, আর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বানানো কাপড়ের ব্যাগ রাখা হয়েছে। ব্যবসায়ীরা সেইসব পণ্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।' ইতিমধ্যে কাশিয়াবাড়ি বাজারকে প্লাস্টিকমুক্ত বাজার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই উদ্যোগ শুধু পরিবেশ রক্ষাতেই নয়, সমাজের প্রান্তিক মহিলাদের ক্ষমতায়নেও বড় ভূমিকা রাখছে। যাঁরা এতদিন সংসারের ভেতরে সীমাবদ্ধ ছিলেন, তাঁরাই আজ সংসারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। সংসার খরচে নিজেরাও যৎসামান্য অবদান রাখতে পারছেন, এটা ভেবেই নিজের ওপর গর্ব হচ্ছে কুন্তীদের। কুন্তীর কথায়, 'আগে মনে হত সংসারের কাজই শুধু করতে পারি। এখন মনে হচ্ছে আমরা সমাজকেও কিছু ফিরিয়ে দিতে পারছি।'

আশার আলো

দূষণমুক্ত গ্রাম গড়তে প্রশাসনের তরফে প্লাস্টিকের বদলে কাপড়ের ব্যাগ তৈরির নিদান দেওয়া হয়

স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই ব্যাগ তৈরির কাজ করছেন

কুড়ি টাকায় মিলছে 'বাজার সাথী' নামের এই পরিবেশবান্ধব ব্যাগ

প্লাস্টিকের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো আজ বিশ্বজুড়ে এক বড় চ্যালেঞ্জ। গ্রামাঞ্চলে সচেতনতার অভাব সেই চ্যালেঞ্জকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তবে ঝিঙ্গাপূর্ণীর এই মহিলাদের প্রচেষ্টা প্রমাণ করছে, ইচ্ছাশক্তি থাকলে পরিবর্তন সম্ভব।

গ্রামবাসী, প্রশাসন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এই মিলিত উদ্যোগ একদিকে স্থানীয় মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলছে। অন্যদিকে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, পরিবেশ গড়ার পথও প্রশস্ত করছে। প্লাস্টিক নয়, কাপড়ের ব্যাগেই বাঁচুক আগামী, এই বার্তাই ছড়িয়ে পড়ছে বক্সিরহাট থেকে জেলার অন্যান্য প্রান্তে।

তুফানগঞ্জ-২'র বিডিও দালাকি লামা পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'বারকাদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ইকো মার্ট নাগরিকদের কাছে খুবই সাড়া ফেলছে। অন্যান্য পঞ্চায়েতেও ইকো মার্ট খোলার চিন্তাভাবনা চলছে।'

এই পরিত্যক্ত অফিস ঘরটি সংস্কারের দাবি উঠেছে।

রেগুলেটেড মার্কেটের অফিস বেহাল

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : পরিত্যক্ত রেগুলেটেড মার্কেটের অফিস। সেটি যেন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। দেওয়ালে পরজীবী উদ্ভিদ জন্মেছে। কোথাও পলেস্তারা খসে পড়েছে। জানলার পাল্লা কোথাও খুলে রয়েছে। এক কথায় ভূতুড়ে পরিবেশে পরিণত হয়েছে পরিত্যক্ত অফিসটি।

তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের ধলপল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালীবাড়ি এলাকায় ১৯৮৮ সালে ৩৬ একর জমির উপর গড়ে ওঠে তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেট। মূলত তুফানগঞ্জ শহরের চাপ কমাতে তুফানগঞ্জ শহর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে মার্কেটটি গড়ে ওঠে। রেগুলেটেড মার্কেটটি শুরুর পর তিনবার বন্ধ হয়েছিল। ২০০৬ সাল থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে। অন্য স্থায়ী দোকানের পাশাপাশি এখানে প্রতি সোমবার গোরুর হাট বসে।

২০১৩ সালে ১০৫টি স্টল চালু হয়। পরে ১২০টি স্টল নতুন করে তৈরি করা হয়। তার মধ্যে কিছু স্টল বণ্টন করা হয়েছে। বাকি স্টলগুলো এখনও বণ্টন করা হয়নি। বর্তমানে আরও ২৪টি স্টল নতুন করে তৈরি করা হয়। কৃষকদের বসার জন্য বিশ্রামাগার, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হলেও তা এখনও চালু হয়নি।

রেগুলেটেড অফিস সূত্রে জানা যায়, ১৯৯০ সালে পুরোনো অফিসঘরটি তৈরি করা হয়। প্রায় ২০ বছর চলার পর অফিসটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তখন পাশেই নতুন অফিস তৈরি করে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমান নতুন অফিসেও পলেস্তারা খসে পড়ছে।

স্থানীয় কাপড় ব্যবসায়ী মনোজ দাসের কথায়, 'পুরোনো অফিসটি সংস্কার করে বা ভেঙে ফেলে নতুন স্টল করে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। তাহলে ভেতরে বসা ব্যবসায়ীরা এখানে দোকান দিলে বিক্রি ভালো হবে।'

পরিত্যক্ত অফিসটি যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। তাতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির ইনচার্জ নেপালচন্দ্র দে জানান, সময়মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

সমস্যা যেখানে

- ১৯৮৮ সালে ৩৬ একর জমির উপর গড়ে ওঠে তুফানগঞ্জ (কালীবাড়ি) রেগুলেটেড মার্কেট
- রেগুলেটেড মার্কেটটি শুরুর পর তিনবার বন্ধ হয়েছিল
- বর্তমানে মার্কেটের অফিসটি ব্যবহারের অযোগ্য হওয়ায় সংস্কারের দাবি উঠেছে

স্থায়ীকরণের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : সাম্মানিক বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে আন্দোলনে কোচবিহার জেলার উচ্চপ্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের কম্পিউটার প্রশিক্ষকরা। মঙ্গলবার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৫০ জন প্রশিক্ষক কোচবিহার মুখ্য ডাকঘরে এসে প্রত্যেকে আলাদাভাবে খামে করে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের দাবিপত্র পাঠান।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, জেলার স্কুলগুলিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের মোট সাতটি ধাপে নিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম থেকে পঞ্চম ধাপ পর্যন্ত যাঁদের নেওয়া হয়েছে, তাঁদের ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিমাসে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাঁরা ষষ্ঠ ও সপ্তম ধাপে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা এখনও এজেন্সির অধীনেই রয়েছেন। তাছাড়া প্রতিমাসে মাত্র ৭ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেন তাঁরা। তুফানগঞ্জ ইলা দেবী গার্লস হাইস্কুলের কম্পিউটার প্রশিক্ষক শুক্লা দাস বলেন, 'আমি ষষ্ঠ ধাপে নিয়োগ পেয়েছি। মাত্র ৭ হাজার টাকা বেতন পাই। অথচ আমাদের আগে অর্থাৎ পঞ্চম ধাপে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা প্রতি মাসে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন।'

গাঁজা পাচার

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৬ সেপ্টেম্বর : গাঁজা পাচারের ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। শনিবার ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি জাতীয় সড়ক দিয়ে দুটি গাড়িতে গাঁজা পাচারের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দুজন পালিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ধরা পড়েছেন সোমবার। বিশেষ অভিযান চালিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা থানা এলাকা থেকে জ্যোৎস্না রবিদাস এবং কোচবিহার কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত জিরানপুর এলাকা থেকে মাজাম মিয়াঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতদের মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করেছিল। বিচারক ধৃতদের ছয়দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।

টাকা নিয়ে অপারেশনের টোপ

ধৃত মেডিকেলের দুই কর্মী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীর দ্রুত অপারেশন করিয়ে দেওয়ার নামে হাসপাতাল কর্মীর বিরুদ্ধে ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ অভিযুক্তদের দুজনকে আটক করেছে। অভিযুক্ত রাজ মল্লিক এবং বিজয় মল্লিক হাসপাতাল সুপারের অফিসের কর্মী। এই ঘটনায় আরও এক অভিযুক্ত মাতৃযানচালক লক্ষ্মণ ঘটনার খবর পেয়েই গা-ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর মোবাইল ফোনও বন্ধ। খোদ হাসপাতাল সুপারের অফিসে বসে চলা এই দালালচক্রের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ এবং লক্ষ্মণ এই দুজন মিলেই টাকা নিয়েছেন। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হাসপাতালের অতিরিক্ত সুপার নন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এই সমস্ত ঘটনা আমরা বরদাস্ত করব না। পুলিশ আইনি পদক্ষেপ করছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ, হাসপাতালের কিছু চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মী এবং বহিরাগতদের মিলিত এই দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরে রমরমিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা শাহরুখ প্রসাদের গলব্লাডারে পাথর রয়েছে। সেই অপারেশন করানোর জন্য গত ১০ সেপ্টেম্বর তাঁকে মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। তাঁর ভাই শাহিল আহমেদের বক্তব্য, 'আমাদের পরিচিত এক ব্যক্তি মেডিকেলের একজনের নম্বর দিয়ে বলেন যে, মেডিকেলে গিয়ে এই নম্বরে ফোন করে যোগাযোগ করে নিও। কিছু টাকা নিয়ে দ্রুত অপারেশনের ব্যবস্থা করিয়ে দেবে।' রোগীকে ১০ সেপ্টেম্বর মেডিকেলে এনে ভর্তি করা হয়। শাহিল বলেন, 'ভাইকে ভর্তি করার পরেই একজন এসে আমাদের বলে যে, এখানে অপারেশন করার জন্য অন্তত এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। ৩০ হাজার টাকা দিলে অপারেশন দু'দিনের মধ্যে হয়ে যাবে। এই ভরসায় আমরা অনলাইনে পুরো টাকা মিটিয়ে দিই।' মঙ্গলবার দুপুরে রোগীকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। শাহিলের বক্তব্য, 'অপারেশন থিয়েটারে সিনিয়ার ডাক্তার আমাদের বলেন যে, এই রোগীর এখানে অপারেশন করা সম্ভব নয়।' এখান থেকে বেরিয়েই ওই পরিবার দালালদের চেপে ধরে। একজন পালিয়ে যান। বিজয় এবং রাজ নামে বাকি দুজনকে ধরে ফেললে তাঁরা অভিযোগকারীদের মারধর করে পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে দুই অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

আঁধারে ডুবে রায়ডাক সেতু, বিপাকে পথচারীরা

তুফানগঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : সেতুতে নেই পথবাতি। সেকারণে সন্ধ্যা নামতেই আঁধারে ডুবছে তুফানগঞ্জ শহর সংলগ্ন কামাত ফুলবাড়ির রায়ডাক সেতু। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন পথচারীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, আলো না থাকায় প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে সেতুতে। এছাড়া অন্ধকারের সুযোগে সন্ধ্যার পর নেশার আসর বসছে। কেন আজও সেতুতে পথবাতির ব্যবস্থা হল না, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

এবিষয়ে পূর্ত দপ্তরের (বিদ্যুৎ) জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হেমন্ত চন্দ্র বলেছেন, 'স্থানীয়দের তরফে আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। তবে দ্রুত সেতুতে আলোর ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে।'

উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে রায়ডাক সেতু গুরুত্বপূর্ণ। ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে থাকা এই সেতু দিয়ে দিন-রাত বহু যানবাহন চলাচল করে। এখানে পথবাতি না থাকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা তপন পালের কথায়, 'তুফানগঞ্জ থেকে অসমে যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল রায়ডাক সেতু। দুই রাজ্যের বহু মানুষ দিন-রাত এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। পথবাতি না থাকায় আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, আগামীতেও ঘটতে পারে। বিষয়টিতে পূর্ত দপ্তরের নজর দেওয়া উচিত।'

দীপক বর্মন নামে এক পথচারীর অভিযোগ, 'আলো না থাকায় রাতে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বেলে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। এতে খুব সমস্যা হয়। সেজন্য চেষ্টা করি সন্ধ্যার আগেই কাজ সেরে বাড়ি ফেরার। পথবাতি থাকলে রাতে অনায়াসে যাতায়াত করা সম্ভব হবে। একইসঙ্গে চুরি, ছিনতাইয়ের আশঙ্কাও কমবে।' অনিল রায় নামে আরেক বাসিন্দার বক্তব্য, 'সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারে ডুবে থাকে সেতু। এই সুযোগে সন্ধ্যার পর মাদকের আসর বসাচ্ছে নেশাগ্রস্তরা। আলোর ব্যবস্থা হলে এসব বন্ধ হবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শখের শিকার।। জলপাইগুড়ির ধাপগঞ্জে ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

ছোট্ট তারা

সায়ন্তিকা রায়
বালাডাঙ্গা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি এই পড়ুয়া জিমনাস্টিক্সে পারদর্শী। এছাড়া সে আঁকতে ভালোবাসে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখার দাবি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা নিজেদের এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখার দাবি তুলেছেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে প্রবীণরা, কৃষক থেকে ব্যবসায়ী সকলেই মনে করেন একটি ব্যাংকের শাখা থাকলে তাঁদের কাজের অনেক সুবিধা হবে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, কৃষকবন্ধু, বার্ধক্য ভাতা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা পেতে প্রতিটি মানুষের এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যিক। ব্যাংকে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা, টাকা তোলা ইত্যাদি কাজের জন্য কাছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা থাকলে গ্রাহকদের হয়রানির শিকার হতে হবে না। এব্যাপারে ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রায় বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখার বিশেষ প্রয়োজন বলে আমারও মনে হয়। বিষয়টি নিয়ে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

ব্যাংকের শাখা না থাকায় নিজের অসুবিধার কথা জানিয়ে এক স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামপদ বর্মন বলেন, 'আমাকে বার্ধক্য ভাতার জন্য টোটো ভাড়া করে অনেকটা দূরে গিয়ে টাকা তুলতে হয়। তাতে হয়রানি হয়। কাছাকাছি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা হলে সেই সমস্যা মিটে যাবে।'

> গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখার বিশেষ প্রয়োজন বলে আমারও মনে হয়। বিষয়টি নিয়ে আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।
>
> **অনীতা রায়**
> *প্রধান, ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত*

ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পূর্ণভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। এই এলাকায় বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হাইস্কুল, কয়েকটি এমএসকে (মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র) ও এসএসকে (শিশুশিক্ষাকেন্দ্র), ছয়টি প্রাথমিক স্কুল, একটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি শাখা ডাকঘর এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সহ প্রচুর স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যার একটি বড় অংশই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনুদান ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। সেই সুবিধা পেতে এলাকার ছাত্রছাত্রী ও বাসিন্দাদের চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের রামপুর শাখায় যেতে হয়। ফলে সকলেরই প্রচুর সময় ও অর্থব্যয় হয়। এদিকে সর্বোপরি জনসংখ্যা ও পড়ুয়াদের সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংকের রামপুর শাখাতেও চাপ ক্রমশ বাড়ছে।

ফলিমারি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির পড়ুয়া শরৎ সরকার, নবম শ্রেণির ছাত্রী শ্বেতা সরকাররা ব্যাংকের যে কোনও কাজের জন্য স্কুল কামাই করতে বাধ্য হয়। তাই নিজেদের এলাকায় ব্যাংকের শাখা থাকলে অনেক ছাত্রছাত্রীই উপকৃত হবে।

দেহ উদ্ধার

কুমারগ্রাম, ১৬ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমাগুড়ি দক্ষিণ চ্যাংমারি থেকে মঙ্গলবার এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে হল। মৃতের নাম পঙ্কজ মোচারি (২৪)। এদিন গোরু বের করতে গিয়ে তরুণের কাকা নীরেন মোচারি গোয়ালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রাস্তা ধসে গর্ত, ভয়ে কাটছে দিন

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সেতুর পাশে রাস্তার মাটি ধসে গিয়ে তৈরি হয়েছে গর্ত। যত দিন যাচ্ছে, সেই গর্ত আরও বড় হচ্ছে। সামনেই পুজো। পুজোর আগে যদি গর্ত বুজিয়ে ফেলা না হয়, তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কিত মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি বালাসি এলাকার বাসিন্দারা। ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিপেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

মোরঙ্গা বাজারের দক্ষিণে কুমলাই নদীর ওপর নির্মিত লোহার সেতুটি রাঙ্গাপানি বালাসি সহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি এলাকার মানুষের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই লোহার সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু এখন সেতুটি রক্ষণাবেক্ষণে কোনও নজর নেই প্রশাসনের। বেশ কয়েক মাস ধরে সেতুর দক্ষিণ দিকে রাস্তার পাশে গর্ত তৈরি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় গর্তটি যত দিন যাচ্ছে তত বড় হচ্ছে। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তাটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অসতর্ক হলেই বাইক কিংবা গাড়ি নিয়ে যে কোনও সময় অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন।

এলাকার বাসিন্দা চুনিলাল সরকার বলেন, 'সামনেই বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোর আগেই গর্তটি বুজিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিক প্রশাসন। না হলে খুবই সমস্যা হবে।' এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রধানকে জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপেন্দ্র বর্মন বলেন, 'সেতুর পাশে রাস্তার মাটি ধসে বিপজ্জনক গর্ত তৈরি হয়েছে। গর্তটি আমি নিজেও দেখেছি। সামনে পুজো আসছে। তার আগেই গর্তটি বুজিয়ে ফেলা দরকার। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানানো হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ করার জন্য প্রধানকে ফের জানানো হবে।'

নির্বাচন নিয়ে প্রশিক্ষণ

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ সমবায়ের নির্বাচন আগামী ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মেখলিগঞ্জ বিডিও অফিসে। মঙ্গলবার নির্বাচনের প্রিসাইডিং এবং পোলিং অফিসার মিলে মোট ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই দিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার বাসুদেব সরকার, কোচবিহার জেলা কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট অফিসার দাওয়া দোরজি ভুটিয়া, কোচবিহার জেলা কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটর সঞ্জয়শংকর ভট্টাচার্য।

নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার ছোট্টু কিসকু বলেন, '১৮ সেপ্টেম্বর কুচলিবাড়ি, নিজতরফ, রানিরহাট, উছলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৯ তারিখ চ্যাংরাবান্ধা, ভোটবাড়ি ও জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'

আবির্ভাব দিবস

মাদারিহাট, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৮তম আবির্ভাব দিবস পালিত হল মাদারিহাটে। মাদারিহাট সৎসংঘ বিহারের পক্ষ থেকে সোমবার শুরু হয় নানা অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

বীণাপাণি সংঘের মণ্ডপে ডোকরাশিল্প

এল এল পুজো এল

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঢাকে কাঠি পড়লেই শীতলকুচির বাসিন্দাদের গোঁসাইরহাট বাজার ও সংলগ্ন পুজো কমিটিগুলির দিকে নজর থাকে। পুজো উদ্যোক্তারাও তাঁদের হতাশ করেন না। এই বছরও নজর কাড়তে গোঁসাইরহাট বীণাপাণি সংঘ চমক দিতে চলেছে। মণ্ডপসজ্জায় তাদের থিম 'ডোকরাশিল্প'। পুজো কমিটির সভাপতি শিবসুন্দর সাহা বলেন, 'পুজোর প্যান্ডেলে থিম তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। আশা করি মহালয়ার আগে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ হবে। প্রত্যেক বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি আমাদের পুজোমণ্ডপ উদ্বোধন করেন। এবার ২০ লক্ষ টাকা বাজেট। পুজোর কয়েকদিন মণ্ডপে ঢোকার রাস্তার দু'পাশে মেলা বসবে। পুজো উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ, বস্ত্র বিতরণ ও গ্রামের দুঃস্থদের বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। পুজোতে এই বিশেষ থিম সকলের মন জয় করবে। সকলকে মণ্ডপ পরিদর্শনের আহ্বান জানাই।'

গোঁসাইরহাট বীণাপাণি সংঘের মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে।

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার মধ্যে মণ্ডপের কাজ চলছে। গোঁসাইরহাট বিএড কলেজ সংলগ্ন মাঠে মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই বছর তাদের পুজো ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রসিদ্ধ মৃৎশিল্পীরা প্রতিমার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবেন। রাস্তা ও প্যান্ডেলজুড়ে চন্দননগরের আলোকসজ্জা থাকছে।

পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, গত বছর মণ্ডপে ভিড় সামলানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই এই বছর তাঁরা আগাম পরিকল্পনা করেছেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ বর্মনের কথায়, 'ডোকরাশিল্প হল একটি প্রাচীন পদ্ধতি। এতে মোম গলিয়ে ধাতু ঢালাই করে মূর্তি, অলংকার ও অন্য হস্তশিল্প তৈরি হয়। এটি 'হারানো মোম ঢালাই' নামেও পরিচিত। প্রায় ৪ হাজার বছরের পুরোনো এই শিল্প ভারত, চিন, ও জাপান সহ বিভিন্ন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। মহেন-জো-দারো 'নৃত্যরত নারী মূর্তি' এর একটি বিখ্যাত নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলায় এই শিল্পের প্রচলন দেখা যায়। এই শিল্পকে এই বছর মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে।'

শহরে বুথে বুথে জনসংযোগ বাড়াবে তৃণমূল

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল তৃণমূল। দলের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) বলেন, 'আমরা শহরের বুথগুলিতে আরও নিবিড় জনসংযোগ বাড়াতে চাইছি। আমাদের এই কর্মসূচি চলবে।'

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের একটা বড় অংশ কোচবিহার পুর এলাকার মধ্যে পড়ে। শহরের ২০টি ওয়ার্ডে মোট ৮৪টি বুথ রয়েছে। এই প্রতিটি বুথেই তৃণমূল বৈঠক সহ বিভিন্ন কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্প্রতি কোচবিহার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মান্টু দাশগুপ্তপল্লি এলাকায় ৭৯ ও ৮০ নম্বর বুথকে একসঙ্গে নিয়ে বৈঠক করে। সেই বৈঠকে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার চন্দনা মহন্ত, তৃণমূলের কোচবিহার শহর ব্লকের সভাপতি দিলীপ সাহা সহ দলের বিভিন্ন নেতা-কর্মী ও এলাকার বাসিন্দারা ছিলেন। ওয়ার্ডের ৭৭, ৭৮ ও ৮৫ নম্বর বুথকে নিয়ে গুঞ্জবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃণমূল বৈঠক করা হয়েছে। পাশাপাশি তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) শহরের বিভিন্ন কাজকর্ম নিজে গিয়ে পরিদর্শন করছেন। সোমবারও তিনি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নর্দমা ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ পরিদর্শন করেন।

বৈঠকগুলিতে বাসিন্দাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনার পাশাপাশি সেগুলি কীভাবে সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় দলের কোথায় খামতি রয়েছে, বাসিন্দারা দলের কাছে কী চান, খামতিগুলি পূরণ করে সেখানে কীভাবে দলকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়, সে বিষয়ে বাসিন্দাদের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।

২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পর থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে তৃণমূল শহরের বিভিন্ন বুথগুলি থেকে পিছিয়ে ছিল। এইসব বুথে ভোট না পেলে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে কোনওভাবেই যে জয়লাভ করা যাবে না, এই কথা জানে তৃণমূল। এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের বুথভিত্তিক বৈঠক করার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	৩
বি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৭
বি পজিটিভ	১৫
বি নেগেটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	৫০
ও নেগেটিভ	১

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৮
বি পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	২৪
ও পজিটিভ	৩৮
ও নেগেটিভ	২

দিনহাটায় এবার ডিজনিল্যান্ড পার্ক

এল এল পুজো এল

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনহাটায় এবার যেন এক টুকরো থাইল্যান্ড। দিনহাটার বলরামপুর রোড সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি (চড়ক মাঠ) এবার দর্শনার্থীদের জন্য নিয়ে আসছে নতুন চমক। থাইল্যান্ডের ডিজনিল্যান্ড পার্কের আদলে পুজোমণ্ডপ গড়ে তোলা হচ্ছে। এবছর ওই পুজোর ৮০তম বর্ষ। তাই প্রথম থেকেই বিশেষ কিছু করার পরিকল্পনা নিয়েই এগিয়েছিল কমিটি। প্রায় ২ মাস ধরে নবদ্বীপের খ্যাতনামা শিল্পী ননীগোপাল পাল এবং তাঁর দল দিনরাত পরিশ্রম করে মণ্ডপ প্রস্তুত করছেন। পুরো মণ্ডপ পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। ঘাস ম্যাট, কাপড়, কাঠ, আর্টিফিশিয়াল ফুল ব্যবহার করে সাজানো হবে মণ্ডপের প্রতিটি অংশ। মণ্ডপের বাইরের দিকটা সাজবে ডিজনিল্যান্ড পার্কের আদলে। এমনকি ওই পার্কের সমস্ত দৃশ্যও নিখুঁত কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবেন শিল্পীরা। ফলে এবার পুজোয় ছোট থেকে বড় সকলের জন্যই বিনোদনের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা থাকবে। অন্যদিকে মণ্ডপের দ্বিতীয় ধাপে মাতৃপ্রতিমা থাকবে। সেই অংশে প্রতিমা গড়ার কাজ করছেন স্থানীয় শিল্পী তনয় সরকার। তাঁর হাতে মূর্তির অভিনব রূপ ফুটে উঠছে। তাঁর পরিকল্পনা, মাতৃচোখে শিবলিঙ্গ দর্শন। শিল্পীর কথায়, 'মানুষের চোখের ভিতর দিয়ে শিবলিঙ্গের প্রতিফলন তুলে ধরা হবে।' এবার ওই পুজো কমিটির বাজেট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। আয়োজক কমিটির সদস্য প্রতাপ রায় বললেন, 'আমরা চাই দর্শনার্থীরা যেন শুধু মণ্ডপ নয়, পুরো এলাকাতেই উৎসবের আবহও অনুভব করতে পারেন। ইতিমধ্যেই আমরা থিম নিয়ে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি।'

বলরামপুর রোড সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপসজ্জা।

পুজোকে ঘিরে বিশেষ আলোকসজ্জা তৈরিরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া পুজোর সময় দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। পাড়ার তরুণরা এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন বলে জানা গিয়েছে। পুজোর চারদিন প্রতি সন্ধ্যায় মণ্ডপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে। এছাড়াও অষ্টমীর দিন হবে মায়ের ভোগ বিতরণ পর্ব। ফলে মণ্ডপের বাইরে ডিজনিল্যান্ড পার্ক ও ভিতরে অভিনব মন্দির ও প্রতিমা- সবমিলিয়ে বলরামপুর রোডের এই পুজো এবছর দিনহাটার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

বিশেষ চমক

বলরামপুর রোড সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির এবার ৮০তম বর্ষের পুজো, বাজেট প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা

মণ্ডপ ঘাস ম্যাট, কাপড়, কাঠ, আর্টিফিশিয়াল ফুল দিয়ে সাজানো হবে

পুজোমণ্ডপের প্রতিমায় থাকবে মাতৃচোখে শিবলিঙ্গ দর্শন

বেলতলা ইউনিটের পুজোমণ্ডপের কাজ চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

বেলতলার থিমে আদিযোগী

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বের বড় আবক্ষ ভাস্কর্যগুলির অন্যতম তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের আদিযোগী শিবের মূর্তিটি দর্শন করতে কে না চান! সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই মূর্তিটি নিয়ে তৈরি রিলগুলি যেন সেই ইচ্ছেটাকে আরও উসকে দেয়। সেই মূর্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবারে থিম 'আদিযোগী' তৈরি করছেন কোচবিহার বেলতলা ইউনিটের পুজো উদ্যোক্তারা। ৬০ ফুট লম্বা এবং ৪৫ ফুট চওড়া এই থিম দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আশাবাদী পুজোর কর্মকর্তারা। দিন এগিয়ে আসায় কোচবিহার কলেজের মাঠে এই থিমসজ্জার কাজ জোরকদমে করছেন ঘোকসাডাঙ্গার শিল্পীরা। এবছর তাদের পুজোর ৬৫তম বর্ষ।

আজকাল পুজোয় থিমসজ্জার পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জা এবং আলোকসজ্জার লড়াইটা বড্ড জমজমাট। ক্লাবগুলি কে, কাকে, কীভাবে টক্কর দেবে, শেষমুহূর্তে এসে সেই হিসেবই যেন মিলিয়ে নিচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এদিকে দিন এগিয়ে আসায় বাঁশ, কাঠ, প্লাই, চট, কাপড়, প্লাস্টার অফ প্যারিস সহযোগে স্থানীয় শিল্পীরা মণ্ডপসজ্জার কাজ করছেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমাতেও থাকবে বিশেষ চমক। থাকবে দেবীর সাবেকি আরেকটি প্রতিমাও। মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হবে লেসার গান সহ অত্যাধুনিক আলোও। গোটা চত্বরে বাজবে ভগবান শিব সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তোত্র এবং গানও। রাস্তার আলোকতোরণগুলিও থাকবে আদিযোগী শিবের আদলে। সবমিলিয়ে প্যান্ডেল এবং আলোকসজ্জায় থাকছে বিশেষ চমক। পুণ্ডিবাড়ির এক আলোকশিল্পী সেই আলোকসজ্জার কাজ করছেন। পুজো কমিটির সম্পাদক হীরককুমার দাস বলছেন, 'চতুর্থীর সন্ধ্যায় আমাদের পুজোর উদ্বোধন হবে। সুউচ্চ এই মণ্ডপ দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

এ বছর বেলতলা ইউনিটের বাজেট ৬ লক্ষ টাকা। পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবারের মতো এবারেও বস্ত্রদান, ডেঙ্গি সচেতনতা, প্রসাদ বিতরণ ছাড়াও একাধিক কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতে জলমগ্ন আবাসন চত্বর

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : মাত্র ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতেই জমে যাচ্ছে জল। সেই জল ঢুকে যাচ্ছে বেশিরভাগ আবাসনের সিঁড়ির ঘরে। ইট পেতেও খুব সুবিধা হচ্ছে না। সেই ইটও ডুবে গিয়েছে জলের তলায়। সিঁড়ির ঘরে জল জমায় স্কুল যাওয়ার সময় কোলে বা পিঠে করে বের করতে হচ্ছে বাচ্চাদের। জমা জলের পাশেই রয়েছে বিদ্যুতের সুইচ থেকে শুরু করে প্রতিটি আবাসনের মিটার বক্স। ফলে বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থার পাশের জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এমনই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন রাজবাড়ি হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দারা। এবিষয়ে উদাসীন হাউজিং কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

নোংরা জল মাড়িয়ে বিভিন্ন কাজে ঘর থেকে বের হতে হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া থেকে অফিস যাত্রী সকলকে। এই জল মাড়িয়ে টিউশন করতে যেতে হয় বাড়ির বাচ্চাদের। কখনও এমন হয় জল দেখে আবাসনে না ঢুকে ফেরত চলে যান গৃহশিক্ষক, এমনই কথা শোনা যায় সি/১ আবাসনের অর্পিতা সরকারের গলায়। তাঁর কথায়, 'এই জলে সাপ, জোঁক থেকে শুরু করে নানা ধরনের পোকামাকড়ের ভয় উপেক্ষা করেই হাঁটাচলা করতে হয়।' একই বক্তব্য শোনা গেল মামণি রায়ের গলাতেও। তিনি বললেন, 'সবচেয়ে অসুবিধা হয় সকালে বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময়। জল জমে থাকায় ঘরে যা আছে তাই দিয়ে চালাতে হচ্ছে। আমাদের আবাসনের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেটে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনওরকম লাভ হয়নি। বাধ্য হয়ে আমরা পুরসভাকে জানিয়েছি। যেখান থেকেও কোনওরকম সদর্থক কিছু পাইনি। আর ঠিক এই কারণেই দিনের পর দিন আবাসনে লোক কমে যাচ্ছে।' অনেকেই এখানে আসতে চান না পরিস্থিতির জন্য, বললেন শ্রেয়া মল্লিক দাস। জল জমার কারণে রান্নাঘর ও বাথরুমের বেহাল দশা হয়েছিল। সদ্য সেগুলো সারাই করার উদ্যোগ নিয়েছে হাউজিং ডিরেক্টরেট।

কোচবিহার সদরের হাউজিং ডিরেক্টরেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমন্ত মণ্ডল বলছেন, 'আবাসনের ভেতরে নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকই রয়েছে। আবাসনের বাইরে যে নর্দমা রয়েছে তা দিয়ে জল যাওয়ার উপায় নেই। তাই ভেতরের জল বাইরে যেতে পারছে না। বহুবার পুরসভাকে নর্দমা পরিষ্কার করতে চিঠি দিয়েছি। উত্তর পাইনি।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পুরসভাকে শেষ চিঠি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন অবশ্য বছর দেড়েক আগে। এ ধরনের কোনও চিঠির কথা জানা নেই বললেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁর দাবি, 'রাজবাড়ি আবাসনের জায়গাটি

বাড়ছে ভোগান্তি

- ■ মাত্র ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টিতেই জমে যাচ্ছে জল
- ■ নোংরা জল ঢুকে যাচ্ছে বেশিরভাগ আবাসনের সিঁড়ির ঘরে
- ■ স্কুল যাওয়ার সময় কোলে বা পিঠে করে বের করতে হচ্ছে বাচ্চাদের
- ■ বিদ্যুতের সুইচ, মিটার বক্স জমা জলের পাশে থাকায় দুর্ঘটনার হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না

অনেকটাই নীচু। বর্ষায় জল জামাটা স্বাভাবিক। পুরসভার তরফে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।' যদিও হাউজিং ডিরেক্টরেটের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিহির সরকারের বলছেন, 'আমাদের দপ্তর আর পুরসভা যদি একসঙ্গে কাজ না করে তাহলে এই জল জমার সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

আবাসিকরা প্রতিবছরের মতো এবছরও শুরু করেছে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। মণ্ডপ প্রায় তৈরি, আবাসিকদের এখন চিন্তা পুজোর অঞ্জলি ঠিকঠাক দিতে পারবেন তো!

রাস্তা পার হতে নাভিশ্বাস

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : শহরজুড়ে টোটোর দাপট। যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে ট্রাফিক পুলিশের নাজেহাল অবস্থা। কথা হচ্ছে হলদিবাড়ি শহরের। পুর কর্তৃপক্ষ ও ট্রাফিক পুলিশ লাগাতার অভিযান চালানোর পরেও পরিস্থিতি বদলায়নি। ট্রাফিকের নিয়মকে একপ্রকার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইচ্ছেমতো শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় টোটো চলাচল করছে। বাজারের মাঝে অবস্থিত রাজ্য সড়কের একাংশ দখল করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে টোটো।

হলদিবাড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাস এবিষয়ে বলেন, 'শহরের বাজারে টোটোর দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্য বহুবার অভিযান চালানো হয়েছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির পাশে নো পার্কিংয়ের বোর্ড লাগানো হয়েছে। সাধারণ মানুষ নিজেরা সচেতন না হলে এই সমস্যা মিটবে না।' হলদিবাড়ি থানার ট্রাফিক ওসি মহম্মদ হাফিজুদ্দিন বলেন, 'যানজট মোকাবিলায় আমরা সচেতন রয়েছি। নো পার্কিং এলাকায় টোটো দাঁড়াতে দেওয়া হয় না।'

নিয়ন্ত্রণহীন টোটোর জন্য হলদিবাড়ি শহরের রাজ্য সড়কে যানজট।

সামনে পুজো তাই এখন রাস্তাঘাটে বেশ ভিড় হচ্ছে। পুজোর বাজার করতে আসা ক্রেতাদের অভিযোগ, ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন বিভিন্ন রাস্তায় সারি সারি বাইক ও টোটো দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রায়দিনই ওই রাস্তায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে।

পুর নাগরিকরা জানান, বাজারের রাস্তা ও গলিগুলি এমনিতে বেশ সংকীর্ণ। তার ওপর দিন-দিন শহরে টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। প্রশাসনের তরফে শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই টোটোর দাপট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। শহরবাসীর মতে, পুজোর আগে পুলিশ ও পুর কর্তৃপক্ষের উচিত দ্রুত কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

প্রায় সময় দেখা যায়, যাত্রী ছাড়া টোটোগুলি উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চালকরা রাস্তার যেখানে-সেখানে টোটো দাঁড় করিয়ে যাত্রী তুলছেন বা নামাচ্ছেন। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার একাংশ আটকে যাত্রীর আশায় টোটো দাঁড় করিয়ে রাখছেন। ফলে সেসব রাস্তায় যে কোনও সময় যানজট তৈরি হয়ে যাচ্ছে। অনেক সময় পাঁচ মিনিটের পথ পেরোতে সময় লাগছে প্রায় আধ ঘণ্টা।

এই শহরজুড়ে দেড় হাজারের বেশি টোটো চলে। শহরের টোটো ছাড়াও আশপাশের গ্রামীণ এলাকা থেকে রোজগারের আশায় প্রতিদিন প্রায় কয়েক হাজার টোটো শহরের বুকে দাপিয়ে বেড়ায়। পুজোর বাজার করার জন্য গ্রামীণ এলাকার মানুষ টোটোয় চেপে শহরে আসছেন। এতে সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এছাড়া শহরে পার্কিং-এর সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে। টোটোর পাশাপাশি রাস্তা আটকে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য সমস্যা হচ্ছে।

জীবন্ত দেবদেবী।। *কোচবিহার শহরে। মঙ্গলবার। ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।*

পাড়ায় পাড়ায়

জলপ্রকল্পের কাজে বিতর্ক

মাথাভাঙ্গা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা শহর রক্ষাকারী বাঁধে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি পুরসভার উদ্যোগে ২ নম্বর ওয়ার্ডের মানসাই নদীর বাঁধে দুটি ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুটুঙ্গা নদীর বাঁধে একটি সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়। অভিযোগ, সেচ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এই বাঁধে গর্ত করে নির্মাণের আগে সেচ দপ্তরের অনুমতি বা মতামত নেয়নি পুরসভা। শহর সুরক্ষার জন্য নির্মিত বাঁধে সরাসরি গর্ত করে প্রকল্প গড়া কতটা যুক্তিসংগত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এবিষয়ে সেচ দপ্তরের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষ বলছেন, 'আমরা কাজ অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর খবর পাই। পুরসভা আগে থেকে কোনও আলোচনা করেনি।'

এদিকে মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের বক্তব্য, 'ঠিকাদারকে বাঁধের নীচে প্রকল্প করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশ না মেনে দুটি স্থানে বাঁধের উপর কাজ শুরু হয়েছে। পরে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এসে বাঁধের ক্ষতি ঠেকাতে কী পদক্ষেপ করা উচিত, সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন।'

মাথাভাঙ্গা

শহরবাসীর প্রশ্ন, সুরক্ষা বাঁধের উপর এমন নির্মাণ ভবিষ্যতে শহরের জন্য বিপদ ডেকে আনবে কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়।

তথ্য ও ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

শোভাযাত্রায় শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীকে

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজো কমিটিগুলিকে অর্থ সাহায্য ও সরকারিভাবে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাতে বের হল শোভাযাত্রা। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ২৫০ পুজো কমিটিকে নিয়ে তৃণমূল এই শোভাযাত্রার আয়োজন করে। মঙ্গলবার রাতে লালদিঘির পাড় থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি। পুজো কমিটিগুলির তরফে প্রচুর মহিলা এদিন লালপাড়ের সাদা শাড়ি পরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পাশাপাশি শোভাযাত্রার সামনে জীবন্ত দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক সেজেছিলেন অনেকে। ওই মিছিলের নেতৃত্ব দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতা সায়নদীপ গোস্বামী, যুব নেতা রাকেশ চৌধুরী প্রমুখ। মিছিলে বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রচুর মানুষ অংশ নেন। মিছিলের পর পুজো কমিটিগুলিকে দলের তরফে অভিজিৎ চাঁদাও দেন।

অভিজিৎ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী পুজো কমিটিগুলিকে অর্থ সাহায্য ছাড়াও বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছেন। তাই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতেই পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে এই মিছিল করা হল। মিছিলে ২৫০ পুজো কমিটির পাঁচ হাজার মানুষ অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল বেশি।'

হাসপাতালের জলাধার বেহাল, দুর্ভোগ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের বাইরে থাকা জলাধারটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কয়েকমাস আগে এই জলাধারের কল দুটোও ভেঙে গিয়েছে। এর ফলে রোগী এবং তাঁর পরিজনদের অনেকদিন ধরে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পানীয় জল পেতে রোগী এবং তাঁর পরিজনদের ভরসা হাসপাতালের সামনের রাস্তার উলটো পাড়ে অবস্থিত দিনহাটা থানার জলাধারটি। শেষ কয়েকবছর ধরে এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী এবং তাঁর পরিজনদের এভাবেই রাস্তা পারাপার করে জল আনতে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'এই জলাধারটি সংস্কার করার জন্য পূর্ত দপ্তরের কাছে ইতিমধ্যেই আবেদন করা হয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'জলাধারটির দ্রুত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে আবার আবেদন করা হবে।'

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে এই জলাধারটিকে নিয়ে বিতর্ক।

শুধু জলাধারের বেহাল দশা বা কল ভেঙে যাওয়া নয়, সমস্যার তালিকা আরও লম্বা। জলাধারের ছাদ আগাছায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে। জলাধারের সামনে জমেছে আবর্জনার স্তূপ। পরিস্থিতি এতই সঙ্গিন যে, এই জলাধার এবং তার সামনের জায়গা কুকুর, বিড়ালের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সুজয় দাস তাঁর এক পরিচিতকে এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। হাসপাতালের এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ সুজয় বলেন, 'আমার মতো অনেকেই প্রান্তিক এলাকা থেকে রোগী নিয়ে এই হাসপাতালে আসেন। দীর্ঘ সময় হাসপাতালে অপেক্ষা করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই পানীয় জলের প্রয়োজন হয়। জলাধার বিকল থাকায় জল আনতে রাস্তার ওপারে যেতে হয়। রোগীকে ছেড়ে এইভাবে যাওয়া খুবই সমস্যার। জলাধারটির দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন। সবার পক্ষে তো জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়।' আরেকজন রোগীর পরিজন রেজিনা বিবি বলেন, 'অনেক রোগীর পরিজন জলাধারের সামনে এঁটো খাবার ফেলে যান। এর ফলে জলাধারের চারপাশ আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের উচিত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা।' তিনি যোগ করেন, 'অনেকেই জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন। খুব দ্রুত এই জলাধার সংস্কার করা দরকার।'

> জলাধার বিকল থাকায় জল আনতে রাস্তার ওপারে যেতে হয়। রোগীকে ছেড়ে এইভাবে যাওয়া খুবই সমস্যার। জলাধারটির দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন। সবার পক্ষে তো জল কিনে খাওয়া সম্ভব নয়।
>
> **সুজয় দাস,** *রোগীর পরিজন*

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২১ সংখ্যা, বুধবার, ৩১ ভাদ্র ১৪৩২

ঘাড়ের ওপর বিপদ

আবার প্রলয়। বিজ্ঞানে যার নাম মেঘভাঙা বৃষ্টি। চলতি মরশুমে এই বৃষ্টির ধারা বারবার দুর্যোগ নামিয়েছে। সর্বশেষ চলতি সপ্তাহের প্রথম দু'দিনে। প্রথমে হিমাচলপ্রদেশের মণ্ডী জেলার ধরমপুর শহরে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে। উদ্ধার ও সমীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না, ক্ষতি হয়েছে কী কী। এর আগে এবছরই ২০ জুন থেকে ১২ সেপ্টেম্বর বারবার দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়েছে উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশ।

মেঘভাঙা বৃষ্টির দোসর পাহাড়ের ধস কিংবা হড়পা। উত্তরকাশী ধসে গিয়েছে। ধারালী নামে হিমালয়ের কোলে প্রাচীন একটি বসতি কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কুলু ও মানালি বিপর্যস্ত। বৈষ্ণোদেবীর পথে ধস। কাশ্মীরও এবার প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী। রেহাই মিলছে না উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চলের। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বিপন্ন হয়ে পড়েছে ধসের কারণে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম তো বটেই, ঘরের কাছে কালিম্পংয়ের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ করা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

আসলে বিনাশ চলছে গোটা হিমালয় পাহাড়জুড়ে। ভঙ্গুর চরিত্রের এই পাহাড়ে তার সহনক্ষমতার বেশি বোঝা চাপিয়েছে মানুষ। উন্নয়নের নামে। পাহাড়ি শিলার খাঁজে খাঁজে ফাটল ধরেছে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্বিচার বৃক্ষচ্ছেদনে। টানেল নির্মাণ করতে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে ফাটলের তীব্রতা আরও বাড়ছে। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে নির্মাণযজ্ঞে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

তিস্তার গতিপথে জল আটকে একের পর এক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, বহুতলের পর বহুতল, সেবক-রংপো রেলপথ তৈরির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাছ কেটে ফেলায় ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। আবহাওয়ার বদল ঘটায় আজকাল খুব কম সময়ের মধ্যে কম এলাকায় বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে। এতেই সৃষ্টি হচ্ছে হড়পা। কিংবা মেঘভাঙা বৃষ্টিতে শিলাস্তরের খাঁজে অনবরত জল ঢুকে পাহাড় পিচ্ছিল হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি ঢালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হচ্ছে।

পরিণতিতে জোর বৃষ্টি হলে পাহাড় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না। কাদা-মাটি-বালি-পাথর গড়িয়ে নামছে। বেশি বৃষ্টি হলে হিমবাহ গলা জলের হ্রদগুলির প্রাকৃতিক দেওয়ালে চিড় ধরছে। অতিরিক্ত জল যেখান সেখান দিয়ে নেমে এসে জনপদের পর জনপদে প্রলয় ঘটাচ্ছে। নদীর ধারণক্ষমতার বেশি জল নেমে এলে হড়পা ভয়ংকরী হয়ে উঠছে। ভঙ্গুর ও ভূমিকম্পপ্রবণ হিমালয়ে বেলাগাম ও অপরিকল্পিত নির্মাণ বিপদকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে ৪৫ কিলোমিটার লম্বা সেবক-রংপো রেলপথের ৩৯ কিলোমিটারই টানেলের মধ্যে দিয়ে তৈরি হচ্ছে। যথেচ্ছ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের পাশাপাশি এই রেলপ্রকল্পটি তিস্তার স্বাভাবিক গতিতে নানা জায়গায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফলে বর্ষায় অতিবৃষ্টি হলে নদীর জলস্তর ১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে ছাপিয়ে বইছে। যাতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সড়ক যোগাযোগ। ওই রেলপথটিতে একটি টানেলের গার্ডওয়াল চলতি মরশুমে ধসে পড়া ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চিতভাবে আরও খারাপ পরিণতির ইঙ্গিত বহন করছে।

তিস্তার মতোই অলকানন্দা নদীকে বেঁধে ফেলার পরিণতিতে যোশীমঠের মতো বিখ্যাত পর্যটন শহরের ৮০০ বাড়িতে ফাটল ধরেছে। বদ্রীনাথের পথে বারবার ধস নামছে। কেদারনাথে ২০১৩ সালের দুর্যোগের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি রিপোর্ট দিয়েছিল, হিমালয় পাহাড়ের বিপুল সর্বনাশের কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি।

আবার হৃষীকেশ থেকে চার ধামের সঙ্গে সংযোগের নির্মীয়মাণ হাইওয়ে তৈরি হচ্ছে পরিবেশের ওপর প্রভাবের তোয়াক্কা না করে। ৮৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তাটির ১৪৮টি জায়গাই ধসপ্রবণ। উত্তরবঙ্গেও ওদলাবাড়ির কাছে লুপ পুল হয়ে রাস্তাটির দু'-একটি জায়গা এখন সিংকিং জোন বলা যাচ্ছে। যে কোনও সময় সেখানকার পাহাড় ধসে বড় বিপত্তি বাধাতে পারে। প্রাকৃতিক গঠন ও সহনশীলতার তোয়াক্কা না করে এই ধরনের উন্নয়নের পরিণাম যে ভয়াবহ, বারবার তার ইঙ্গিত মিললেও সরকার বা সমাজের সতর্ক হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আলোচিত

গুন্ডামি প্রয়োজনে করতে হয়। আমরা পঞ্চায়েতে গুন্ডামি করি, কাউন্সিলার ভোটে জেতার জন্য গুন্ডামি করি, আমাদের এমপিকে জেতানোর জন্য গুন্ডামি করি, নিজে দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি, না দাঁড়ালেও গুন্ডামি করি। হোমিওপ্যাথিক বড়িতে কাজ না হলে সোজা অপারেশন টেবিল।

- উদয়ন গুহ

ভাইরাল

মাটি কাটার আর্থমুভার দিয়ে রান্না! এমনই এক ভিডিও ভাইরাল। বড় কড়াইয়ে ডাল রান্না হচ্ছে। আর্থমুভারের সামনের অংশ দিয়ে সেই ডাল নাড়াচাড়া করা হচ্ছে। যা দেখে নেটনাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৯১৫

চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

করী শব্দের 'ক' এসেছে 'কৃ' ধাতু থেকে। 'ধাতু' শিল্পকর্মের অন্যতম একটি কাঁচামালও বটে। সেইসঙ্গে হাতি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি খুব ঠান্ডা মাথার প্রাণী। কিন্তু খেপলে অবশ্য অন্য কথা।

গণেশের আননে বিশ্বকর্মা কেন ভাগ বসাতে গেলেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভগবানের চিড়িয়াখানায় হাতি এক বিশাল ব্যাপার। কয়েক টন ওজন। ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চে গোটা একটা কলা বাগান শেষ। রাজা, মহারাজাদের বাহন হত একসময়। যুদ্ধেও যেত। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথম পাদে হাতিতে হাওদা চড়িয়ে শোলার হ্যাট মাথায় দিয়ে সাদা আর বাদামি শিকারিরা বাঘ শিকারে যেতেন। চেনবাঁধা হাতিও ছিল। মানুষ অত বড়, অত শক্তিশালী প্রাণীকেও দাস বানাতে পারত! মাহুতের কোড ওয়ার্ডে হাতি ওঠবস করত। হাতি আবার রুপোলি পর্দার নায়ক অথবা নায়িকা। হাতি মেরে সাথী, সফেদ হাতি। হাতির মধ্যে একটা মানুষ মানুষ ব্যাপার আছে। রেগে গেলে ভয়ংকর। পোষ মানাতে পারলে শান্তশিষ্ট এক পালোয়ান।

মানুষের গজদন্ত সৌন্দর্যের বিড়ম্বনা, হাতির দাঁত ঐশ্বর্য। এই দাঁতের কারণে কত হাতি যে মারা পড়েছে মানুষের হাতে। শুনেছি, হাতির স্মৃতিশক্তি খুব জোরালো। ভীষণ মনে রাখতে পারে। যে ভালোবাসে তার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। যে অনাদর করবে তার জন্য মৃত্যু। সুযোগ পেলেই মারবে। গণেশ ঠাকুরের সেই কারণেই অঙ্কের মাথা অত ভালো। মাড়োয়ারিদের গদিঘরের কুলুঙ্গিতে তিনি বসে আছেন। জ্বলছে লাল টুনি।

সেই হাতি আবার বিশ্বকর্মার বাহন। বিশ্বকর্মা কে? বিশ্বের সব শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের রূপকার তিনি। স্বর্গের দেবতাদের ঘরদোর নাকি তাঁরই তৈরি। এককথায়, আজকের দিনের সেরার সেরা ইঞ্জিনিয়ার। পুরাণ থেকে শুরু করে বেদ, বিশেষ করে ঋকবেদে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে ঘিরে নানা কথা। তাই তিনি বৈদিক শিল্পীও বটে। ফলে পুরাণ ও বেদে যে বিশাল শিল্পযজ্ঞের উল্লেখ থাকাটা স্বাভাবিক।

পুরাণের পাতায় আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির একমাত্র বোন যোগসিদ্ধার পুত্র বিশ্বকর্মা। তাঁর পিতৃদেবও গুণে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। অষ্টম বসুর শ্রেষ্ঠ বসু তিনি। প্রভাস। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আবার ভিন্ন কথা বলে। সেখানে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মার নাভিকোষ থেকেই নাকি বিশ্বকর্মার উৎপত্তি। হিন্দুধর্মে নানা মুনির নানা মত। সেই সুবাদে আরেক কাহিনীতে বলা হয়েছে, বিশ্বকর্মা ও তাঁর স্ত্রী ঘৃতাচী। দুজনেই শাপভ্রষ্ট হন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, বিশ্বকর্মা বাস্তুশিল্পীর রূপ লাভ করেন।

এখন প্রশ্ন হল, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি কেন? কেন তিনি গণেশ দেবতার আননে ভাগ বসাতে গেলেন! হাতি তাহলে কাকে তার মান্য প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবে! এমন নানা প্রশ্নে আপনি বিচলিত হতে পারেন! হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে, বিশ্বকর্মা চতুর্ভুজের অধিকারী। একইসঙ্গে তিনি মহাবীর। বিশাল ক্ষমতাশালী। শক্তিশালী তো বটেই। সেই কারণে তাঁর বাহনকেও হতে হবে শক্তিশালী।

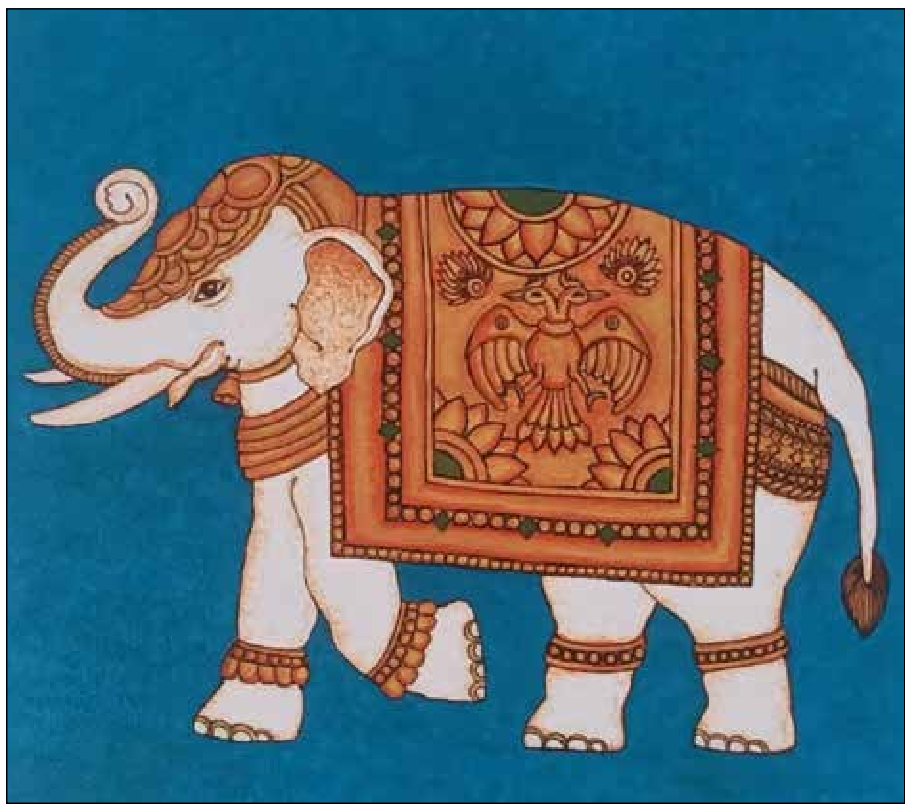

পৃথিবীতে হাতির চেয়ে বেশি শক্তিধর ও ক্ষমতাবান আর কে আছে! তাই তাঁর বাহন হাতি। প্রাচীনকালেও রাজারা যুদ্ধে যেতেন হাতির পিঠে চেপে। নামে হাতি, কিন্তু হাত নেই। শুঁড়ের আরেক নাম, কর। যার জন্য হাতির অন্য নাম, করী। করী শব্দের 'ক' এসেছে 'কৃ' ধাতু থেকে। 'ধাতু' শিল্পকর্মের অন্যতম একটি কাঁচামালও বটে।

সেইসঙ্গে হাতি শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি খুব ঠান্ডা মাথার প্রাণী। কিন্তু খেপলে অবশ্য অন্য কথা। কে না জানে, শিল্পকর্মে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় এই দুটি গুণ। শিল্পের রূপকারকেও তাই হতে হবে ক্ষমতাবান ও মস্তিষ্কে শান্ত। তবেই তো তিনি জগৎজুড়ে বৃহৎ শিল্পকর্ম গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন। এইসব নানাবিধ কারণে, বিশ্বকর্মার বাহন হাতি।

'বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট'। একটি ইংরেজি বইয়ের নাম। বাংলা করলে দাঁড়ায়, সৌন্দর্য এবং পাশবিকতা। অথবা সুন্দরী এবং পশু। আবার এমনও হতে পারে, সুন্দর কিন্তু পশু। দেখতে কত সুন্দর কিন্তু এ কি আচরণ! পশুর মতো। যে মানেই করা যাক, এই পৃথিবীতে অমৃত আর গরলের সহাবস্থান। আর প্রতিটি মানুষের মধ্যে এ বোধ সুস্পষ্ট, সুন্দর অসুন্দর, দেবতা ও দানব, মানব এবং পাশব। আর এক পরম বিস্ময়। জীবনানন্দ থেকে ক'টি লাইন ধার করা যেতে পারে, যেখানে এ বিস্ময়ের সুন্দর প্রকাশ দেখা যায়, -- পৃথিবীর ঘাস/ সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর/ নিষ্পেষিত মনুষ্যতার/ আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহা নীলাকাশ...।

বাঘ নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রাণী। তার গায়ের জামাটার দামই কয়েক লক্ষ টাকা, এখন পয়সা ফেললেও পাওয়া যাবে না। আইন বড় কড়া। সংরক্ষিত প্রাণী জেল। এই সুন্দর প্রাণীটিকে জাপটে ধরে আদর করতে চাইলেও করা যাবে না সার্কাসের আফিমখোর বাঘকে সার্কাস সুন্দরী পেটের দায়ে চুমুটুমু আগে খেত বটে, তবে সে এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। ভয়ংকর দুর্গন্ধ! এখন অবশ্য সে সব পাট চুকেছে। সার্কাসে প্রাণী নিষিদ্ধকরণের কারণে।

বাঘের মাসি সুন্দরী কোনও বিড়ালকে পোষ মানিয়ে শয্যাসঙ্গী করা যায় বটে তবে একশোভাগ নিরাপদ নয়। বেশি চটকালে আঁচড়ে দিতে পারে। তাছাড়া নাকি রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা। আর একটা ভয়ংকর দুঃখের কথা, পশুজগতে সুন্দর, কারণ অনেক সাধ্যসাধনা করে রমণীর মনোহরণ করতে হয়। ফলে বাঘের মাসি নয় অনুসন্ধান করতে হবে সুন্দর একটি হুলো--বাঘের মেসোমশাই।

সুন্দর অসুন্দর জ্ঞানটা একমাত্র মানুষেরই সম্পদ। মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে এটি নেই। সেখানে তিনটি প্রবণতাই প্রবল, আহার, নিদ্রা, মৈথুন। সে জগতে কোনও সুন্দর বাঘিনী সুন্দর কোনও হরিণকে প্রেমপত্র লিখবে না। চাঁদের আলোয়, বনভূমিতে তা চারপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করবে না, বুকফাটা প্রেমের গান গাইবে না। দেখামাত্র শুরু হয়ে যাবে মাইলের পর মাইল জীবনমরণ দৌড়।

অবশেষে সেই দিঘল সুগঠিত গলাটাই কামড়ে ধরে ঝুলবে, তবে সেটি প্রেমের দংশন, 'লাভবাইট' নয়, মরণ হরিণের অত সুন্দর চিতল আবরণ ফর্দাফাঁই করে আগ্রাসী ভোজন। এতটুকু নেই যে অত সুন্দর একটা চামড়া নষ্ট করছি, রাক্ষুসে খিদের কারণে। মানুষ সেদিন থেকে বুঝদার প্রাণী অবশ্যই।

কী মনে হচ্ছে। পৃথিবীটা ভারী সুন্দর না। 'বিউটি, বিউটি'। কবি বলেছেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'

হতাশা, জীবন যন্ত্রণায় একটিমাত্র গুলিতে আত্মহত্যা করেছিলেন শিল্পী। জীবৎকালে সাধারণ মানুষ তাঁকে উন্মাদ বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর একটি ছবি সংগ্রহে রাখার জন্যে পৃথিবীর রাজারা একশো কোটি টাকা ঢালতেও প্রস্তুত। সেই ভ্যান গগ, তাঁর ভাই থিওকে অজস্র চিঠি লিখেছিলেন। এই নিঃসঙ্গ, খ্যাতি বঞ্চিত, প্রতিভাবান ভাইটিকে থিওর মতো কেউ ভালোবাসেনি। পৃথিবীর ভ্রাতৃপ্রেমের ইতিহাসে একটি হীরকখণ্ড। ভিনসেন্ট পৃথিবীর সৌন্দর্যে উন্মাদ এক শিল্পী। পৃথিবী। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসার দৃষ্টিতে অসুন্দরের উপস্থিতি নেই। প্রেম এমন এক দান, যে কৃপায় তুমি আমার চিরসুন্দর, আমি তোমার চিরসুন্দরী। ভালোবাসি তাই গাই গান, কবিতা শিখি, ছবি আঁকি। সুন্দরী পৃথিবীকে কে না ভালোবাসতে চায়।

ভিনসেন্ট লিখছেন, ভাই প্রতিটি দিনই সুন্দর দিন, সে আবহাওয়া যেমনই হোক। বুঝলে, খুব ঝোড়ো বাতাস। তা হোক, আমি মাটিতে দুটো খোঁটা পুঁতে ইজেলটাকে বেঁধে দিই। ছবি না আঁকলে চলবে! বাগিচা সব ফুলে ফুলে ভরে গেছে। লাঙল টানা মাঠে লাইলাকের রং, নলখাগড়ার বেড়া, দুটো পিচ ফলের গাছ গোলাপি রঙের। আর আকাশটা। বিউটি, বিউটি। উজ্জ্বল, উজ্জ্বল, অতি উজ্জ্বল নীল আর ছিটে ছিটে সাদা মেঘ। শোনো ভাই, এই সুন্দর পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কিছু নেই।

বিশ্বকর্মার কর্মজগতে সবই অমর। তাঁর আবির্ভাবে আকাশের নীলকে বলতে ইচ্ছে করে, ভালোবাসি ভালোবাসি। তাঁর বাহনটিকেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, এমন শরতের গুণে।

জনমন জনমত

হাটবারে গোটা বাজারটাই যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড

ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ভাঙা রাস্তার খবর এখন আর কোনও সাংবাদিক যেন লিখতে চান না। প্রিয় উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় বহুবার এই বিষয়ে আলোকপাত করতে করতে পাঠক-সাংবাদিক উভয়ই ক্লান্ত। সেইসঙ্গে দোসর হয়েছে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাট সংলগ্ন অস্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

সপ্তাহে দু'দিন হাটবার। হাট ও বাজারের যাবতীয় নোংরা সহ গোটা বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, পথচলতি মানুষের প্রস্রাব-পায়খানার একমাত্র জায়গা হিসেবে পরিচিতিলাভ করেছে এই এলাকা।

বিশেষ কোনও কারণে এখানকার মাছ বাজারটি ফের স্থানান্তরিত করে রাস্তার পাশেই উঠিয়ে নিয়ে আসায় শহিদগড় স্কুলপাড়ার বাসিন্দা সহ দুটি স্কুলের অগণিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই গন্ধ দূষণ ও দৃশ্য দূষণের শিকার, যা আজকের দিনে পুর এলাকার ক্ষেত্রে একদম বেমানান।

পুরসভার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত যাঁদের হাতে, তাঁদের এসব যে চোখে পড়ে না তা নয়, কিন্তু প্রশ্ন করলেই চার বছরে বারবার একই উত্তর... 'দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা হবে...!'

ফলে তাঁদের কচ্ছপ গতিতে আমরাই গিনিপিগ হয়ে আছি। কর্তৃপক্ষের কাছে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আন্তরিক চেষ্টা কামনা করি।

স্নেহাশিস চক্রবর্তী
ময়নাগুড়ি।

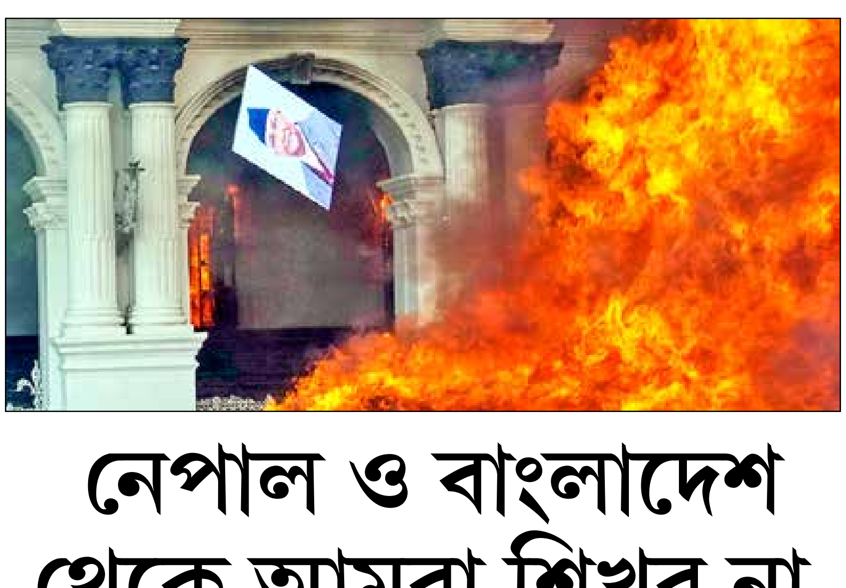

নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে আমরা শিখব না

দুর্নীতিপরায়ণ ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই জনরোষের কারণে সপরিবারে ছদ্মবেশে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। ক্ষিপ্ত জনতা তাঁকে ধরে নিয়ে আসে এবং গিলোটিনে মুণ্ডচ্ছেদ করে। সাম্প্রতিক দুর্নীতির কারণেই শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এমনকি গত কয়েকদিন আগে নেপালে প্রধানমন্ত্রী সহ সমগ্র শাসকগোষ্ঠীকে পালাতে দেখেছে গোটা বিশ্ব।

আর তা দেখেই আমাদের দেশে সোশ্যাল মিডিয়া ভরে উঠেছে বিভিন্ন মন্তব্যে। কেউ লিখেছেন, নেপাল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এরপর আমাদের রাজ্যের পালা। কেউ বা এক ধাপ এগিয়ে লিখেছেন, আমাদের দেশেও নেপাল হতে দেরি নেই। দেখুন, শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ-নেপালে যে নৈরাজ্য ঘটেছে তা ভারতবাসী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত নয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ভারতের গণতন্ত্র এত ঠুনকো নয়। সুতরাং, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ বা নেপাল থেকে আমরা শিখব না, বরং আমাদের থেকে গোটা বিশ্বকে শিখতে হবে।

নেপালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে ঘিরে জেন জেড প্রজন্মের বিদ্রোহ প্রমাণ করেছে- দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, চাকরির বাণিজ্য, নির্বাচনে কারচুপি এবং শাসকদের দেশবিরোধী নীতি সাধারণ মানুষকে আর শান্ত থাকতে দিচ্ছে না। জেন জেড দেখছে ভবিষ্যতের সব দরজা বন্ধ। ফলে তাদের বুকে জমছে পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভ, যা যে কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে, যেমনটা ঘটেছে নেপালে।

সংসদ ভবন পুড়িয়ে ফেলার মতো শিক্ষা ভারতীয় ছাত্ররা কোনও দিন পায়নি। ভারতীয় ছাত্রদের বাংলাদেশ ও নেপালের ছাত্রদের থেকে মৌলবাদ ও নৈরাজ্য শিখতে হবে না। তবে বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলঙ্কার নেতা-মন্ত্রীর যা অবস্থা হয়েছে তা দেখে ভারতীয় বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের শিক্ষা নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। দেশে বেকারের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। কর্মসংস্থান নেই। কতিপয় রাজ্য শিল্প স্থাপন করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হলেও আমাদের রাজ্যে তথৈবচ অবস্থা। শুধুই অনুদানে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা। যদিও অনুদানকে খারাপ বলা যাবে না, কারণ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র অনুদান দিয়ে থাকে। তবে অনুদান আর দুর্নীতি একসঙ্গে চলতে পারে না।

দুর্নীতির কারণেই যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই পুলিশি ব্যবস্থা। পুলিশকে যেভাবে তরুণদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে, ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি না। শিক্ষিত বেকার তরুণ-তরুণীরা পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। অথচ মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বেড়েই চলছে। নেতা-মন্ত্রীরা দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়ছেন, কিন্তু সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের পক্ষ নিচ্ছে। সরকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড তরুণসমাজ ভালো চোখে দেখছে কি?

নেপাল-বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা থেকে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বেকার তরুণদের শিখতে হবে না। বরং শিখতে হবে দুর্নীতিপরায়ণ নেতা-মন্ত্রীদের।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা।

ডাক্তারদের আরও সচেতন হতে হবে

প্রায় প্রতিটি পরিবারেই অসুখবিসুখ লেগে থাকে। এদিকে, আমাদের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় সময় খুবই কম। রোগব্যাধি হলে হাসপাতালে তো ভিড় লেগেই থাকে, পাশাপাশি প্রাইভেট নার্সিংহোম বা প্রাইভেট ক্লিনিকেও ভিড় লেগে থাকে। তাই ডাক্তারবাবুরা যে সময় বসবেন বলে রাখেন, অনেক সময়ই সেই সময়ে এসে পৌঁছান না। অথচ দূরদূরান্ত থেকে বাসে বা ট্রেনে চেপে নির্দিষ্ট সময়ে রোগী পৌঁছে যান, কিন্তু সঠিক সময়ে ডাক্তারের দেখা পান না। তাই ডাক্তারদের প্রতি অনুরোধ, অনুগ্রহ করে সময়সূচি নির্ধারণ করে সঠিক সময় দেবেন, যাতে রোগীদের কষ্ট না হয় বা খুব বেশি অপেক্ষা করতে না হয়।

চন্দন কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৬

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। গম্ভীর প্রকৃতি ৫। গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা ৬। ধার্মিকতার ভানধারী, ভণ্ড ৮। হাতের গয়না, পায়ের গয়না বা মল ৯। অলংকারাদি তৈরি করার মজুরি ১১। নবারের পুত্র ১৩। পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা ১৪। স্ত্রী-পুরুষের অভিমানজনিত কলহ।

উপর-নীচ : ১। শিষ্য, ছাত্র, চ্যালা ২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা ৩। ভাবপ্রবণ, ভাবালু ৪। সোনা ৬। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণপুত্র ৭। ধমক, ভর্ৎসনা ৮। মহাভারতে উল্লিখিত বন ৯। দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চল ১০। কোলাহল, কলকল ধ্বনি ১১। না হলে, নচেৎ, অন্যথা ১২। পৃথিবী, জগৎ, বিশ্ব ১৩। বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত ভারতীয় ভাষা, শস্যাদি মাপার পাত্র।

সমাধান ■ ৪২৪৫

পাশাপাশি : ১। মিজোরাম ৩। মওকা ৫। মনসামঙ্গল ৬। ক'দিন ৭। জঙ্গম ৯। কথোপকথন ১২। দহন ১৩। কম্বুবর।

উপর-নীচ : ১। মিতবাক ২। মনন ৩। মধ্যম ৪। কাবিল ৫। মন ৭। জন ৮। মহাবীর ৯। কয়েদ ১০। পরান ১১। থমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিদেশি ফেরাবে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে প্রায় ১৬ হাজার বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠাবে দিল্লি। মাদক পাচার করতে গিয়ে তাঁরা ধরা পড়েছিলেন। আটক বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশ, ফিলিপিন্স, মায়ানমার, মালয়েশিয়া, ঘানা, নাইজিরিয়ার নাগরিকরাও রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের এহেন পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে ওই বিদেশিরা দেশের বিভিন্ন জেল বা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি রয়েছেন। নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) জানিয়েছে, মাদক পাচারকারীরা সংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেশের মাটিতে মাদক ট্রানজিট হাব বানানোর চেষ্টা করছে। গত কয়েক বছরে দেশের মাটিতে মাদক পাচারের ঘটনায় বিদেশি নাগরিকদের যুক্ত থাকার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দু'রাজ্যে ভূমিধস, বলি ৮

দেরাদুন, ১৬ সেপ্টেম্বর : দেশ থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে বর্ষাকাল। তবে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বৃষ্টি থামার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মেঘভাঙা বৃষ্টি, বন্যা, হড়পা, ভূমিধসের ফলে বাড়ছে প্রাণহানির ঘটনা। মঙ্গলবার ভোররাতে দু'রাজ্যে ধসের জেরে কমপক্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন ও তার আশপাশের এলাকায় ধস নামে। ধসের নীচে চাপা পড়েছে একাধিক হোটেল ও ঘরবাড়ি। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে নন্দা কি চৌকি সেতু। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৫ জনের। নিখোঁজ ২০।

দাবি কল্যাণের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাতের নোয়া খুলে রেখে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাননি পরীক্ষার্থী মনীষা সিকদার। এই কথা সর্বৈব মিথ্যা, দাবি করলেন সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তিনি বলেন, নিয়ম মেনেই পরীক্ষা দিয়েছেন মনীষা। সাংবাদিকদের সামনে যা বলেছেন, সবটাই প্রচারের আলোয় থাকার জন্য। পূর্ববর্ধমান পুলিশের তরফেও বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সূত্রে খবর, পরীক্ষার উপস্থিতির নথিতে সই রয়েছে মনীষার।

নোয়া ধাতব বস্তু হওয়ায় সেটা মনীষাকে প্রথমে খুলতে বলা হলেও তারপর কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে মিটিয়ে নেন। নোয়া পরেই পরীক্ষায় বসেন তিনি। ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মকে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে পুলিশ। এদিন পূর্ব নির্দেশিকা মেনে নবম-দশম শ্রেণির পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্র প্রকাশ করেছে এসএসসি।

কমল দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রের জিএসটি সংস্কারের জেরে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের দাম কমাল ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (এনডিডিবি) আওতায় থাকা মাদার ডেয়ারি। ২২ তারিখ থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে। ইউএইচটি প্যাকেটজাত দুধ, পনির, মাখন, চিজ, ঘি, মিল্ক শেক, আইসক্রিম-সবকিছুরই দাম কমছে। তবে প্লাস্টিকের পাউচের দুধের ওপর কোনও জিএসটি ছিল না বলে সেগুলির দামে কোনও হেরফের হয়নি। মাদার ডেয়ারির এমডি মণীশ বন্দলিশ বলেন, 'আমরা গ্রাহককেন্দ্রিক সংস্থা। কর ছাড়ের ১০০ শতাংশ লাভ যাতে উপভোক্তারা পান, সেই ব্যবস্থা করছি।' অপর দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা আমুল এখনও পর্যন্ত কিছু ঘোষণা করেনি।

হত ৩১ জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর : আফগান সীমান্তে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে দু'দিনের অভিযানে ৩১ জন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জঙ্গি মারা পড়েছে। গত দু'দিনে খাইবার পাখতুনখোয়ার লাক্কি মারওয়াত ও বান্নুতে দু'টি আলাদা অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী। গত শনিবার টিটিপি-র হামলায় ১২ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরই সেনার তরফে এই অভিযান।

ধৃত আমলা

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঘর নয় যেন রত্নভাণ্ডার। বিপুল নগদ অর্থের সঙ্গে স্বর্ণালংকারের ছড়াছড়ি। অসম রাজ্য সিভিল সার্ভিস অফিসার নূপুর বোরার বিরুদ্ধে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগ উঠেছিল আগেই। এবার গ্রেপ্তার হলেন ওই আমলা। সোমবার পুলিশ, ভিজিল্যান্স আধিকারিকরা তাঁর গুয়াহাটি, বরপেটার বাড়ি থেকে নগদ ২ কোটি ও ১ কোটি টাকা মূল্যের সোনার গয়না উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করেছে। মাত্র ছ'বছর আগে অসম সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন নূপুর।

কোর্টে শুভেন্দু

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দলত্যাগী বিধায়কদের বিধানসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসানো নিয়ে আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে গিয়ে লিখিত বক্তব্য জমা দিলেন শুভেন্দু।

আঁকা আঁকা খেলা... পুজোর থিমে বাংলা কমিকস। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই।

আজ ৭৫-এ মোদি, দেশজুড়ে মহোৎসব

পাটনা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বুধবার ৭৫ বছরে পা দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে মহোৎসবের আয়োজন করেছে বিজেপি। দলীয় নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতা প্রচারে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন করতে সারা দেশে সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে গেরুয়া শিবির। তবে শুধু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিই নয়, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে লেজার শো-র মতো নানাবিধ আয়োজনের মাধ্যমে মোদির জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে দল। সব মিলিয়ে একেবারে জাতীয় মহোৎসবের চেহারা। তবে ৭৫ হলেই তিনি অবসরে যেতে পারেন বলে যে জল্পনা এতদিন ধরে চলছে, সেটা কতদূর সত্যি হবে তা নিয়ে অবশ্য এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই ১৭ সেপ্টেম্বর দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করে বিজেপি। তবে এবছর মোদির ৭৫তম জন্মদিন হওয়ায় উদযাপনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনসল বলেন, 'রাজনীতিকে জনসেবার মাধ্যম করেছেন মোদি, তাই তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা সপ্তাহজুড়ে সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন হবে।' প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে আরও বিশেষ করে তুলতে দিল্লি এনসিটি-র শিক্ষা দপ্তর তৈরি করেছে গান, 'নমো প্রগতি দিল্লি, বাল স্বর সে রাষ্ট্র স্বর তক'। মঙ্গলবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

গানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ছাত্রছাত্রীরা ২১টি ভিন্ন ভাষায় তা গান গেয়ে মোদিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। বিহারে প্রতিটি বিধানসভা আসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জীবনের গোড়ার দিকের সংগ্রামের ওপর নির্ভর করে তৈরি একটি সিনেমা দেখানোর প্রস্তুতি নিয়েছে গেরুয়া শিবির। 'চলো জিতে হ্যায়' শীর্ষক ওই সিনেমায় নরেন্দ্র মোদির জীবনের গোড়ার দিকের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। মোদির জন্মদিনে দেশের প্রতিটি জেলায় রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চালু করা হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তী পর্যন্ত বিশেষ সাফাই অভিযানে অংশ নেবেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। এখানেই শেষ নয়। বিজেপি জানিয়েছে, ৭৫টি শহরে আয়োজন করা হবে 'মোদি বিকাশ ম্যারাথন' এবং 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা। সাংসদদের নিজেদের এলাকায় ফুটবল টুর্নামেন্ট করার নির্দেশও এসেছে।

তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে থাকবেন মধ্যপ্রদেশে। সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে 'সেবা পাক্ষিক'। বিজেপির যুব মোর্চা ৭৫টি শহরে 'নমো যুব রান' আয়োজন করবে, যেখানে প্রতিটি শহরে ১০ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। ওড়িশায় 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে ৭৫ লক্ষ চারাগাছ রোপণের পরিকল্পনা রয়েছে। পুনেতে হবে ড্রোন শো, প্রতিবন্ধী সহায়ক ক্যাম্প ও সংগীত সন্ধ্যা।

ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন রাজ্যগুলিকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একাধিক মামলায় মঙ্গলবার সমস্ত রাজ্য সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যগুলিকে এই বিষয়ে লিখিত জবাব দিতে হবে।

মামলাকারীদের দাবি, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ছত্তিশগড়, গুজরাট, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড ও কর্ণাটকে চালু এই আইনগুলি ব্যবহার করে আন্তঃধর্মীয় দম্পতিদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা তৈরি হচ্ছে।

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাজ্যগুলির জবাব পাওয়ার পর আদালত বিবেচনা করবে এই আইনগুলির কার্যকারিতা স্থগিত করা হবে কি না। পরবর্তী শুনানি ছয় সপ্তাহ পরে হবে।

জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ ও সিটিজেন্স ফর জাস্টিস অ্যান্ড পিস সহ একাধিক সংস্থা এই মামলা দায়ের করেছে। তাদের অভিযোগ, এই আইনকে 'অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে ধর্মান্তরণের মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হচ্ছে। এটা নাগরিকের 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'য় হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।

আদালত মামলাকারীদের পক্ষ থেকে আইনজীবী সৃষ্টি অগ্নিহোত্রীকে নোডাল আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ করেছে। অন্যদিকে রাজ্যগুলির হয়ে সমন্বয় করবেন আইনজীবী রুচিরা গোয়েল। তাঁরা আদালত ও পক্ষগুলির মধ্যে নথি ও যুক্তি পেশের কাজে সমন্বয় করবেন।

ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইন নিয়ে মামলা সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘদিন ঝুলে রয়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ প্রথম নোটিশ জারি করেছিল। পরে জমিয়ত-উলেমা-এ-হিন্দ ছ'টি হাইকোর্টে চলা ২১টি পৃথক মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরের আবেদন জানায়, যাতে শীর্ষ আদালত একযোগে এবং অভিন্ন রায় দিতে পারে। ধর্মান্তরণের প্রশ্নটি রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত এবং সামাজিকভাবে স্পর্শকাতর বিষয়। বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য সরকারের দাবি, দুর্বল শ্রেণির মানুষ, বিশেষত মহিলা ও আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের জোরজুলুম কিংবা প্রতারণা থেকে সুরক্ষার জন্য এই আইন দরকার। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, আন্তঃধর্মীয় বিয়েকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা এবং প্রমাণের দায় অভিযুক্তের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সংবিধান বিরোধী। এর ফলে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং গোষ্ঠীভিত্তিক হিংসা ও স্বঘোষিত নজরদার গোষ্ঠীর কাজকর্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

অস্বস্তি বাড়ল চন্দ্রনাথের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও অস্বস্তি বাড়ল কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার। তাঁকে হেপাজতে চেয়ে নিম্ন আদালতে আর্জি জানিয়েছিল ইডি। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে ইডি জানিয়েছে, প্রার্থীদের থেকে গড়ে ৮ লক্ষ টাকা করে নিতেন মন্ত্রী। এভাবেই ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বেআইনিভাবে উপার্জন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলের নামেও আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন লক্ষ লক্ষ টাকা হদিস পাওয়া গিয়েছে। যার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় জামিন পেয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

যাদবপুরে গোয়েন্দারা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : যাদবপুরের ছাত্রী অনামিকা মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান লালবাজারের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের দলে ছিলেন অ্যাডিশনাল সিপি প্রণব কুমার, ডিসি দক্ষিণ শহরতলি (এসএসডি) বিদিশা কলিতা। পুকুরে বাঁশ নামিয়ে জলের গভীরতা মেপে দেখা হয়। সোমবারই এই ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে মেয়ের মৃত্যুর নেপথ্যে সহপাঠীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন মৃতা পড়ুয়ার বাবা। এদিন রেজিস্ট্রার, সিকিউরিটি ইনচার্জকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একাধিক জায়গায় ঘুরে দেখেন ডিসি।

গাজায় গণহত্যা ইজরায়েলের

জানাল রাষ্ট্রসংঘ

নিউ ইয়র্ক, ১৬ সেপ্টেম্বর : গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংগঠিত করেছে ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘের এক সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টে একথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন অনুয়ায়ী, সংঘাত বা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে ৫ ধরনের কর্মকাণ্ডকে গণহত্যা হিসাবে গণ্য করা হয়, তার ৪টি গাজায় ঘটিয়েছে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। এর মধ্যে রয়েছে কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষকে বেছে বেছে হত্যা, তাঁদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন, জাতিগত নির্মূলকরণের চেষ্টা এবং জন্ম হারে রাশ টানা। রাষ্ট্রসংঘের মতে, ২০২৩-এর অক্টোবরে গাজায় ইজরায়েলি সেনা অভিযান শুরু হওয়ার পর প্রায় ৬৫ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেখানকার ৯০ শতাংশ ঘরবাড়ি এবং পরিকাঠামো। সিংহভাগ মানুষ গৃহহীন। গাজায় দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লাফিয়ে বাড়ছে শিশুমৃত্যুর ঘটনা। চলতি অবস্থার জন্য ইজরায়েলের দিকে ইঙ্গিত রিপোর্টে। রাষ্ট্রসংঘের অবস্থানে দৃশ্যত অসন্তুষ্ট বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টটি পুরোপুরি বিকৃত এবং মিথ্যা। রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা নিযুক্ত তদন্ত কমিশনের ৩ বিশেষজ্ঞ কার্যত প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের ছায়া হিসাবে কাজ করেছেন। রিপোর্টটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে হামাসের মিথ্যাচারের ওপর নির্ভর করে।'

এসআইআর-এর লক্ষ্যে ফর্ম ছাপানো শুরু নির্বাচন কমিশনের

অক্টোবরের মধ্যে বুথভিত্তিক সমীক্ষা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মূলত, সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার এই ধরনের কয়েকটি অভিযোগও দলের কাছে এসেছে। তারপরই বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট রাজ্য নেতৃত্বকে পাঠাতে দলের জেলা নেতাদের নির্দেশ পাঠালেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। এখনও পর্যন্ত যে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দ্রুত কালীঘাটে পাঠাতে বলা হয়েছে। বিভিন্ন জেলা নেতার সঙ্গে বৈঠকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে পেরেছেন, সীমান্তবর্তী এলাকার বহু জীবিত ভোটারকে মৃত বলে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারপরই বুথভিত্তিক এই তালিকা চাওয়া হয়েছে।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আসল ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশন স্বজনপোষণ করতে চাইছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আমরা বুথভিত্তিক সমীক্ষা শুরু করেছি। আমার খড়দা বিধানসভাতেও ভোটারদের নাম বাদের অভিযোগ পেয়েছি। আমরা তার সমীক্ষা শুরু করেছি।'

সোমবারই বিহারের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খেয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এই ধাক্কাকে হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। বীরভূমে ইতিমধ্যে পরিযায়ী শ্রমিক নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই পরিস্থিতিতে একদিকে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হেনস্তা নিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী সুর গরম করতে চাইছে তৃণমূল। তার আগে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করে হাতে তথ্য নিয়ে কমিশনের মোকাবিলায় নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।

এজেন্ট নিয়োগের চর্চা শুভেন্দুর বৈঠকে

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে এসআইআর শুরুর লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোল কমিশন। মঙ্গলবার রাজ্যের ডিএম, এডিএম, ইআরও, ওসি ইলেকশন সহ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সেই বৈঠকেই জেলা শাসকদের এসআইআর-এর ফর্ম ছাপানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপতে হবে। এদিকে এসআইআর শুরু হওয়ার আগে রাজ্যের প্রায় ৯৪ হাজার বুথের জন্য দলীয় এজেন্ট নিয়োগের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সল্টলেকের বিজেপি দপ্তর থেকে জেলা নির্বাচন কমিটিগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করলেন শুভেন্দু অধিকারী।

পুজো শেষ হলেই অক্টোবরের গোড়াতেই রাজ্যে এসআইআর হবে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এসআইআর শেষ করার ঘোষণার আগেই কাজ এগিয়ে রাখতে শুরু করল কমিশন। এসআইআর-এর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। তার আগে এদিনের বৈঠকে এসআইআর-এর পরিকাঠামো নিয়ে অভিযোগ করলেন পশ্চিম বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও ঝাড়গ্রামের জেলা শাসকরা। এসআইআর-এর জন্য রাজ্যের কাছে ৬০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়েছিল কমিশন। কিন্তু এখনও সেই ঘাটতি পূরণ হয়নি।

এরাজ্যের জন্য এসআইআর ঘোষণার পরেই বিএলওরা ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করবেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের প্রত্যেক ভোটারকে ওই ফর্ম পূরণ করতে হবে। যার একটি কপি থাকবে বিএলওর কাছে। অর্থাৎ রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপবে। এই কাজ কেন্দ্রীয়ভাবে না করে জেলায় জেলায় বিকেন্দ্রীভূতভাবে এবার করতে চায় কমিশন। যাতে ফর্ম ছাপা এবং বিএলওদের হাতে তা পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে দেরি না হয়। ভোটারদের পূরণ করা ফর্ম প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে ইআরওকে। সিইও বলেন, 'রাজ্যের প্রত্যেক ভোটারকে, সে মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ মানুষ-প্রত্যেককেই এই ফর্ম পূরণ করতে হবে।' ইতিমধ্যেই ২০০২-এর ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৪-এর চূড়ান্ত ও ২০২৫-এর খসড়া ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছেন বিএলওরা। এই ম্যাচিংয়ের কাজ ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে। ২০০২-এ রাজ্যে ভোটার ছিল ৪ কোটির কিছু বেশি। কমিশনের ধারণা, প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোটারের মধ্যে বাকি ৩ কোটি ভোটারের জন্যই কার্যত এসআইআর করতে হবে কমিশনকে।

কমিশনের নির্দেশমতো এসআইআর-এর জন্য ২৯৪টি বিধানসভার প্রতিটিতে তিনজন করে বিএলও-১ ও প্রায় ৯৪ হাজার বুথের প্রতিটিতে একজন করে বিএলও-২ নিয়োগ করতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিএলও-১ নিয়োগের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। কিন্তু বুথভিত্তিক দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও অনেকটাই বাকি।

একনজরে

- রাজ্যের প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভোটারের জন্য ১৫ কোটি ফর্ম ছাপার নির্দেশ কমিশনের
- বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী
- এসআইআর-এর জন্য রাজ্যের কাছে ৬০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চায় কমিশন
- এখনও সেই ঘাটতি পূরণ হয়নি

টেক্কা দেবে 'অনন্য', দাবি মমতার

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রায় অর্ধেক খরচে বেসরকারি হাসপাতালের পরিষেবা এবার থেকে মিলবে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালেও। মঙ্গলবার এসএসকেএম হাসপাতালে দ্বিতীয় উডবার্ন ওয়ার্ড 'অনন্য' ভবনের উদ্বোধন করে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০ তলার এই ভবনে থাকছে ১৩১টি কেবিন ও ২১টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের শয্যা। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ওয়ার্ডের পরিষেবা যেকোনও কর্পোরেট হাসপাতালকে টেক্কা দিতে পারে।

কত খরচে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে? সিঙ্গল কেবিনের খরচ ৫ হাজার টাকা। স্যুইট রুম পাওয়া যাবে ৮ হাজার টাকায়। এইচডিইউ ও আইটিইউ-এর সুবিধা মিলবে যথাক্রমে ১২ হাজার ও ১৫ হাজার টাকায়। 'অনন্য' তৈরির কাজে খরচ হয়েছে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা। অত্যাধুনিক রোবটিক সার্জারিরও সুযোগ মিলবে। তৈরি করা হয়েছে পূর্ব ভারতের প্রথম বোন ব্যাংক। তৈরি হচ্ছে কর্ড ব্লাড ব্যাংকও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআর করার জন্য বলছে বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট দাও। কোথা থেকে দেবে? ২০১১ সালে যখন আমরা ক্ষমতায় এসেছি, তখন ইনস্টিটিউশন ডেলিভারি হত মাত্র ৬০ শতাংশ। এখন তা ৯৯ শতাংশের বেশি। এখনকার বার্থ সার্টিফিকেট তো পাওয়া যাবে, কিন্তু আগের শংসাপত্র মিলবে কীভাবে?'

ভূমি ও পরিবহণে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালাতে গিয়ে রাজ্য সরকারের হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে শ্রমশ্রী প্রকল্পে রাজ্যে ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আগামী আর্থিক বছরে রাজ্য সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পরিবহণ দপ্তর থেকে যে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, তার ৪০ শতাংশ এখনও পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে খনি ও খনিজ বিভাগেও আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এই নিয়েই মঙ্গলবার অর্থ দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তরের আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত চলতি আর্থিক বছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুধুমাত্র আবগারি দপ্তর থেকে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আয় হয়েছে। কিন্তু বাকি দপ্তরগুলিতে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বাজেটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের জন্য ১৫০৯.৭২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৯ শতাংশ এই দপ্তর থেকে আয় হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরে চলতি আর্থিক বছরে ২২৭৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র ওই দপ্তর তার রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৩২ শতাংশ আয় করেছে। একইভাবে খনি ও খনিজ সম্পদ বিভাগেও রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৩৭ শতাংশ আয় হয়েছে। উত্তরবঙ্গ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, বীরভূম সহ একাধিক জেলায় বালি ও পাথর খাদানে লিজ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা অগাস্ট মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৫ শতাংশ বালি ও পাথর খাদানের লিজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। অবিলম্বে এই খাতগুলিতে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহণ, খনি ও খনিজ সম্পদ দপ্তর থেকে রাজস্ব বাড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের এই নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে দপ্তরগুলির রাজস্ব আদায় সম্পর্কে বিস্তারিত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানাতে বলা হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা ভোটের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়ানো নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ভাবনা যে তেমন আপাতত নেই, তা ওই বৈঠকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তী ভোট অন অ্যাকাউন্টে এই নিয়ে রাজ্য সরকার ভাবনাচিন্তা করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপ্রচলিত যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্কবার্তা রাজনাথের

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রথাগত যুদ্ধের ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অদৃশ্য শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে বললেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার কলকাতায় কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সে বক্তব্য রাখার সময় বাহিনীর কর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এখন অপ্রচলিত বিপদ আসছে তথ্য, নীতি সম্পর্কিত, পরিবেশ এবং জৈবিক যুদ্ধের চেহারায়। সারা পৃথিবীতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। আমাদেরও তার মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।' তাঁর ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের পদ্ধতি যেভাবে বদলাচ্ছে তার ওপর জোর দেন। গোটা পৃথিবীতে সাম্প্রতিক সময়ের নানা টানাপোড়েনের ওপর নজরদারির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন 'এখনকার যুদ্ধ একেবারেই আচমকা, আগে থেকে আন্দাজই করা যায় না।

এমনকি সেই যুদ্ধ কতদিন চলবে, তা আন্দাজ করাও কঠিন। তার মেয়াদ দু-মাসও হতে পারে, একবছর, এমনকি পাঁচ বছরও হতে পারে। তাই আমাদের তৈরি থাকতে হবে।' এদেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে রক্ষণাত্মক ও আক্রমণাত্মক ধারার একটি সমন্বয় বলে অভিহিত করে সশস্ত্র বাহিনীর কর্তাদের হুঁশিয়ার থেকে একটি 'সুদর্শন চক্র' তৈরির কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী দিনের কথা ভেবে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা একটি পাঁচ বছর মেয়াদি এবং একটি ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করবে।

আন্দোলনকারীদের শেষকৃত্য কাঠমান্ডুতে

কাঠমান্ডু, ১৬ সেপ্টেম্বর : দিনকয়েক আগে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছিল কাঠমান্ডুর রাজপথ। জেন জেড আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের তুমুল সংঘর্ষের সাক্ষী হয়েছিল নেপালের রাজধানী শহর। মঙ্গলবার সেই শহরেই দেখা গেল অন্য এক ছবি। গাড়ি, বাইক, পায়ে হেঁটে তরুণ-তরুণীদের শৃঙ্খলিত মিছিল। সবার মুখ থমথমে। অনেকের চোখে জল। সরকার পরিবর্তনের জয়ের উচ্ছ্বাস উধাও। কারণ, আন্দোলনে নিহত সতীর্থ, বন্ধুদের শবের ভার তাঁদের কাঁধে।

জেন জেড আন্দোলনে নিহত বিক্ষোভকারীদের শেষযাত্রার যেসব খণ্ডচিত্র এদিন দেখা গিয়েছে, তাতে ভারী হয়েছে নেপালের বাতাস। সোমবার আন্দোলনে নিহতদের শহিদ ঘোষণা করেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার মহারাজগঞ্জের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় টিচিং হাসপাতালের মর্গে রাখা বিক্ষোভকারীদের দেহগুলি শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকারীরা। সেই মতো এদিন টিচিং হাসপাতালের সামনে থেকে শুরু হয়ে শেষযাত্রা। কয়েক হাজার মানুষ সেই যাত্রায় শামিল হন। চাবাহিলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শেষ হয় আর্যঘাটে। সেখানে বেশ কয়েকজনের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

গোটা যাত্রাপথে বহু মানুষ ম্যাটাডোরে রাখা কফিনের ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রাস্তার দু'পাশে এবং বাড়ি, হোটেল ও দোকানের ছাদে ভিড় করেছিলেন অনেকে। সরকারি হিসাবে বলছে, ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বজনহারার কান্না... মঙ্গলবার কাঠমান্ডুতে। ছবি-পিটিআই।

পৃথিবীর পাঠশালা

অ্যাসফল্টের ম্যাজিক

নেদারল্যান্ডস যেন প্রযুক্তির রাজ্য! এবার তারা এমন এক রাস্তা তৈরি করেছে যা নিজেই নিজেকে সারিয়ে তুলতে পারে। এই বিশেষ অ্যাসফল্টে রয়েছে স্টিলের ফাইবার। রাস্তায় ফাটল ধরলে বা গর্ত হলে একটি বিশেষ মেশিনের সাহায্যে রাস্তা গরম করা হয়। তখন এই স্টিলের ফাইবারগুলি গর্তগুলিকে জুড়ে দেয়। ফলে রাস্তা আবার নতুন হয়ে ওঠে। এই অদ্ভুত প্রযুক্তির ফলে রাস্তা মেরামতের খরচ অনেক কমে যাবে। শুধু তাই নয়, এতে নির্মাণকাজে কার্বন নির্গমনও কম হবে। নেদারল্যান্ডসের কিছু শহরে ইতিমধ্যেই এই ম্যাজিক রাস্তা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যদি সারা বিশ্বে এই রাস্তা বানানো হয়, তাহলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা বাঁচানো সম্ভব।

পৃথিবীর সবচেয়ে সোজা পথ

সৃষ্টিকর্তা নাকি সব কিছু গোলাকার করে বানিয়েছেন, কিন্তু মানুষ বানাল পৃথিবীর দীর্ঘতম সোজা রাস্তা! সৌদি আরবে অবস্থিত এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার, যার কোথাও কোনও বাঁক নেই। এটি মরুভূমির দুর্গম অঞ্চলকে সংযুক্ত করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তবে এই রাস্তা তৈরি করার পর অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- বালির স্তূপ, অতিরিক্ত গরম এবং চালকদের ক্লান্তি। তবে এই অসুবিধাগুলো মোকাবিলা করতে রাস্তায় রাম্বল স্ট্রিপ, সুস্পষ্ট সাইনবোর্ড এবং বিশ্রামাগার তৈরি করা হয়েছে। এমন সোজা রাস্তা পৃথিবীর আর কোথাও নেই!

বাড়ছে এভারেস্ট, কারণ কী?

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট! কিন্তু জানেন কি, এটি এখনও বাড়ছে? প্রতি বছর প্রায় ৪ মিলিমিটার করে এর উচ্চতা বাড়ছে। এর কারণ হল ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষ। এই প্লেট দুটির সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট চাপ পর্বতটিকে উপরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরা অত্যাধুনিক জিপিএস প্রযুক্তির সাহায্যে এই পরিবর্তনগুলো ট্র্যাক করছেন।

ব্যাংয়ের পিঠে বাচ্চা

দক্ষিণ আমেরিকার নদীগুলিতে বাস করে এক অদ্ভুত প্রাণী, যার নাম সুরিনাম টোড। এই ব্যাংয়ের প্রজনন পদ্ধতি দেখলে আপনি চমকে যাবেন! মা ব্যাং ডিম পাড়ার পর, ডিমগুলি তার পিঠের ত্বকে মিশে যায়। ছোট ছোট পকেটের মতো গর্তের মধ্যে ডিমগুলি সুরক্ষিত থাকে। কয়েক সপ্তাহ পর, যখন ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বের হয়, তখন তারা মায়ের পিঠের পকেট থেকেই বেরিয়ে আসে। কিছু ব্যাঙাচি তাদের মায়ের পিঠে কিছুক্ষণ বসে থাকে। আর কিছু সোজা জলে ঝাঁপ দেয়। এমন দৃশ্য দেখলে মনে হবে যেন ভিনগ্রহের কোনও প্রাণী! এটি প্রকৃতির এক অসাধারণ কৌশল, যা প্রমাণ করে যে মা হওয়ার পদ্ধতি কত বিচিত্র হতে পারে!

খুলল জঙ্গল, ভিড়ে আশা পর্যটন ব্যবসায়

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : তিন মাস বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার থেকে উত্তরের সব অরণ্যের প্রবেশদ্বার পর্যটকদের জন্য খুলে গেল। প্রথম দিনই পর্যটকদের ভালো উপস্থিতি দেখা গিয়েছে চিলাপাতা, বক্সা, জলদাপাড়া, লাটাগুড়ি, গরুমারায়। একাধিক জায়গায় পর্যটকদের বিশেষভাবে স্বাগত জানানো হয়। এদিনর ভিড় দেখে পুজোর মরশুমে ভালো আয়ের আশা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

এদিন সকাল থেকে বৃষ্টির কারণে গরুমারার চারটি শিফটের মধ্যে প্রথম শিফটে একজন পর্যটকও জঙ্গলে প্রবেশ করেননি। তবে বাকি তিনটি শিফটে ১১টি জিপসি গাড়ি পর্যটক নিয়ে প্রবেশ করে। পাশাপাশি, লাটাগুড়ির জঙ্গলে এই সংখ্যাটি ছিল ১৮। প্রথম দিন পর্যটকদের এই ভিড় দেখে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত পর্যটন ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'পুজোর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি থাকলেও সেভাবে বুকিং জমে ওঠেনি ডুয়ার্সে। তবে প্রথম দিন জঙ্গলে যেভাবে পর্যটকদের ভিড় হয়েছে, তাতে আশা করাই যায় যে, পুজোর মরশুমে ভিড় উপচে পড়বে ডুয়ার্সে।' পরিস্থিতি দেখে খুশি লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেবও।

এদিন গরুমারার যাত্রাপ্রসাদ, মেদলা নজরমিনার থেকে হাতি-গন্ডার সহ নানা পশুপাখি দেখতে পান পর্যটকরা। তবে এদিন ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে কোনও পর্যটক হাতি সাফারি করেননি।

অন্যদিকে, এদিন চিলাপাতায় জঙ্গল সাফারি শুরুর আগে কেক কাটা হয়। পর্যটকদের লাড্ডু খাওয়ানো হয়। সকালে দুটো এবং বিকেলে চারটি জিপসি সাফারি হয়। এখানে নয়টি গাড়ি রয়েছে। অন্যদিকে, বক্সা টাইগার রিজার্ভেও সাফারি শুরু হয় এদিন। সকালে দুই শিফটে ১৩টি গাড়ি সাফারি করে বিকেলে একটি গাড়ি বুক হয়। তবে বক্সা টাইগার রিজার্ভের জিপসি মালিক নিতাই ভট্টাচার্য জানান, সকালের সাফারিতে লোক হলেও বিকেলের সাফারিতে তেমন হয়নি। তাঁর আশা, আগামী সপ্তাহ থেকে বেশি ভিড় হবে।

চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি গণেশচন্দ্র শা বলেন, 'অনেক পর্যটক ভরসা পাচ্ছেন না যে, ঘুরতে এসে সাফারি করতে পারবেন কি না।' যেমন কলকাতার চিকিৎসক নির্মাল্য দেব চিলাপাতা ঘুরে জানান, প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ভালো হয়েছে। জঙ্গলে বিভিন্ন জন্তু দেখতে পেলাম।

জলদাপাড়া অরণ্যের মূল গেটে পর্যটকদের গোলাপ ফুল দিয়ে বরণ করে নেন জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা।

মিটিংয়ে না আসা নিয়ে আক্রমণ উদয়নের

রবি-পার্থর নাম না করে সমালোচনা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন দলের গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে আসেন না রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়। তাই নাম না করে রবি ও পার্থর কড়া সমালোচনা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। দিনের পর দিন মিটিংয়ে না আসার পরেও জেলা সভাপতি কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, সে বিষয়ে জেলা সভাপতিকেও উদয়ন একহাত নেন। অপরদিকে, সাগরদিঘির পাড়ে রাজার মূর্তি বসানো নিয়ে রবি-পার্থরা যে তাঁকে ভিলেন বানানোর চেষ্টা করেছিলেন সেটাও তিনি এদিন প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দেন।

কোচবিহারে তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিন ধরেই দুটি বড় গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) ও মন্ত্রী উদয়নদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দলের কোনও মিটিং, মিছিলে উপস্থিত থাকছেন না রবি, পার্থ সহ তাঁদের অনুগামীরা। মঙ্গলবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে জেলার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও নেত্রী উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই মিটিংয়েও বরাবরের মতো অনুপস্থিত ছিলেন রবি-পার্থ ও তাঁদের অনুগামীরা। যা চোখ এড়ায়নি উদয়নের। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রবি-পার্থর নাম না করে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, 'জেলা সভাপতির কাছে আমার একটা প্রশ্ন, মিটিংয়ে না এলে আপনি অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, ব্লক সভাপতিদের নাম বলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। অন্যদিকে, মঞ্চে আপনার আশপাশে যাঁদের পাশে বসে থাকার কথা, যাঁরা দিনের পর দিন আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও অনুপস্থিত থাকেন, তাঁদের নাম তো আপনি একবারও বলেন না।' এরপরই তিনি হিপ্পিকে বলেন, রবি-পার্থকে যাতে আগামীতে দলীয় কোনও কর্মসূচিতে না ডাকা হয়। উদয়নের কথায়, 'তাঁরা যতদিন না স্বেচ্ছায় মিটিংয়ে আসেন, ততদিন আপনি আর তাঁদের মিটিংয়ে ডাকতে পারবেন না। এটা আমার প্রস্তাব। একটা দল এভাবে চলতে পারে না।'

কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভায় উদয়ন গুহ।

> মঞ্চে আপনার আশপাশে যাঁদের বসে থাকার কথা, যাঁরা দিনের পর দিন আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও অনুপস্থিত থাকেন, তাঁদের নাম তো আপনি একবারও বলেন না।
>
> **উদয়ন গুহ**
> *উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

এপ্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে রবি বলেন, 'আমাদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও মিটিংয়ে না ডাকলে যাব কী করে? এমনকি আমার নাটাবাড়ি এলাকাতেও লোকসভা নির্বাচনের পরে যে সমস্ত দলীয় কর্মসূচি করা হয়, সেখানেও আমাকে ও পার্থকে ডাকা হয় না। আমার পুরসভা শহরেও যখন এনবিডিডি কোনও কাজ করে, তখনও সেখানে আমাদের জানানো হয় না।' রবির কটাক্ষ, 'আমরা চেনা বামুন। আমাদের পৈতা লাগে না। যাঁরা নতুন বামুন তাঁরা পৈতা নিয়ে ঘুরুন।'

এদিন মহারাজার মূর্তি কাণ্ড নিয়েও সরব হয়েছেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'মঞ্চে জেলা সভাপতি তথা পুরসভার কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক, ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ সহ পুরসভার অনেক কাউন্সিলার রয়েছেন। দুই মাস হল ভূমিপুজোর। ভিত হল। এখনও পর্যন্ত রাজার মূর্তি ওখানে কেন বসানো হল না?' তাঁর সংযোজন, 'আমি রাজার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু আমি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, কোচবিহারে সাগরদিঘির পাড়ে তাঁর দপ্তরের সামনে রাজার মূর্তি বসানো নিয়ে রবি-পার্থ উদয়নকে যেভাবে বেকায়দায় ফেলেছিলেন, তানিয়ে এখনও ক্ষুব্ধ উদয়ন। এদিন সেই রাগেরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।

বৃষ্টি বাড়বে ছয় জেলায়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : আকাশে নজর উত্তরের। মেঘ যত ঘনাচ্ছে, ততই যেন বাঙালির মন ভীত হয়ে উঠছে। পুজোয় বৃষ্টি হবে না তো, এখন এটাই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলায়। আবহাওয়া দপ্তরের 'নীরবতায়' সংশয়ী বাঙালি বুঝে উঠতে পারছে না, শেষপর্যন্ত কী হবে! দুর্গাপুজো নিয়ে এখনই নির্দিষ্ট নিশ্চয়তা দিতে না পারলেও, বর্ষার বিদায়ের যে দেরি আছে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাওয়া অফিস। যা আরও ভয় ধরাচ্ছে উৎসব প্রিয় বাঙালির। আগামীর পূর্বাভাসে পরিষ্কার, জলে ভাসবে বিশ্বকর্মাপুজো। যে কারণে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের বাইরে উত্তরের ছয় জেলার ক্ষেত্রেই বুধবারের জন্য জারি হয়েছে কমলা সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাতেই এমন সতর্কতা। মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তার পাশাপাশি পূর্ব বিহার থেকে পূর্ব ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত একটি ঘূর্ণাবর্ত থাকায় এমন পরিস্থিতি বলে বক্তব্য আবহবিদদের। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগানের জন্য এই অঞ্চলে এখন নিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি পরিস্থিতি আরও কয়েকদিন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কারও বিশ্বাস, এখন যেভাবে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে পুজোর দিনগুলি মোটামুটি শুষ্ক থাকবে। নিজের মনকে অভয় দিতে তাঁরা বলছেন, 'স্টক তো শেষ হবেই'। গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বিড়ম্বনায় পড়া অনেকেই আবার মনে করেন, 'আপাতত কয়েকদিন বৃষ্টি বিরতি প্রয়োজন। পরেরটা পরে বুঝে নেওয়া যাবে। এখন প্রাকপুজোর কাজগুলি তো নির্বিঘ্নে শেষ হোক।' সত্যিই তো, নাছোড় বৃষ্টি যদি যখন তখন হয়, তখন কে না আর বিরক্ত হয়। বিকেলের আকাশে ভরসা রেখে সন্ধ্যায় বের হতে যাওয়ার সময় হঠাৎই কোনওদিন বৃষ্টি নামছে, কোনওদিন আবার আকাশ ছেয়ে মেঘ থাকলেও, বৃষ্টি নামতে নামতে মধ্যরাত হচ্ছে। সন্ধ্যা-রাত নষ্ট হচ্ছে ঘরে বসে। বৃষ্টির এমন খামখেয়ালিপনায় যারপরনাই বিরক্ত মালদা থেকে কালিম্পং, দার্জিলিং থেকে কোচবিহার, উত্তরবঙ্গের আট জেলা। আর এমন পরিস্থিতির জন্য পুজোর আবহাওয়া নিয়ে সংশয় বাড়ছে। সাধারণত উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেয় ১০ অক্টোবর। তার মধ্যে এবার পুজো সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। যে কারণে বৃষ্টির সম্ভাবনা

জারি কমলা সতর্কতা

বেশি জোরালো হচ্ছে আমজনতার মনে। তবে বৃষ্টি হবে অথবা উৎসবে আবহাওয়া মনোরম থাকবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে আরও কয়েকদিন অপেক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহবিদরা।

অন্যদিকে, বর্তমান আকাশের যা মতিগতি, তাতে বুধবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিনও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আগামী রবিবার থেকে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ বৃষ্টি শেষে মহালয়ার দিনটি ভালো পেতে পারে উত্তরবঙ্গ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে মঙ্গলবার মালদার বাইরে উত্তরবঙ্গের কোথাও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অতিক্রম করেনি। কোচবিহার, শিলিগুড়ি তো ছিল ২৭-এর ঘরে।

বিসর্জনের বেদনা

প্রথম পাতার পর

তাঁদের পিসতুতো ভাই সঞ্জয় দাসও সেই দুর্ঘটনার বলি। অমিতদের বাড়ির পাশেই তাঁর বাড়ি। এদিন দুপুরে অমিতদের বাড়িতে গিয়ে প্রবল শোকের ছবি চোখে পড়ল। সেখানে মৃত তিন ভাইয়ের স্ত্রী, তাঁদের বাবা-মা, নিকটাত্মীয়রা বুক চাপড়ে কাঁদছিলেন। কীভাবে সবকিছু শেষ হয়ে গেল, তা ভেবেই পাচ্ছেন না কেউ। প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসে তাঁদের সামলে রাখার চেষ্টা করছিলেন।

সবে তিন মাস আগে পার্থর বিয়ে হয়েছে। তাঁর স্ত্রী মধুমিতার কথায়, 'সংসার বুঝে ওঠার আগেই আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। জানি না ওকে ছাড়া কী করে বাঁচব!'

ওদের প্রতিবেশী মিনু বর্মন অমিত, পার্থ, সঞ্জয়দের ছোটবেলা থেকে দেখছেন। চোখ মুছতে মুছতে এদিন তিনি বলেন, 'অনেক কষ্ট করে ওরা বড় হয়েছে। এখন উপার্জন করে সংসার চালাচ্ছিল। তার মধ্যেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।' বিমল বর্মন, লক্ষ্মণ বর্মনের মতো প্রতিবেশীরাও গভীর বেদনা প্রকাশ করেন। সেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চারজনের। চতুর্থজন ধনঞ্জয়ের বাড়ি ইন্দিরারপাড় গ্রামে। স্ত্রী, দশ মাসের মেয়ে ও মাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। ধনঞ্জয় দেওয়ানহাটের বিভিন্ন বাড়িতে পানীয় জল সরবরাহের কাজ করতেন। তার পাশাপাশি গাড়িও চালাতেন। সোমবার তাঁর স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আর ধনঞ্জয়ের মা কৃষ্ণা বর্মন রাতে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে আয়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এর মধ্যেই অমিতদের সঙ্গে গিয়ে ধনঞ্জয়ও দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। এদিন তাঁর স্ত্রী ও মা ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছিলেন। তার মধ্যেই কৃষ্ণা বলেন, 'সোমবার অত রাতে ওরা আমার ছেলেকে ডেকে নিয়ে যায়। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা আমরা বুঝতে পারছি না। পুলিশ তদন্ত করে প্রকৃত রহস্য খুঁজে বের করুক।' ধনঞ্জয়ের প্রতিবেশী দুলাল বর্মনের কথায়, 'অভাবের সঙ্গে অনেক লড়াই করে ওরা সুখের নাগাল পেয়েছিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সবকিছু। আমরা এখনও এটা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

রাতে ঘুরতে বেরিয়ে বিপত্তি

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেও মৌমিতা একেক সময় একেকরকম বয়ান দিয়েছেন। বন্ধ গাড়ি থেকে তাঁকে কীভাবে উদ্ধার করা হল? সেই প্রশ্নের উত্তরে একবার মৌমিতা বলছেন, 'আমি কীভাবে রক্ষা পেলাম, কে আমাকে উদ্ধার করল, নিজেও জানি না। হঠাৎ দেখি কচুরিপানা আঁকড়ে জলের মধ্যে পড়ে রয়েছি। ডুবেই যাচ্ছিলাম। একজন লোক এসে আমাকে টেনে তোলে। তারপর আমি আশপাশের লোকজনকে ডেকে আনি।'

আবার মৌমিতা এও বলেছেন, 'অনেক দ্রুতগতিতে গাড়ি চলছিল। জলে গাড়িটি পড়ে যায়। আমি সিট বেল্ট পরেছিলাম। দেখলাম গাড়ির একদিকটা ফাঁকা। সেখান দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি।'

স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা থেকে মৌমিতার রক্ষা পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। মৃতদের আত্মীয় সুমিত দাস বলেছেন, 'রাতে মৌমিতাই আমাদের দুর্ঘটনার খবর দেয়। এরকম ঘটনা ঘটে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।' দেওয়ানহাটের প্রধান কাকলি বর্মন দাসও ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

রাস্তার পাশে নয়ানজুলি বা পুকুর থাকলেও গার্ডরেল না থাকায় মাঝেমধ্যেই এধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। নয়ানজুলি বা পুকুরে গাড়ি ডুবে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা কোচবিহারে এই প্রথম নয়। এর আগে গত বছর ১৫ ডিসেম্বর রাতে কোচবিহার-২ ব্লকের কালজানি কুড়ারপাড় এলাকায় বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাড়ি রাস্তার পাশের পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। দুই শিশু ও তাদের মা-বাবা, অর্থাৎ একই পরিবারের চারজনের সলিলসমাধি হয়েছিল। ২০১৮ সালে কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুরের টোপামারিতে একইরকমের দুর্ঘটনায় সাতজনের মৃত্যু হয়। ২০১৭ সালে দেওয়ানহাটে নয়ানজুলিতে গাড়ি পড়ে গিয়ে একাধিক মানুষ আহত হন। পথ সুরক্ষা বাড়াতে রাস্তার পাশে গার্ডরেল বসানোর দাবি উঠেছে। সেইসঙ্গে রাতেরবেলা রাস্তায় নজরদারি বাড়ানোর দাবিও উঠেছে।

শারদীয়ার আনন্দে।। *হাতে কাশফুল নিয়ে উৎসবের মেজাজে ওরা। নদিয়ায় মঙ্গলবার। -পিটিআই*

মোদি ফিরতেই অ্যাকশন

প্রথম পাতার পর

চিকেন নেক সংলগ্ন এলাকায় প্রযুক্তি পরিকাঠামো তৈরির সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গেও ওই সময় আলোচনা ও পরিকল্পনা করবেন সেনাকর্তারা। স্বদেশি প্রযুক্তি ও কাঠামোর মাধ্যমে কীভাবে চিকেন নেকের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করা যায় সেই সংক্রান্ত প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে ইস্ট টেক-২০২৫'এ।

বায়ুসেনা সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহেই শিলংয়ে বায়ুসেনার ইস্টার্ন কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে স্থলবাহিনীর পদস্থ কর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। সেখানে চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ পর্যালোচনা করা হবে। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন সেনাছাউনিতে থাকা হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রনগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা করে দিল্লিতে রিপোর্ট পাঠাবে বায়ুসেনা।

উত্তর-পূর্ব ভারতে জঙ্গি দমনে সেনাবাহিনী যে আরও সক্রিয় হবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় তার আভাস মিলেছে। ইতিমধ্যেই সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে পূর্ব ইম্ফল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ন্যাশনাল রেভলিউশনারি ফ্রন্ট অফ মণিপুর (এলএফআরএম)-এর তিন জঙ্গিকে। কংরা মারু হিল এলাকা থেকে ওই জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইনসাস রাইফেল, পিস্তল, গুলি সহ বোমা তৈরির সরঞ্জাম। পশ্চিম ইম্ফল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রঞ্জিত সিং নামে কেওয়াইকেএল গ্রুপের এক জঙ্গিকে। তার কাছ থেকেও প্রচুর অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। কিডন্যাপ, টাকা জোগাড় করার দায়িত্বে ছিল রঞ্জিত। ওই জঙ্গির সঙ্গে খালিস্তান জঙ্গিদের যোগাযোগ থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা। দেশের বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে লিংকম্যান হিসাবে রঞ্জিত কাজ করতে পারে বলেও অনুমান তাঁদের। গত ২৪ ঘণ্টায় জিরিবাম এলাকায় অভিযান চালিয়েও প্রচুর অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস। সবমিলিয়ে মণিপুরে তেড়েফুঁড়ে নামতে চাইছেন সেনা জওয়ানরা।

ক্লাস শিকেয় তুলে স্কুলে শিবির

প্রথম পাতার পর

ওই স্কুল দুটি মাথাভাঙ্গা ৩ নম্বর সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মতিউর রহমানের প্রতিক্রিয়া, স্কুল খোলা ছিল। কেন পড়ুয়ারা আসেনি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকেও ২ অগাস্ট থেকে সরকারি এই শিবির শুরু হয়েছে। চলবে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। দুর্গোৎসবের জন্য মাঝে কয়েকদিনের ছুটি রয়েছে। বুথ স্তরের সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির দ্রুত সমাধান করাই শিবিরের উদ্দেশ্য। তৃণমূল স্তরে দ্রুত উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার বুথপ্রতি ১০ লক্ষ টাকা খরচের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। কিন্তু স্কুলের ক্লাস শিকেয় তুলে শিবির বসানো নিয়েই বিতর্ক উঠছে। বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন আগে শীতলকুচির বিধায়ক বিজেপির বরেনচন্দ্র বর্মন আগেই বলেছিলেন, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির আইওয়াশ মাত্র। আসলে বাংলার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করাই সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। এদিন অবশ্য তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

সরকারি ওই শিবির নিয়ে সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রসেনজিৎ সরকারের কটাক্ষ, 'বর্তমান সরকারের আমলে স্কুল উঠে যাচ্ছে, মদের দোকান বাড়ছে। শিবিরের নামে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ থাকলে তাই সরকারের কিছু যায় আসে না।'

মিলল জল

ফালাকাটা, ১৬ সেপ্টেম্বর : দু'দিন বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক হল ফালাকাটা শহরের পানীয় জল পরিষেবা। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের গোলযোগের জন্য গত রবিবার ও সোমবার পানীয় জল পাননি বাসিন্দারা। প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পিএইচই দপ্তর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক হয়েছে ট্রান্সফর্মার। বিদ্যুৎ দপ্তরের দাবি, ট্রান্সফর্মার যে বিকল হয়েছে তা নাকি তারা আগে থেকে জানত না।

হাতির স্নান দেখার সুযোগ

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প থেকে মূর্তি নদীতে কুনকি হাতির স্নানের দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। তুলতে পারবেন ছবিও। শুধু ক্যাম্পের কটেজে থাকা পর্যটকরাই নন, ডে ভিজিট করতে আসা পর্যটকরাও সেই সুযোগ পাবেন। মাথাপিছু খরচ পড়বে ১৫০ টাকা। প্রতিদিন ২০ জন পর্যটককে এই সুযোগ দেওয়া হবে।

উত্তরবঙ্গে একমাত্র ধূপঝোরাতেই কুনকি হাতিদের স্নান করানোর সময় পর্যটকদের উপস্থিতির অনুমোদন রয়েছে। বাম জমানা থেকে এই জায়গাতেই পর্যটকদের সুযোগ দেওয়া হত হাতিদের স্নান করানোর। হাতির গায়ে মাখানো যেত সাবান, করা যেত জলকেলি। কিন্তু জলদাপাড়া ও গরুমারায় মাহুতের উপর কুনকির আক্রমণের ঘটনার পর বন দপ্তর নড়েচড়ে বসে। কোভিড পরিস্থিতির আগেই হাতিকে স্নান করানোর সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল বন দপ্তর। তবে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে শুধু স্নান করানো দেখা যাবে।

গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানান, ধূপঝোরা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকে হাতির স্নানের দৃশ্য পর্যটকদের উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

গুন্ডামি বনাম প্যাকেট

প্রথম পাতার পর

তিনি যখন উত্তরবঙ্গের উত্তরপ্রান্ত কোচবিহারে দাঁড়িয়ে ভোটে জিততে গুন্ডামির হুমকি দিলেন, তখন দক্ষিণপ্রান্তের দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে ভোটের পর দেখে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী।

তৃণমূল ও বিজেপির দুই মন্ত্রীর এই দ্বৈরথ যেন ২০২৬-এর নির্বাচনে হিংসার বার্তা জানিয়ে দিয়ে গেল। কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে মঙ্গলবার তৃণমূলের জেলা কমিটির বর্ধিত সভায় শুধু উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নন, নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করতে হয়, তা করার নিদান দেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াও। তিনি বলেন, 'বুথকে সুরক্ষিত রেখে নির্বাচনে জেতার জন্য যা যা করার, করতে হবে। এর জন্য যদি আমাকে, উদয়নকে বিরোধীরা গুন্ডা বলেন, তাতে কোনও অসুবিধা নেই।'

অন্যদিকে, বংশীহারীতে বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা আমাদের কর্মীর গায়ে হাত তুলেছেন, তাঁদের ব্যবস্থা হবে। কীভাবে হবে, কবে এবং কোথায় হবে- তার সময়কাল দিন আমরা ঠিক করে ব্যবস্থা করব। তাতে আমাদের উপর যা মামলা হবে, তা দেখার দায়িত্ব আমার। আমি হাইকোর্ট থেকে আমার পয়সায় উকিল দিয়ে জামিনের ব্যবস্থা করব। লড়াই করতে হবে। মার খাবেন না। মার খাওয়ার দিন শেষ।'

দুই প্রতিপক্ষের দুই মন্ত্রী ও এক সাংসদের এমন নিদানে মনে করা হচ্ছে, ভোটে দলীয় কর্মীদের হিংসার আশ্রয় নেওয়ার ইঙ্গিতই দেওয়া হল মন্ত্রীদের ভাষণে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী অবশ্য শুধু গুন্ডামির হুমকিতেই থামেননি। তাঁর সংযোজন, 'আগেও বলেছি, এখনও বলছি, দুটো রাস্তা থাকবে। যদি হোমিওপ্যাথি বড়ি দিয়ে কাজ হয়, তাহলে হোমিওপ্যাথি করি। আর যদি মনে করি হোমিওপ্যাথি বড়ি দিয়ে কাজ হচ্ছে না, তাহলে একেবারে অপারেশন টেবিলে নিয়ে গিয়ে অপারেশন। মাঝখানে আর কোনও কিছু নাই।'

যদিও পরে উদয়ন ব্যাখ্যা দেন, 'গুন্ডামি বলতে মারপিট বা সেসব বলতে চাওয়া হয়নি। গুন্ডামি বলতে নির্বাচনে জেতার জন্য কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে।' অন্যদিকে সুকান্তর আস্ফালনের জবাবে তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের বক্তব্য, 'বলার কিছু নাই, কে কাকে প্যাকেট করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেয় বিধানসভা ভোটে দেখা যাবে।'

সুভাষের কথায়, 'বিজেপি আগে ভাবুক যে বিরোধী দলের মর্যাদা হারাবে তারা। সুকান্তবাবুকে এবার পেছনে ফেলতে পারব। আমাদের মারপিটের হুমকি ও ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।' দু'সপ্তাহ আগে একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়কে দেখতে গিয়ে বংশীহারীতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে এসব ভাষণ দেন।

(তথ্য সহায়তা : গৌরহরি দাস, অনুপ মণ্ডল ও রাজু হালদার)

উমার কাছে বিচার চায়

প্রথম পাতার পর

অন্য বছর পুজো আসার আগে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পোশাকের তালিকা তৈরি করে রাখতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‌্যাগিংয়ে নিহত পড়ুয়া। পুজোয় তিনি বাড়িতে গেলে শোরগোল পড়ে যেত। এখন রং চটে যাওয়া বাড়ির দেওয়ালের মতো সেই স্মৃতিগুলি আছে বটে, তবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে।

২০২৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দু'দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ওই বাড়ির বাসিন্দা পড়ুয়ার। তাঁর বাবার গলায় প্রার্থনা, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, ওই অসুরগুলোর যাতে বিনাশ হয়। পুজো এলে ছেলেটা কত খুশি হত। ভাইয়ের সঙ্গে পছন্দ করে জামাকাপড় কিনত। ওর মা এখন আর কথা বলে না। ওর ভাইও আর নতুন পোশাকের জন্য আবদার করে না।'

সন্তানের কাঁধে চেপে বাবা-মায়ের শেষ বিদায় স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানের শব কাঁধে নেওয়ার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার সাক্ষী পাটুলির বিতান অধিকারীর পরিবার। চলতি বছরের এপ্রিলে পহলগামে জঙ্গি হামলায় স্ত্রী-সন্তানের সামনে মৃত্যু হয়েছিল বিতানের। কান্না জড়ানো গলায় তাঁর মা বলেন, 'আমার সন্তান যেখানেই থাকুক, ভালো থাকুক। ও যেন শান্তি পায়।'

বিতানের পরিবার অভিযোগের আঙুল তুলেছিল তাঁর স্ত্রী সোহিনী অধিকারীর দিকে। কেমন আছেন তিনি? বিতানের ভায়রাভাই কীর্তি ফার্মার বলেন, 'সোহিনী এখনও কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। ছোট সন্তানকে নিয়ে কোনওভাবে দিন কাটাচ্ছে। ওর কাছে উৎসব বলে আর কিছু নেই। বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানেও আর যোগ দেয় না।'

পহলগামের হামলায় মৃত্যু হয়েছিল বেহালার সমীর গুহরও। তাঁর স্ত্রী শবরী গুহর জীবনটাই যেন অর্থহীন হয়ে উঠেছে। হতাশার সুরে শবরী বলেন, 'এত বছরের বৈবাহিক জীবনে পুজোয় অনেক সুমধুর স্মৃতি। মেয়েকে নিয়ে কত আনন্দ করত। মেয়ে এখন কলেজে পড়ছে। পুজো আসছে। কিন্তু আমাদের পরিবারে সেই উচ্ছ্বাসটাই আর নেই।'

শারদীয়ার আগমনে জাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ আর থাকে না। পহলগামে নিহত জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারও পুজোর আনন্দে শামিল হত। তাঁর কাকা সানাউল্লা শেখ বলেন, 'পুজোর সময় ঝন্টু বাড়ি ফিরলে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনে দিত। পুজোয় নিয়ে বেরোত। এবছর আর কিছুই হবে না।'

যুবরাজ, উথাপ্পাকেও ইডির সমন

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হরভজন সিং, শিখর ধাওয়ান, সুরেশ রায়নার পর এবার ইডির নজরে যুবরাজ সিং, রবিন উথাপ্পাও। নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে বিশ্বজয়ী দুই ক্রিকেটারকে সমন ধরাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট

নিষিদ্ধ বেটিং অ্যাপ

(ইডি)। যুবরাজ-উথাপ্পার সঙ্গে এদিন সমন পাঠানো হয়েছে বলিউড তারকা সোনু সুদকেও।

ইডি সূত্রের খবর অনুযায়ী, বেটিং প্ল্যাটফর্মের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নিজেদের বক্তব্য রেকর্ড করতে বলা হয়েছে যুবরাজ ও উথাপ্পাকে। নির্দেশমাফিক ২৩ সেপ্টেম্বর নিজের বক্তব্য ইডির সামনে জানাবেন যুবরাজ। তার আগের দিন ইডি দপ্তরে দেখা করবেন উথাপ্পা। ইতিমধ্যেই গত জুনে ইডি দপ্তরে দেখা করেছিলেন যুবরাজ। বেটিং অ্যাপ কাণ্ডে ফের তলব।

পাকিস্তানের সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটে নয়া সংকট

ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে পিসিবি-র দাবি খারিজ

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভাঙব তবু মচকাব না!

হ্যান্ডশেক বিতর্কে মুখ বাঁচাতে সেই পথই বেছে নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গতকাল হুমকি দিয়েছিল ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে এশিয়া কাপ থেকে না সরালে টুর্নামেন্ট বয়কটের পথে হাঁটবে তারা। যদিও আইসিসি-র তরফে সেই দাবি খারিজ করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে বিতর্কে নতুন করে ঘি ঢালল পাকিস্তান।

সুপার ফোরে পৌঁছোতে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের 'ডু অর ডাই' ম্যাচ। জিততে হবে পরিস্থিতি। ম্যাচ বয়কট মানে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়া। আমিরশাহি পৌঁছে যাবে পরবর্তী পর্বে। এহেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলন বয়কটের সিদ্ধান্তে টুর্নামেন্ট ঘিরে সিঁদুরে মেঘ। উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কটের আশঙ্কাও।

আইসিসি-র কাছে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানায় পাকিস্তান। দাবি, টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করার কথা পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘাকে নাকি পাইক্রফটই বলেছেন। যা আইসিসি, এমসিসির নিয়মবিরুদ্ধ। অবিলম্বে ম্যাচ রেফারিকে ছাঁটাই করতে হবে। সঙ্গে টুর্নামেন্ট বয়কটের প্রচ্ছন্ন হুমকিও। যদিও জয় শা-র আইসিসি পত্রপাঠ যে দাবি খারিজ করে দিয়েছে। আইসিসি-র এক আধিকারিক জানান, হ্যান্ডশেক বিতর্কে পাইক্রফটের কোনও ভূমিকা নেই। ছাঁটাইয়ের প্রশ্ন নেই।

হুমকি থাকলেও বয়কটের পথে হাঁটা সম্ভব নয় মহসিন নকভিদের। টুর্নামেন্ট থেকে প্রাপ্য ১৪০ কোটি টাকা হাতছাড়ার পাশাপাশি থাকবে আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কাও। আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাক বোর্ডের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব

- ম্যাচ বয়কট করলে এশিয়া কাপ খেলার সুবাদে প্রাপ্য ১৪০ কোটি টাকা হাতছাড়া হবে।
- থাকছে আইসিসি-র নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা।
- আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত পাক বোর্ডের পক্ষে যে ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়।
- হ্যান্ডশেক বিতর্কে রশিদ লতিফের অভিযোগ, অযথা ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে জলঘোলা করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই ধরনের অভিযোগ করতে যে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ জরুরি, তা নেই।

নয়। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পিসিবি-র এক আধিকারিক বলেছেন, 'এশিয়া কাপ বয়কটের সম্ভাবনা কার্যত নেই। কারণ বয়কট করলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে, পাক বোর্ডের পক্ষে তা সামলানো সহজ নয়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় বিভিন্ন স্টেডিয়ামের সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই বিশাল অর্থ ব্যয় করে বসে আছে। এরপর আইসিসি-র শাস্তি বা নতুন আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব পিসিবি-র।'

ভারত জোড়া জয়ের সুবাদে ইতিমধ্যে সুপার ফোরে জায়গা করে নিয়েছে। পাকিস্তান বুধবার আমিরশাহিকে হারালে শেষ চারে জায়গা করে নেবে। সেক্ষেত্রে রবিবার ফের ভারত-পাক মহারণের হাতছানি। সমালোচকদের দাবি, বাইশ গজে আরও বড় লজ্জা এড়াতেই নাকি বয়কটের নাটক করছে পাকিস্তান! তবে পাকিস্তান দলের মতো পাক বোর্ডও আনপ্রেডিক্টেবল। কখন কী করবে, বলা মুশকিল। বল আপাতত পিসিবি-র কোর্টে। টুর্নামেন্ট বয়কটের মতো সাহস আদৌ পাকিস্তান দেখাতে পারে কি না, উত্তর সময়ের হাতে।

এদিকে রশিদ লতিফ আবার হ্যান্ডশেক বিতর্কে পিসিবি-কে একহাত নিয়েছেন। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের যুক্তি, যে বিষয় নিয়ে সরব হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানের, তার বদলে ম্যাচ রেফারিকে নিয়ে অযথা জলঘোলা করা হচ্ছে। এই ধরনের অভিযোগ করতে হলে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ জরুরি। কিন্তু তা নেই। তুলনায় ক্রিকেট ম্যাচ ঘিরে সেনাবাহিনী নিয়ে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত ছিল।

অন্যদিকে সলমনদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রাক্তন পাক পেসার মহম্মদ আমির। সমালোচকদের একহাত নিয়ে আমিরের যুক্তি, নতুন দল। বেশিরভাগ ক্রিকেটার সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেছেন। পাঁচ-ছয় বছর ধরে যে খেলছেন, এমন নয়। অথচ, অনেকে তা বুঝতে চেষ্টা করেন না। অপেক্ষায় থাকেন হারলেই সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত করার জন্য।

ইচ্ছাকৃত ভুলে সূর্যকে 'গালি' ইউসুফের

বিষাক্ত, ধর্মের তাস খেলে মোদি সরকার : আফ্রিদি

লাহোর, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাকিস্তান রবিবাসরীয় দ্বৈরথ ঘিরে দুই দেশের মধ্যে বিতর্ক তুঙ্গে। ম্যাচের ফলাফল পিছনে ফেলে তুফান তুলছে হ্যান্ডশেক বিতর্ক। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সুরে সুর মিলিয়ে সেদেশের প্রাক্তনরাও গোলাগুলি চালাচ্ছেন ওয়াঘার ওপার থেকে। ক্রিকেট ঘিরে চাপানউতোরের মধ্যেই শাহিদ আফ্রিদির নিশানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বর্তমান ভারত সরকার।

পাকিস্তানের প্রাক্তন অলরাউন্ডারের দাবি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত নেতিবাচক, বিষাক্ত মানসিকতার। ভারতের বর্তমান শাসকদল সবসময় ধর্মের তাস খেলে। ওই ভাবেই ক্ষমতায় টিকে আছে। যতদিন মোদি সরকার ভারতে ক্ষমতায় থাকবে, এই সবই চলতে থাকবে। তুলনায় রাহুল গান্ধি অনেক বেশি ইতিবাচক মানসিকতার। আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

পাকিস্তানের এক চ্যানেলে আফ্রিদি বলেছেন, 'আগেও বারবার বলেছি। আবারও বলছি, ভারতের বর্তমান সরকার সবসময় ধর্মের তাস খেলে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদের কার্ড খেলে ক্ষমতায় এসেছে। অত্যন্ত বিষাক্ত মানসিকতা। এর পাশে রাহুল গান্ধি অনেক বেশি ইতিবাচক। আলোচনায় বিশ্বাসী। সবার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারেন। কথা বলে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা রাখেন।'

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যকুমার যাদবকে কাঠগড়ায় তুলতে আবার রাজি নন আফ্রিদি। তাঁর মতে, ভারতীয় বোর্ডের হয়তো নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছেন সূর্যরা। টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারী অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলনের সময় সলমন আলি আঘা এবং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সূর্য। তাই ম্যাচে হ্যান্ডশেক না করার মধ্যে অন্যরকম গল্প রয়েছে।

আফ্রিদির অভিযোগ, 'টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণার পর থেকে পাকিস্তান

> টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণার পর থেকে পাকিস্তান ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠছিল ভারতে। হয়তো সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় বোর্ডের এইরকম নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছে সূর্যরা। ঘটনা যাই হোক, এটা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতা। -শাহিদ আফ্রিদি

ম্যাচ বয়কটের দাবি উঠছিল ভারতে। হয়তো সেই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এইরকম নির্দেশ ছিল। যা মানতে বাধ্য হয়েছে সূর্যরা। ঘটনা যাই হোক, এটা অখেলোয়াড়োচিত মানসিকতা। ক্রিকেটাররা দেশের দূত। তাদের এরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে না ফেলা উচিত। আমি অন্তত কোনও ভারতীয় ক্রিকেটারকে দোষ দিতে রাজি নই।'

আফ্রিদি যখন ক্লিনচিট দিচ্ছেন, তখন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ মহম্মদ ইউসুফের আক্রমণের মুখে সূর্যকুমার যাদব। টিভি শো-এ প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বারবার সূর্যকে 'শুয়োর' বলে বিদ্রুপ করেছেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বারবার সংশোধন করে ভারত অধিনায়কের নাম 'সূর্য' বলে মনে করিয়ে দিলেও সংশোধন করেননি ইউসুফ। সূর্যকুমারকে কখনও 'শুয়োর কুমার', কখনও 'শুয়ার কুমার যাদব' বলে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি করেন, ভারত নাকি আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারিকে কিনে নিয়ে পাকিস্তানের ওপর মানসিক 'অত্যাচার' চালিয়েছে। যেভাবে জিতেছে, যা করেছে, তাতে ভারতের লজ্জা হওয়া উচিত।

ফের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে মান্ধানা

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে মহিলাদের ওডিআই ব্যাটারদের শীর্ষস্থানে ফিরলেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা।

গত রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৬৩ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেছিলেন মান্ধানা। তারই পুরস্কার পেলেন এই তারকা ব্যাটার। ৭৩৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের ন্যাট স্কিভার-ব্রান্টকে টপকে শীর্ষস্থান দখল করলেন মান্ধানা।

গত জুলাই মাসেও আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ছিলেন মান্ধানা। কিন্তু তাঁকে টপকে যান ব্রান্ট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি করে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন ভারতের এই বাঁহাতি তারকা। চলতি মাসের শেষেই দেশের মাটিতে শুরু হচ্ছে টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে মান্ধানার এই পারফরমেন্স ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে।

তবে মান্ধানা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি করলেও অবনতি হয়েছে হরমনপ্রীত কাউর ও জেমিমা রডরিগেজের। হরমনপ্রীত একধাপ নেমে দ্বাদশ স্থানে এবং জেমিমা দুই ধাপ নেমে পঞ্চদশ স্থানে রয়েছেন। বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ র‍্যাংকিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে সাঁইত্রিশতম স্থানে রয়েছেন।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে তোপ সানির

মুম্বই, পাঞ্জাবও হারাবে পাকিস্তানকে : ইরফান

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের 'বি' টিমও হারাবে।

রবিবারের ম্যাচের আগে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের একাংশ হুংকার ছেড়েছিলেন। সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেডের হাতে লজ্জার হারে পাকিস্তান প্রমাণ করেছে, কিছু ভুল বলেননি প্রাক্তন ভারতীয় তারকারা। এবার এক ধাপ এগিয়ে সলমন আঘার পাক ব্রিগেডকে নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ইরফান পাঠানের। দাবি, মুম্বই, পাঞ্জাবের মতো ভারতের আঞ্চলিক দলগুলির কাছেও হারবে পাকিস্তান!

রবিবার দুবাইয়ের মহারণে প্রথমে ব্যাটিং করে ১২৭/৯ স্কোরে আটকে যায় পাকিস্তান। জবাবে ১৬ ওভারের মধ্যে মাত্র তিন উইকেট খুইয়ে জয় সুনিশ্চিত করে নেয় ভারত। হ্যান্ডশেক বিতর্কে বাইশ গজে ভারতের দাপটের যে কাহিনী ঢাকা পড়ে গিয়েছে অনেকটা। পাকিস্তানের এশিয়া কাপ বয়কট, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ছাঁটাইয়ের দাবি ঘিরে তুলকালাম ক্রিকেট মহল।

তার মাঝেই ইরফান তুলোধোনা করলেন পাকিস্তান দলকে নিয়ে। দাবি করেন, 'যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের ঘরোয়া দলগুলিও কি হারাতে পারবে পাকিস্তানকে? আমার উত্তর হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত মুম্বই হারাবে ওদের। পাঞ্জাবও হারাতে পারে। আইপিএলের একাধিক দলও পাকিস্তানকে হারানোর ক্ষমতা রাখে।'

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের কথায়, টসের পর প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া থেকে টিম কম্বিনেশন, ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত পাকিস্তান আগাগোড়া ব্যাকফুটে, ভুলের পাহাড়ে চাপা পড়েছে। পেসার সংখ্যা কমিয়ে অতিরিক্ত স্পিন নির্ভর বোলিং আক্রমণ নামিয়েছিল। কিন্তু সেই পাক-চাল ধোপে টেকেনি। কোনও তফাত গড়তে পারেননি পাক স্পিনাররা। বিন্দুমাত্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেননি। এরপরই তীর্যক মন্তব্য, এর চেয়ে নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললে ভালো অনুশীলন হত সূর্যদের!

হ্যান্ডশেক বিতর্ককে অজুহাত করে পাকিস্তান অধিনায়কের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে তোপ দাগলেন সুনীল গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, হার নিয়ে সলমন আঘার 'অজুহাত' শুনতে কে চায়? তার চেয়ে জয়ী অধিনায়ক (সূর্যকুমার যাদব) কী বলেন, সেটা নিয়েই অনেক বেশি উৎসাহ থাকে। তাই সলমনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে থাকা, না-থাকার মধ্যে কোনও তফাত নেই।

হ্যান্ডশেক বিতর্কে সূর্যদের পাশেও দাঁড়ালেন গাভাসকার। কিংবদন্তির মতে, কে হাত মেলাবে, কে মেলাবে না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। মাঠে কী হয়েছে, কেন এরকম পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় দল, তিনি অবহিত নন। তবে এই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিষয়টি নির্ভর করে ক্রিকেটারদের ওপর। হ্যান্ডশেক করতেই হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

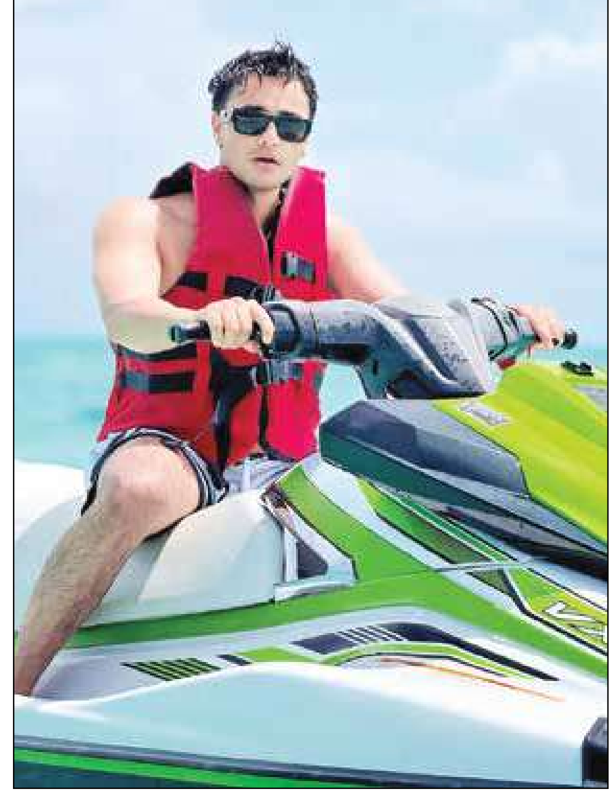

পাকিস্তান ম্যাচ জিতে ফুরফুরে মেজাজে সমুদ্রে স্পিডবোট চালালেন অভিষেক শর্মা।

মালদ্বীপকে ছয় গোল ভারতের

কলম্বো, ১৬ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৭ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে বড় জয় ভারতের। তারা মালদ্বীপকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে। গাংতে জোড়া গোল করেন। বাকি গোলগুলি করেন আজিম পারভেজ, হৃষিকেশ মানাভাতি, কামগৌহাউ ডংগেল ও গুনলেইবা। ভারতের পরবর্তী ম্যাচ ভুটানের বিরুদ্ধে।

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : জিসিএ রিলায়েন্স অনূর্ধ্ব-১৯ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। গুজরাটের বিরুদ্ধে তিনদিনের ম্যাচের আজ ছিল শেষ দিন। প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার পাশে ক্রিকেটের সব বিভাগে বিপক্ষ গুজরাটকে টেক্কা দিয়ে খেতাব জিতে নিল অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল। প্রাক মরশুম প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে একদিকে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল যেমন দারুণভাবে তাদের প্রস্তুতি শেষ করল। তেমনই খেতাব জিতে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার মূল্যও পেল টিম বাংলা। কোচ সৌরাশিস লাহিড়ির কোচিংয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বাংলা দল দারুণভাবে এগিয়ে চলেছে।

অভিষেকের ৮২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : রনজি অভিযান শুরুর আগে আপাতত কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে প্রাক মরশুম অনুশীলন ম্যাচে ডুবে রয়েছে বাংলা দল। ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে চলতি অনুশীলন ম্যাচে আজ ব্যাট হাতে নজর কাড়লেন অভিষেক পোড়েল। অপরাজিত ৮২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেললেন তিনি। অভিষেকের ব্যাটে ভর দিয়ে বাংলার রান পৌঁছে যায় ২৫৫/৬ স্কোরে। অভিষেক ছাড়াও ব্যাট হাতে বাংলার হয়ে রান করেছেন কাজি জুনেইদ সইফি (৫৮), অনুষ্টুপ মজুমদার (৪৪) ও বিশাল ভাট্টি (২৩)।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে মহম্মদ সালাহ, আলেকজান্ডার ইশাকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ বায়ার্নের সামনে চেলসি

মিউনিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর : টানা তিন ম্যাচে জয়। যথারীতি বুন্দেশলিগায় নিজেদের দাপট দেখানো শুরু করেছে বায়ার্ন মিউনিখ।

বুধবার ভারতীয় সময় রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু করছে বায়ার্ন। প্রতিপক্ষ সদ্য ক্লাব বিশ্বকাপজয়ী চেলসি। ২০২৩ সালের পর ফের 'ব্লুজ' ব্রিগেড চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরত এসেছে। সুতরাং ম্যাচটা বেশ কঠিন হতে চলেছে বায়ার্নের কাছে। দলের ডিফেন্ডার জোনাথন তাহ বলেছেন, 'চেলসি দুর্দান্ত দল। ওরা সদ্য ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছে। দলে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে।'

বায়ার্নকে কিন্তু বাড়তি সমীহ করছে চেলসি। তাদের অধিনায়ক রিস জেমস বলেছেন, 'আমরা দুই মরশুম পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফিরে এসেছি। বায়ার্ন ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী দল। ম্যাচটা অত্যন্ত কঠিন হতে চলেছে।'

এদিকে, লিভারপুল খেলবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের প্রথম চার ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় আর্নে স্লটের ছেলেরা। তবে প্রতিপক্ষ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কিন্তু খুব একটা সুবিধার জায়গায় নেই। একে তো লা লিগায় ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে একাদশতম স্থানে রয়েছে। তার ওপর লিভারপুল ম্যাচের আগে চোট-আঘাত বাড়তি চিন্তায় ফেলেছে তাদের। আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজকে পাচ্ছে না অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। এছাড়াও থিয়াগো আলমাদা, হোসে জিমেনেজরা চোটের কবলে রয়েছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ মুখোমুখি হবে ইতালিয়ান ক্লাব আটলান্টার। চোট সারিয়ে এই ম্যাচে ফিরতে পারেন ওসমানে ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়ে। শুরুতেই সহজ প্রতিপক্ষকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে মরিয়া পিএসজি। কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স জেতার সেই খেতাব ধরে রাখা খুব কঠিন। তবে আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেতাব ধরে রাখার চেষ্টা করব। টানা দ্বিতীয়বার ইউরোপ সেরা হয়ে ইতিহাস গড়তে চাই।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

অলিম্পিয়াকোস বনাম পাফোস
স্লাভিয়া প্রাহা বনাম বোডো/গ্লিম্ট
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম চেলসি
লিভারপুল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম আটালান্টা
আয়াখস আমস্টারডাম বনাম ইন্টার মিলান
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

বাউন্সি পিচে চুটিয়ে অনুশীলন রোহিতের

বেঙ্গালুরু, ১৬ সেপ্টেম্বর : পিচে বাউন্স। আর সেই বাউন্সি পিচেই চলছে অনুশীলন।

দুবাইয়ে এশিয়া কাপে ডুবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আর বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছেন রোহিত শর্মা। আগামী অক্টোবরে ভারতীয় দলের সাদা বলের সিরিজ রয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি২০ ম্যাচের সিরিজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই সিরিজের মূল আকর্ষণ হতে চলেছেন রোহিত ও বিরাট কোহলি।

২০২৪ সালে কুড়ির বিশ্বকাপ জয়ের পর একসঙ্গে টি২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। মাসখানেক আগে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ডের আগে রোহিত-বিরাটরা টেস্ট থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রশ্ন এখন একটাই, একদিনের ক্রিকেটে আর কতদিন দেখা যাবে রো-বি জুটিকে? জবাব স্পষ্ট নয়। তবে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের অন্দরের খবর, অক্টোবরে স্যর ডনের দেশে আসন্ন একদিনের সিরিজের পরই বিরাট-রোহিত অবসর ঘোষণা করবেন। শেষ পর্যন্ত কী হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে অস্ট্রেলিয়ার মতো বাউন্সি পিচ বানিয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছেন হিটম্যান। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রোহিত বেশ ভালো ছন্দেই রয়েছেন। আগামী ৭-১০ দিন সেখানেই অনুশীলন চালিয়ে যাবেন তিনি। রোহিতের সঙ্গে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে অনুশীলন করছেন মুম্বইয়ের সরফরাজ খানও। রোহিত-সরফরাজের ছবি ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় একদিনের সিরিজে অভিযান শুরু করছে ভারতীয় দল।

অনুশীলনের ফাঁকে সরফরাজ খানকে পরামর্শ রোহিত শর্মার।

কনস্টাসের শতরান, হর্ষের ৩ শিকার

লখনউ, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রথম বেসরকারি টেস্টের প্রথম দিনের পর ভালো জায়গায় অস্ট্রেলিয়া 'এ'। বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনের পর অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৩৩৭/৫। সৌজন্যে ১৯ বছরের অজি ওপেনার স্যাম কনস্টাস। ১৪৪ বলে ১০৯ রানের ইনিংসে অজিদের ভিত গড়ে দেন তিনি। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনিং সঙ্গী ক্যাম্পবেল কেল্লাওয়ে (৮৮)। ওপেনিং জুটিতে তাঁরা ১৯৮ রান যোগ করেন।

এরপর দ্রুত ৩ উইকেট তুলে ভারতীয় 'এ' দলকে ম্যাচে ফেরান হর্ষ দুবে (৮৮/৩) ও খলিল আহমেদ (৪৬/১)। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে কুপার কনোলি (৭০) ও লিয়াম স্কটের (৪৭) জুটিতে চালকের আসনে পৌঁছে যায় অজিরা।

শতরানের পর উচ্ছ্বাস স্যাম কনস্টাসের। লখনউয়ে মঙ্গলবার।

ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারসাম্য চায় উয়েফা ও ফিফপ্রো

জুরিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঠাসা ক্রীড়াসূচি। পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাচ্ছেন না ফুটবলাররা। ফলে ফুটবলারদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়ছে দলগুলির। ফুটবলারদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। এই বিষয়টি বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক প্রকাশ্যেই সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর দাবি, ঠাসা ক্রীড়াসূচির কারণে লামিনে ইয়ামালকে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে ব্যথানাশক ওষুধ খেয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। পিএসজিও অভিযোগ করেছিল, ওসমান ডেম্বেলে ও দেজিরে দুয়ের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মেডিকেল টিম ক্লাবের পরামর্শ শোনেনি। সম্প্রতি উয়েফা সভাপতি আলেকজান্ডার কেফেরিন ও ফিফপ্রো ইউরোপ সভাপতি ডেভিড টেরিয়ার এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পরে কেফেরিন বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যের বিষয়ে ফিফপ্রোর সঙ্গে একযোগে আমরা কাজ করব। জাতীয় দলগুলি ইউরোপীয় ফুটবলের স্তম্ভ। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।'

সেরা পারফরমেন্সেও ষষ্ঠ সরবেশ

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স

টোকিও, ১৬ সেপ্টেম্বর : ফাইনালে উঠে প্রত্যাশার পারদ অনেকটাই চড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফাইনালেও নিজেও সেরা পারফরমেন্স করলেন। তারপরও চলতি বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের হাইজাম্পে ষষ্ঠ স্থানে থামতে হল ভারতের সরবেশ কুশারেকে।

মঙ্গলবার ফাইনালের শুরুটা ৩০ বছরের কুশারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টায় ২.২০ মিটারের লক্ষ্যমাত্রা সহজেই টপকে যান। পরবর্তী উচ্চতা ছিল ২.২৪ মিটার। যা দ্বিতীয়বারে পেরোতে সক্ষম হন কুশারে। সেই সময় তিনি যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। মঙ্গলবারের আগে কুশারের ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স ছিল ২.২৬ মিটার। ফলে আরও গোটা দুয়েক ভালো লাফ তাঁকে প্রথম দুইয়ে নিয়ে আসতেই পারত। আশায় বুক বেঁধেছিল আসমুদ্রহিমাচলও। চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি নাসিকের চাষির ছেলে সরবেশ। কেরিয়ারের সেরা পারফরমেন্সে ২.২৮ মিটার লাফিয়ে সরবেশের 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ কি জয়' চিৎকার দর্শকদের মন কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ২.৩১ মিটারের গণ্ডি তিনি টপকাতে পারেননি। সঙ্গে প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নিউজিল্যান্ডের হামিশ কের (২.৩৬ মিটার, চ্যাম্পিয়ন), কোরিয়ার সাংইয়েক উ (২.৩৪ মিটার, দ্বিতীয়), চেক প্রজাতন্ত্রের জান স্টেফেলা (২.৩১ মিটার, তৃতীয়) নিজেদের আলাদা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ায় ছয় নম্বরে থামতে হয় সরবেশকে।

এশিয়া কাপের মাঝে নয়া স্পনসর সূর্যদের

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষার পালা শেষ। ভারতীয় ক্রিকেট দলের জার্সির নয়া স্পনসর পেয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। ড্রিম ইলেভেনের পর টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হল অ্যাপোলো টায়ার্স। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ বিকেলে সরকারিভাবে এই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, নয়া স্পনসরের সঙ্গে বোর্ডের আড়াই বছরের চুক্তি। মোট ৫৭৯ কোটি টাকার বিনিময়ে ২০২৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার জার্সির মূল স্পনসর হিসেবে দেখা যাবে অ্যাপোলো টায়ার্সকে। চলতি এশিয়া কাপের আসরে শনিবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের। সেই ম্যাচ থেকেই টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে নয়া স্পনসরের লোগো দেখা যাবে কি না, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, অক্টোবরে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে ভারতীয় দলের জার্সিতে নয়া স্পনসরের লোগো দেখা যাবে।

ওমান ম্যাচের অনুশীলন শুরু

নয়া স্পনসরের দৌড়ে অ্যাপোলো টায়ার্স ছাড়াও আরও কয়েকটি সংস্থার নাম ছিল। সবার থেকে বেশি পরিমাণ অর্থের বিড করে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়ে ফেলল অ্যাপোলো টায়ার্স। বিসিসিআইয়ের এক কর্তার কথায়, 'নয়া স্পনসরকে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে স্বাগত। এই চুক্তির ফলে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ আয় করব আমরা। যা ভারতীয় ক্রিকেটকে নয়া দিশা দিতে পারবে।' এমন একটা দিনে ভারতীয় দলের জার্সিতে নয়া স্পনসরের আগমন হল, যখন ক্রিকেট মাঠে ভারত-পাক মহারণের পরবর্তী পর্বে 'যুদ্ধের' পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ পাকিস্তান ম্যাচের টসের সময় ও খেলার শেষে করমর্দন না করার সিদ্ধান্তকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, সূর্যকুমার যাদবরা যা করেছেন ঠিক করেছেন।

পহলগাম জঙ্গিহানার ঘটনা ও ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের এমনিতেই ঘরে-বাইরে মুখ পুড়েছে। এবার সেই একই অবস্থা হয়েছে বাইশ গজেও। একে তো জঘন্যভাবে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারতে হয়েছে। উপরি হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের তরফে শাহিন শা আফ্রিদিদের সঙ্গে হাত না মেলানোর ধাক্কায় বেসামাল পাকিস্তান। প্রতিবেশী দেশ বুঝতেই পারছে না তারা কীভাবে ড্যামেজ কন্ট্রোল করবে। কীভাবে লজ্জা ঢাকবে। তার মধ্যেই কাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলন বয়কট করে 'প্রতিবাদ' জানিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু ওয়াঘা সীমান্তের ওপারের ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে কারও কোনও হেলদোল নেই।

যার প্রমাণ আজ বিসিসিআইয়ের মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। রবিবার পাকিস্তান ম্যাচে অনায়াস জয়ের পর বিপক্ষ দলের সঙ্গে সৌজন্যের করমর্দন করেননি শুভমান গিলরা। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। বিসিসিআই এমন ঘটনার সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি না দিলেও সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বোর্ডের এক শীর্ষ কর্তা নাম না লেখার শর্তে বলেছেন, 'ক্রিকেটের নিয়মে খেলার শেষে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সাধারণত পরস্পরকে সম্মান জানাতে দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। দুনিয়াজুড়ে এটাই রীতি। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। তাই পাকিস্তান কী বলল, তাতে কী-ই বা এসে যায়।'

টিম ইন্ডিয়ার পাশে বোর্ডের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আজ অতীত ভুলে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে অনুশীলন শুরু করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। দুবাইয়ে আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ইতিমধ্যেই সুপার ফোরে পৌঁছে যাওয়া সূর্যকুমারদের জন্য ওমান ম্যাচ আদতে নিয়মরক্ষার হলেও জয়ের ছন্দ ধরে রাখতে মরিয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

দলের অনুশীলনের ফাঁকে ফলাহারে কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার দুবাইয়ে।

ক্রিকেটের নিয়মে খেলার শেষে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মেলানো নিয়ে কিছুই লেখা নেই। সাধারণত পরস্পরকে সম্মান জানাতে দুই দলের ক্রিকেটাররা করমর্দন করেন। দুনিয়াজুড়ে এটাই রীতি। কিন্তু এটা নিয়ম নয়। তাই পাকিস্তান কী বলল, তাতে কীই বা এসে যায়। -বিসিসিআই কর্তা

অগোছাল ফুটবল খেলে হার বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
আহল এফকে-১ (আনায়েভ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : খালিদ জামিলের দলের কাছ থেকে মধ্যে এশিয়ার দলগুলির বিপক্ষে ভালো খেলা থেকে প্রেরণা নেওয়ার কথা বলেছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের খেলায় ভারতীয় দলের লড়াইয়ের ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না।

ডুরান্ড আয়োজকদের চাপে রাখতে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি দেরিতে শুরু করা, জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার না ছাড়ার মতো অন্যায়ের ফল এদিন তুর্কমেনিস্তান লিগের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দল আহল এফকে-র বিপক্ষে হাতেনাতে পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। 'গো ব্যাক' ধ্বনি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা শুনলেন বটে, তবে তিনি নয় এইসবের জন্য ম্যানেজমেন্ট দায়ী সবথেকে বেশি। ঘরের মাঠে গ্রুপের দুর্বলতম দলের বিপক্ষে ০-১ হারটা লজ্জাজনক ভারতের ডাবল চ্যাম্পিয়নদের (লিগ-শিল্ড ও কাপজয়ী) পক্ষে। এখনও একজন ফুটবলারও পুরোপুরি তৈরি নন। তাছাড়া মোলিনার ভাবনাচিন্তার মাথামুণ্ডুও বোঝা যাচ্ছে না। নাহলে হঠাৎই অভিষেক সিং টেকচামকে বসিয়ে কেনই বা সদ্য চোট থেকে ওঠা শুভাশিস বসুকে নামাতে গেলেন? শুভাশিস নামার পরই ৮৩ মিনিটে গোলটা খেল মোহনবাগান। হাকমুহাম্মেদ বাসিমভের বাড়ানো বল ধরে আনায়েভের শট বিশাল কেইথকে এড়িয়ে গোলে ঢুকে যাওয়ার সময়ে তিনি তো বটেই বাকি ডিফেন্সও দর্শক। সুপারসাব এনভের আনায়েভ গত বছর এফসি আর্কাদাগের হয়ে খেলে গিয়েছেন কলকাতায়। এদিন গোটা ম্যাচেই মোহনবাগান ফুটবলারদের মধ্যে ফিটনেসের অভাব দেখা গিয়েছে।

এই গোলের দুই মিনিট আগেই আরও একটা সুযোগ ছিল আহলের। যা বাঁচান বিশাল। মোহনবাগানের প্রথম সুযোগ ৬৮ মিনিটে। পরিবর্ত অনিরুদ্ধ থাপার থ্রু ধরে জেসন কামিন্স কেন যে নিজে গোলে শট না নিয়ে ডানদিকে জেমি ম্যাকলারেনকে বল ঠেলে দিলেন, বহুকাল মোহনবাগানিদের মনে সেই প্রশ্ন থাকবে। কামিন্স অনেক বেশি সুবিধাজনক জায়গায় ছিলেন গোল করার জন্য। ওটাই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রথম গোলমুখী সফল আক্রমণ। ৮২ মিনিটে রবসন রোবিনহোর তোলা বল ধরে সাহাল আব্দুল সামাদেরও একহাত দূর থেকে বাইরে মারার ব্যাখ্যা নেই। গোটা প্রথমার্ধটা নিজেদের ফর্ম হাতড়ে বেরিয়েছে মোলিনার দল। ফিটনেসে পিছিয়ে বলেই রবসন, ম্যাকলারেনদের এত পরে নামালেন যে ততক্ষণে আহল চেপে বসেছে।

প্রতিপক্ষ আহল একেবারেই টেকনিকালি আহামরি নয়। যদিও ফুটবলাররা প্রত্যেকেই শারীরিক দিক দিয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও গতিসম্পন্ন। এদিন সামনে একা কামিন্সকে রেখে নম্বর ১০ পজিশনে সামাদকে দিয়ে শুরু করান মোলিনা। প্রথমার্ধে সেই অর্থে মোহনবাগানের একটাও সুযোগ নেই। বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কিয়ান নাসিরি কী লিস্টন কোলাসোরা প্রতিপক্ষ বক্সে ঢোকার চেষ্টা করলেও ডিফেন্সের ভিড়ে আটকে গিয়েছেন গোল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই। তবে বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে বাঁদিক থেকে বক্সে দুর্দান্ত ঢুকে পড়েও ভালো জায়গায় থাকা কামিন্সকে ঠিকঠাক মাইনাস না করতে পারাটা আপুইয়ার ভুল। প্রথমার্ধে আহল গোলরক্ষক বেরদিয়েভ নিশ্চিন্তেই কাটালেন পুরো সময়টা। এই অর্থে আহল একটা গোলও প্রায় করে ফেলেছিল। ৩২ মিনিটে বাসিমভের শট গোলের দিকে যাওয়ার সময়ে কাকাগেলদি বেরেনভের পা ছুঁয়ে পোস্টে লেগে বেরিয়ে আসে। ৫৭ মিনিটে বেরেনভের দূরপাল্লার শট ভালো বাঁচান বিশাল।

মোহনবাগান আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ইরানের সেপাহান এসসি-র বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। যা হয়তো সমর্থকদের পুজোর আনন্দ মাটি করে দিতে চলেছে।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, টম, আলবার্তো, অভিষেক (শুভাশিস), কিয়ান (ম্যাকলারেন), দীপক (থাপা), আপুইয়া, লিস্টন (রবসন), সাহাল ও কামিন্স।

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে কাজে এল না বিশাল কেইথের লড়াই। মঙ্গলবার।

তানজিদের আগ্রাসন, নাসুমের ঘূর্ণিতে চাপে আফগানিস্তান

বাংলাদেশ-১৫৪/৫
আফগানিস্তান-৩৩/২ (৭ ওভার পর্যন্ত)

আবু ধাবি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাদামি ঘাসের সঙ্গে ব্যাটিং ক্রিজের আশপাশে ছোপ ছোপ দাগ। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শুকনো বাইশ গজে টসে জিতে ব্যাটিং করার সুযোগটা নিতে ভুল করেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। প্রথম ওভারেই ফজলহক ফারুকির বলে শূন্য রানে থাকা সইফ হাসানের ক্যাচ মিস করে আজমাতুল্লাহ ওমরজাইয়ের উপহার। পাওয়ার প্লে-তে যা ভালোই কাজে লাগিয়েছেন বাংলাদেশের ওপেনাররা। বিশেষ করে তানজিদ হাসান তামিমের (৩১ বলে ৫২) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে প্রথম ৬ ওভারে ৫৯ রানে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। শেষপর্যন্ত রশিদ খান এসে সইফকে (৩০) ফিরিয়ে জুটি ভাঙলেও টাইগার ব্রিগেড ডু অর ডাই ম্যাচে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছানোর মঞ্চ তৈরি করে ফেলেছিল। এরপর নুর আহমদ (২৩/২), রশিদের (২৬/২) ঘূর্ণিতে ম্যাচের মোড় বদল। লিটন (৯), শামিম হোসেনদের (১১) ব্যর্থতায় ভালো শুরুর সুবিধা অনেকটাই হাতছাড়া হয়। চাপ আলগা করার চেষ্টায় নুরের বলে চালাতে গিয়ে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তানজিদ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হারা ম্যাচের দলে চার পরিবর্তন করে নামলেও লোয়ার অর্ডারের ব্যর্থতা এদিনও ভোগাল তাদের। ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৪ রানে থামে বাংলাদেশের ইনিংস।

আফগানিস্তান রানতাড়ায় নামার পর নাসুম আহমেদ প্রথম বলেই ফিরিয়ে দেন সেদিকুল্লাহ অটলকে (০)। এরপর ইব্রাহিম জাদরানের (৫) উইকেটটিও নাসুমের দখলে এসেছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৭ ওভারে আফগানিস্তান দাঁড়িয়ে ৩৩/২ স্কোরে। ক্রিজে রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১৮) ও গুলবাদিন নাইব (৮)।

অর্ধশতরানের পথে তানজিদ হাসান তামিম।

জিতল বিভান

চালসা, ১৬ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবাড়ি সরবতি ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের গোপীনাথ দাস এবং ফুলেশ্বরী রায় ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার বিভান নাইন এমওয়াইবিসি ২-১ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির ডিএফজি দলকে। বিভানের নিহাল রাই ও অভিনাম ভুজেল গোল করেন। ডিএফজি-র গোলস্কোরার রতন ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা নিহাল।

স্মরণে

দীপোজ্জ্বল চৌধুরী

(শিলিগুড়ি শিশু নাট্যমের প্রাক্তন কর্ণধার) স্মরণে

জন্ম- ৯ই মার্চ, ১৯৬০, মৃত্যু- ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০২৪

প্রথম প্রয়াণ তিথিতে পরিবারবর্গ, শিলিগুড়ি শিশু নাট্যম ও শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থের পক্ষ থেকে ওঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হচ্ছে।

ট্রফি নিয়ে খোশমেজাজে তুফানগঞ্জের প্রিয়াংশু সাহা।

রাজ্য সাঁতারে দ্বিতীয় প্রিয়াংশু

তুফানগঞ্জ, ১৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতার লেকটাউনে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত রাজ্য ফিন সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের জুনিয়ার 'বি' বিভাগে ৫০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছে তুফানগঞ্জের রামকৃষ্ণ সরণির প্রিয়াংশু সাহা। যার সুবাদে সে জাতীয় স্তরে নামার সুযোগ পেয়েছে। প্রিয়াংশু তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্র নারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। রুপো জিতে তার মন্তব্য, 'আশা করছি জাতীয় স্তরেও সাফল্য ধরে রাখতে পারব।' জেলা ফিন সুইমিং সংস্থার সচিব রমেন বিশ্বাস জানিয়েছেন, রাজ্য প্রতিযোগিতায় জেলা থেকে ১৪ জন অংশ নিয়েছিল। প্রিয়াংশুর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

ফাইনালে ডুয়ার্স

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা নেহরু পাঠাগার ক্লাবের নেহরু কাপ নৈশ ফুটবলে ফাইনালে উঠল কালিম্পং মৌলানি ডুয়ার্স অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-১ গোলে ধূপগুড়ি ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। খেতাবেচো ফুটবল মাঠে জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা পূর্ণভ ওরাওঁ। ধূপগুড়ির গোলটি রুবেল মহম্মদের। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে অসমের সেভেন স্টার্স ইউনিট ও হলদিবাড়ি এনএসপি।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন পূর্ণভ ওরাওঁ। ছবি : শতাব্দী সাহা

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে বোল্টের

কিংস্টন, ১৬ সেপ্টেম্বর : সময় দ্রুত বয়ে যায়। সত্যিই তাই। অলিম্পিকে আটটি সোনা রয়েছে জামাইকার প্রাক্তন তারকা স্প্রিন্টার উসেইন বোল্টের। সঙ্গে পেয়েছেন বিশ্বের দ্রুততম মানবের তকমা। কিন্তু এখন সেই বোল্টেরই সাধারণ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হাঁফ ধরে যায়! ৩৯ বছরের বোল্ট যা নিজেই জানিয়েছেন। বোল্টের অ্যাকিলিস টেন্ডন ফেটে গিয়েছে। এই ধরনের সমস্যা দৌড়বিদদের বেশি হয়। এছাড়াও স্কোলিয়োসিসের (মেরুদণ্ড বেঁকে যাওয়া) সমস্যায় ভুগছেন বোল্ট। যার ফলে কিছু দূর হাঁটলেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় তাঁর। ব্রিটেনের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বোল্ট এখন বেশিরভাগ সময় বাড়িতেই থাকেন। সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটে তাঁর। কষ্ট হয় সিঁড়ি ভাঙতেও। নিজের শারীরিক সমস্যা প্রসঙ্গে বোল্ট বলেছেন, 'সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। কম বয়সে এমন কোনও সমস্যা ছিল না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়ছে। ভাবছি আবার দৌড় শুরু করব। এখন বাড়িতেই থাকি। সিনেমা দেখে সময় কাটাই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 92J 74767 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এই এক কোটি প্রথম পুরস্কারের জয় আমাকে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি করেছে, এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এটি আমাকে অনেক বড়ো একটি স্বস্তি দিয়েছে কারণ আমি জানি যে এখন আমি আমার পরিবারের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা আমাজাদুল হক - কে 18.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আন্তজাতিক ক্যারাটেতে অভিজিৎ

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : জাপান সোতোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের আন্তজাতিক ক্যারাটেতে ভারতের হয়ে অংশ নেবেন কোচবিহারের অভিজিৎ সূত্রধর। ১-৩ নভেম্বর জাপানে অনুষ্ঠেয় আসরে দেশের হয়ে মোট ১৪ জন খেলবেন। কোচবিহার থেকে একমাত্র অভিজিৎ অংশ নেবেন। তিনি ৫৫ কেজি ওজন বিভাগে কাতা ও কুমিতে ইভেন্টে নামবেন। অভিজিৎ জানিয়েছেন, অগাস্টে কলকাতায় জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় তিনি কাতা ও কুমিতে ক্যাটেগোরিতে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। যার ফলে অভিজিৎ আসন্ন প্রতিযোগিতায় নামার সুযোগ পেয়েছেন।

জিতল পাঠানপাড়া জুনিয়ার

হলদিবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায়বসুনিয়া ও বাণী রায়বসুনিয়া ট্রফি জুনিয়ার ফুটবলে মঙ্গলবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ২-০ গোলে কাঞ্চার মোড় বিপ্লবী সংঘকে হারিয়েছে। গোল করেন রনি অধিকারী ও সুজয় রায়। বুধবার আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে কচুয়া বোয়ালমারি সেভেন স্টার।

জয়ী ২০২৩, '২০ প্রাক্তনী

কোচবিহার, ১৬ সেপ্টেম্বর : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনী রাম্ভোলিয়ান্সের ৭ দলীয় ফুটবলে মঙ্গলবার ২০২৩ প্রাক্তনী ১-০ গোলে ২০০৭ সংযুক্ত প্রাক্তনীকে হারিয়েছে। রামভোলা হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের সেরা আরিফ হোসেন গোল করেন। পরের ম্যাচে ২০২০ প্রাক্তনী ১-০ গোলে ২০২৩ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা কাজল বর্মন গোল করেছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে কাজল বর্মন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর